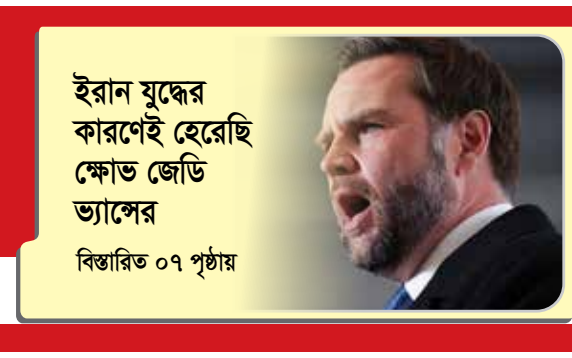
পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৪ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 34, Issue 1705, Saturday, November 07, 2026 FREE www.parichoy.com



ইরান যুদ্ধের কারণেই হেরেছি ক্ষোভ জেডি ভ্যান্সের

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

আরো আছে...

■ ৭.৭ ট্রিলিয়ন ডলারের বৈশ্বিক হালাল পণ্য বাজারে ধরতে বাংলাদেশে স্বাধীন কর্তৃপক্ষ গঠনের আহ্বান- ৫ম পাতায়

■ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের হোয়াইট হাউসের নতুন চীফ অফ স্টাফ ইমিগ্রেশন নীতি বাস্তবায়নে কঠোর স্টিফেন মিলার- ৬ষ্ঠ পাতায়

■ ট্রাম্প জোট নড়বড়ে, রিপাবলিকানরা এখন কী করবে? - ৭ম পাতায়

■ নেতানিয়াহু নয়, প্রতিদ্বন্দ্বী আইজেনকোটকে নতুন সরকার গঠনের দায়িত্ব দিলেন ইসরায়েলের প্রেসিডেন্ট -৮ম পাতায়

■ বাংলাদেশে পোশাক খাতে অস্থিরতা : ১০০ ব্যক্তির ব্যাংক হিসাব জব্দের নির্দেশ -৯ম পাতায়

■ কংগ্রেসের দুই কক্ষ হারিয়ে চাপে ট্রাম্প, আটকে যেতে পারে অভিবাসন ও বাজেটের বড় সিদ্ধান্ত- ১০ম পাতায়

■ যুক্তরাষ্ট্রে থেকেই গ্রিন কার্ড পাওয়া কঠিন হচ্ছে, নতুন নিয়মে বাড়ছে কড়াকড়ি-১১ পাতায়

■ বাংলাদেশের রিজার্ভ কমছে, বাড়ছে ডলারের বিনিময় মূল্য -৫ম পাতায়



আমরা ‘বেশি কঠোর’ ছিলাম - মধ্যবর্তী নির্বাচনে হারের অন্যতম কারণ অভিবাসন নীতি স্বীকার করলেন ট্রাম্প

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

‘আবেগ নয়, আইনানুগ পদক্ষেপ চলছে’! শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফেরানোর বিষয়ে বলল তারেক রহমানের সরকার

বিস্তারিত ০৪ পৃষ্ঠায়



আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি

Aasha Home Care LHCSA

(718) 776-2717
(646) 744-5934



GOLDEN AGE HOME CARE

সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো



Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

Design by: ihpprint.com 929-810-7603

NEW YORK SENIOR ADULT DAYCARE

নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার

WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT

healthfirst · elderplan · Anthem · Hamaspik · RiverSpring Living · MetroPlus Health · SWH





SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO



FUHAD HUSSAIN
CCO



MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO

- We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা

CALL US NOW:
718-516-3425

A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP

CONTACT US:

Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474

newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com

116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375

86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

কে কি বললেন



● ইরানে হামলা চালিয়ে ইসরায়েলকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছি - **প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প**

● নির্বাচনে হারের কারণ 'ইরান যুদ্ধ'। এমনকি যুদ্ধের বিনিময়ে আগামী ছয় বছরের জন্য সিনেটের নিয়ন্ত্রণ হারানো কতটা সার্থক ? **প্রশ্ন তুলে ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স**





● ফ্লাভিও বলসোনারো 'কুফা', সে আমেরিকায় পালানোর পরই ট্রাম্প নির্বাচনে হারলেন - **ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলার ব্যঙ্গ**

● 'আবারও তারা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বকে ক্ষুন্ন করতে চায়, আবার তারা ডামি নির্বাচনের ব্যবস্থা চালু করতে চায়। এ সুযোগ আর দেওয়া হবে না।' - **বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান**





● 'মৃত্যুর ভয় নেই, ডিসেম্বরে বাংলাদেশে ফিরব' - যুক্তরাষ্ট্রের বার্তা সংস্থা এসোসিয়েটেড প্রেস - **এপিকে বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা**

● শেখ হাসিনা অপরাধী, তাকে বন্দি বিনিময় চুক্তির আওতায় বাংলাদেশে ফেরানোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে - **বাংলাদেশ সরকারের আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান**





● হাসিনা কি শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে আসবে যে পাসপোর্ট দিতে হবে, তাকে হ্যান্ডওভার চাই- **বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির**

● ধর্মীয় উগ্রবাদ সৃষ্টি করে জামায়াত নতুন ফ্যাসিবাদ কায়েম করতে চায়। তাদের দমন করতে না পারলে বাংলাদেশ ভবিষ্যতে বিপর্যয়ের মুখোমুখি হবে - **গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও প্রবাসী কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী নুরুল হক নুর**





'আবেগ নয়, আইনানুগ পদক্ষেপ চলছে'! শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফেরানোর বিষয়ে বলল তারেক রহমানের সরকার

পরিচয় ডেস্ক: শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ছাড়ার পরে তাঁর অনুপস্থিতিতেই ঢাকায় তাঁর বিরুদ্ধে মামলা চলে। তাতে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে হাসিনাকে। এ সবের মধ্যেই হাসিনা ঘোষণা করেছেন, তিনি ডিসেম্বরেই বাংলাদেশে ফিরবেন।

শেখ হাসিনার উপরে এখনও ক্ষুব্ধ বাংলাদেশের একাংশের জনতা। তাঁর প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়ার জন্য চাপ বাড়ছে তারেক রহমানের সরকারের উপরেও। তবে বাংলাদেশ সরকারের দাবি, হাসিনাকে ফেরানোর বিষয়ে তারা আইনগত ভাবেই পদক্ষেপ করছে। এ ক্ষেত্রে আবেগের কোনও বিষয় নেই বলেই দাবি তাদের।

রবিবার ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে হাসিনা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হয় বাংলাদেশের আইনমন্ত্রী মোহাম্মদ আসাদুজ্জামানকে। উত্তরে তিনি বলেন, "শেখ হাসিনার বিষয়ে আইনগত ভাবে যা যা করার, আমরা তা করছি। আইনসঙ্গত ভাবেই ডিল করা হবে। আমরা যখন কোনও পদক্ষেপ করব, সেখানে ইমোশনের (আবেগের) কোনও বিষয় নেই। আমরা আইনটাকে প্রয়োগ করব।"

২০২৪ সালে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের জেরে ক্ষমতাচ্যুত হন হাসিনা। ওই বছরের ৫ অগস্ট তিনি চলে আসেন ভারতে। সেই থেকে ভারতেই রয়েছেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। তাঁকে ফেরত চেয়ে দিল্লিতে কূটনৈতিক বার্তাও পাঠিয়েছে ঢাকা। দিল্লিও তার প্রাপ্তিস্বীকার করে জানায়, এ বিষয়ে নির্দিষ্ট আইনি প্রক্রিয়া রয়েছে।

হাসিনা বাংলাদেশ ছাড়ার পরে তাঁর অনুপস্থিতিতেই ঢাকায় তাঁর বিরুদ্ধে মামলা চলে। তাতে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে হাসিনাকে। এ সবের মধ্যেই হাসিনা ঘোষণা করেছেন, তিনি ডিসেম্বরেই বাংলাদেশে ফিরবেন। যদিও এ নিয়ে বিস্তারিত তথ্য জানাননি তিনি। ভারত সরকারও এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেনি। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে মৃত্যুদণ্ড প্রসঙ্গে হাসিনা বলেছেন, ''যদি মৃত্যুই আমার ভবিতব্য হয়, আমি নিজের দেশের মাটিতে নিজের লোকজনের মাঝে মরতে চাই। তাই আমি বাংলাদেশে ফিরব। আমার সেই সিদ্ধান্তে কোনও পরিবর্তন হয়নি।'' নিজের দেশে ফেরার জন্য তাঁর কোনও বিদেশি শক্তির সুরক্ষারও প্রয়োজন নেই বলেও জানিয়েছেন হাসিনা।

- সংবাদসুত্র কোলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকা

বাংলাদেশে ফেরার ইঙ্গিত, নতুন পাসপোর্ট ও এনআইডি চেয়ে শেখ হাসিনার আবেদন

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশে ফেরার প্রস্তুতির অংশ হিসেবে নতুন পাসপোর্ট ও জাতীয় পরিচয়পত্রের (এনআইডি) জন্য আবেদন করেছেন। দিল্লিতে বাংলাদেশের দূতাবাসে এ-সংক্রান্ত চিঠি পাঠিয়েছেন তার আইনজীবীরা। ২০২৪ সালে দেশ ছেড়ে ভারতে যাওয়ার পর এটিই তার পক্ষ থেকে এ ধরনের প্রথম যোগাযোগ।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের হাতে আসা ওই চিঠির বরাত দিয়ে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই আবেদনকে বাংলাদেশে ফেরার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে হাসিনার সবচেয়ে স্পষ্ট পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। ২০২৪ সালে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে তার দীর্ঘ শাসনের অবসান ঘটে। এর দুই বছরের বেশি সময় পর আগামী ডিসেম্বরে দেশে ফেরার পরিকল্পনা করছেন তিনি। তবে হাসিনার দল আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকায় তার *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*



আমরা ‘বেশি কঠোর’ ছিলাম - মধ্যবর্তী নির্বাচনে হারের অন্যতম কারণ অভিবাসন নীতি স্বীকার করলেন ট্রাম্প



পরিচয় ডেস্ক: সম্প্রতি সমাপ্ত যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে নিজ দল রিপাবলিকান পার্টির শোচনীয় বিপর্যয়ের পর নিজের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক নীতি থেকে একধাপ পিছিয়ে এসেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি স্বীকার করেছেন যে তার প্রশাসনের অভিবাসনবিরোধী অভিযান ‘বেশি কঠোর’ ছিল।

রোববার ৮ নভেম্বর সন্ধ্যায় প্রচারিত সিবিএস নিউজের জনপ্রিয় ‘সিক্সটি মিনিটস’ অনুষ্ঠানে দেওয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, অবৈধ সীমান্ত পারাপার নাটকীয়ভাবে বন্ধ করার জন্য তিনি নিজেকে ‘এ প্লাস’ পাওয়ার যোগ্য মনে করেন; তবে গণহারে অভিবাসী বিতাড়নের কারণে তিনি রাজনৈতিকভাবে ‘ক্ষতিগ্রস্ত’ হয়েছেন।

তবে প্রেসিডেন্টের এই স্বীকারোক্তির বিপরীতে তার স্বরাষ্ট্র দপ্তর (ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি) এখনো দাবি করে যাচ্ছে যে তারা এই কঠোর অভিযান থেকে একচুলও পিছিয়ে আসছে না। মধ্যবর্তী নির্বাচনের দিনের বুথফেরত জরিপে দেখা গেছে, অর্থনীতি এবং গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*



ট্রাম্পের পর হোয়াইট হাউসে কে, আলোচনায় যারা

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকানদের ভরাডুবি এবং ডেমোক্র্যাটদের বড় জয়ের পর ২০২৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচনা শুরু হয়েছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উত্তরসূরি হওয়ার দৌড়ে সম্ভাব্য প্রার্থীদের নিয়ে দুই দলের ভেতরেই চলছে হিসাব-নিকাশ। এখনো কেউ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রার্থিতা ঘোষণা না করলেও ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স, পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*



চেনা এক আমেরিকার পতন!

পরিচয় ডেস্ক: মধ্যবর্তী নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটদের জয়ে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি, সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রায় যেন এক অভাবনীয় পরিবর্তন আসছে যাকে বলা হচ্ছে ‘ব্লু ওয়েভ’।

আমেরিকান কনজারভেটিভ বা ডানপন্থীরা এতদিন যেভাবে দেশটিকে দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন, তা যেন পুরোপুরি বদলে যাচ্ছে।

আমেরিকার রাজনৈতিক কর্মী লরা লুমার তার এক্স পোস্টে লিখেছেন-’এটা বলতে চাই না, তবুও বলছি, আমেরিকা শেষ! কমিউনিস্ট ও জিহাদিরা আমাদের সীমান্ত খুলে দিচ্ছে এবং দেশের ভেতরে বেআইনিভাবে থাকা বিদেশিদের ভোট দিয়ে আমাদের ভোটকে প্রতিস্থাপন করতে যাচ্ছে। এখন আমাদের এমন প্রতিনিধিরা রয়েছেন যারা প্রকাশ্যেই আমেরিকার প্রতি তাদের ঘৃণা, কমিউনিজমের প্রতি ভালোবাসা এবং শরিয়া আইনের সমর্থনের কথা বলে থাকেন। ২০২৮ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের যে ক্ষতি তারা সাধন করবে, তা আর ঠিক করা সম্ভব হবে না। আমেরিকার ২৫০তম বার্ষিকীটি ছিল একটি জানাজার মতো। আমেরিকার স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে গেছে।’

তার এই কথাকে সঠিক ধরে নিলে সে দৃষ্টিকোণ থেকে ‘ব্লু ওয়েভ’-এর পর অমেরিকায় আসবে বহু পরিবর্তন।

ক্রিসমাস ও বড়দিনের প্রতীক

পরিবর্তনের ধাক্কা হয়তো ক্রিসমাসের চিরচেনা প্রতীক সান্টা ক্লজকেও ছাড়বে না। হয়তো দেখা *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

৭.৭ ট্রিলিয়ন ডলারের বৈশ্বিক হালাল পণ্য বাজারে ধরতে বাংলাদেশে স্বাধীন কর্তৃপক্ষ গঠনের আহ্বান



পরিচয় ডেস্ক: বৈশ্বিক হালাল পণ্যের বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি সম্ভাবনা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রচুর সুযোগ রয়েছে, কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশাধিকার, সনদায়ন, মান নিয়ন্ত্রণ ও সুনির্দিষ্ট ট্র্যাকিং নিশ্চিত করতে একটি স্বাধীন ও সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ গঠন অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করছেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিল্পোদ্যোক্তা ও অংশীজনরা। গত শনিবার (৭ নভেম্বর) ঢাকায় বিডিফেয়ার্স ও জুনিয়র চেম্বার ইন্টারন্যাশনাল (জেসিআই) ঢাকা অ্যাচিভার্স-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ‘ইনভেস্টরস মিট আপ ৩.০’ শীর্ষক সম্মেলনে বক্তারা এই অভিমত ব্যক্ত করেন। সম্মেলনটি বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিআই), লেদার ফাউন্ডেশন এবং জাপান-বাংলাদেশ চেম্বার অব কর্মাস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের (জেবিসিসিআই) সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থাপিত মূল প্রবন্ধে জানানো হয়, ‘ডিনার স্ট্যান্ডার্ডস গ্লোবাল ইসলামিক ইকোনমি রিপোর্ট ২০২৪’ অনুযায়ী, ২০২৪ সালে বৈশ্বিক হালাল অর্থনীতির আকার ছিল প্রায় ৭.৭ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। বার্ষিক ৬.২ শতাংশ হারে বেড়ে ২০৩৪ সাল নাগাদ প্রায় ১.৯ বিলিয়ন মুসলিম ভোক্তার এই হালাল *বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের রিজার্ভ কমছে, বাড়ছে ডলারের বিনিময় মূল্য



পরিচয় ডেস্ক: একদিকে কমছে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, অন্যদিকে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে বাড়ছে ডলারের দাম। আমদানি ব্যয় পরিশোধের চাপ এবং বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় বাংলাদেশের ডলার বাজারে নতুন করে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে রিজার্ভ থেকে ডলার বিক্রি করছে বাংলাদেশ ব্যাংক। তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এই উদ্যোগের পরও ডলারের দামে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা থামছে না।

এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (আকু) সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মেয়াদের আমদানি বিল বাবদ ১৬৪ কোটি ডলার পরিশোধের পর বৃহস্পতিবার (৫ নভেম্বর) দিন শেষে দেশের মোট বা গ্রস বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে দাঁড়িয়েছে ৩৪ *বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়*

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের হোয়াইট হাউসের নতুন চীফ অফ স্টাফ ইমিগ্রেশন নীতি বাস্তবায়নে কঠোর স্টিফেন মিলার



পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনে বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে। হোয়াইট হাউসের নতুন প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পেতে যাচ্ছেন কট্টর অভিবাসন নীতি বাস্তবায়নে সদা তৎপর সিনিয়র উপদেষ্টা স্টিফেন মিলার। গত ৬ নভেম্বর শুক্রবার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাঁর নতুন সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন। এর মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী সুসি ওয়াইলসের অধ্যায় শেষ হল। নতুন দায়িত্বে আসছেন এমন একজন ব্যক্তি, যিনি ট্রাম্পের রাজনৈতিক পরিকল্পনা, অভিবাসন নীতি এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

সংবাদমাধ্যম অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস ও দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৯ নভেম্বর সোমবার থেকে স্টিফেন মিলার নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। এতদিন তিনি হোয়াইট হাউসের উপপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। পাশাপাশি জাতীয় নিরাপত্তা ও অভিবাসনসংক্রান্ত নীতিনির্ধারণেও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের শীর্ষ পর্যায়ে নতুন নেতৃত্বের সূচনা হতে যাচ্ছে। সুসি ওয়াইলসের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন মিলার। সুসি ওয়াইলস ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে হোয়াইট হাউসের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করা প্রথম নারী। তিনি ট্রাম্পের ২০২৪ সালের নির্বাচনী প্রচারণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। দ্বিতীয় মেয়াদে ট্রাম্প ক্ষমতায় ফেরার পর তাঁকে প্রশাসনের প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।

ট্রাম্পের সঙ্গে দীর্ঘদিন কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে সুসি ওয়াইলসের। নির্বাচনী প্রচারণা পরিচালনা থেকে শুরু করে প্রশাসনের অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম সমন্বয়- বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তবে সাম্প্রতিক মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকানদের বড় ধরনের পরাজয়ের পর প্রশাসনে পরিবর্তনের আলোচনা জোরালো হয়। এর কয়েক দিনের মধ্যেই ট্রাম্প নতুন প্রধান হিসেবে মিলারের নাম ঘোষণা করেন।

সুসি ওয়াইলস হোয়াইট হাউসের দায়িত্ব ছেড়ে ট্রাম্পের রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে কাজ করবেন বলে সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। ট্রাম্প তাঁর কাজের প্রশংসা করেছেন এবং প্রশাসনে তাঁর অবদানের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

নতুন নিয়োগের পর স্টিফেন মিলারকে নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচনা আরও বেড়েছে। কারণ তিনি শুধু একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা নন, ট্রাম্পের রাজনৈতিক দর্শন ও অভিবাসন নীতির অন্যতম প্রধান পরিকল্পনাকারী হিসেবেও *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*



ফ্লাভিও বলসোনারো 'কুফা', সে আমেরিকায় পালানোর পরই ট্রাম্প নির্বাচনে হারলেন

- ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলার ব্যঙ্গ

পরিচয় ডেস্ক: মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির পরাজয়ের পর প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে বলসোনারোর আগমন দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা ৫ নভেম্বর বৃহস্পতিবার তার পরাজিত নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্লাভিও বলসোনারোকে ব্যঙ্গ করে এসব কথা বলেছেন।

ব্রাজিলীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ব্রাজিলীয় আইনপ্রণেতা আন্দ্রে জানেমিসের সাথে একটি ইউটিউব লাইভস্ট্রিমের সময় লুলা বলেন, 'সে ভীষণ দুর্ভাগ্যের প্রতীক। সে ট্রাম্পকে পরাজিত করিয়েছে। সে যুক্তরাষ্ট্রে পা রাখল, আর ট্রাম্প হেরে গেলেন।'

লুলা মূলত বলসোনারোর যুক্তরাষ্ট্র যাওয়াকেই ইঙ্গিত করেছেন। গত ২৫ অক্টোবর ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট রানঅফ নির্বাচনে লুলার কাছে পরাজিত হওয়ার পর তিনি যুক্তরাষ্ট্র চলে যান।

সাবেক ব্রাজিলীয় প্রেসিডেন্ট জাইর বলসোনারোর পুত্র এবং একজন সিনেটর ফ্লাভিও বলসোনারো কথিত দুর্নীতি, অর্থ পাচার এবং কর ফাঁকির অভিযোগের তদন্তের মুখে নির্বাচনী পরাজয়ের পর মায়ামিতে চলে যান।

ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট তার সাবেক প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রে সুরক্ষা খোঁজার অভিযোগ তোলেন এবং সতর্ক করেন, আইনি প্রক্রিয়ার মুখোমুখি হওয়ার জন্য তাকে শেষ পর্যন্ত ব্রাজিলেই ফিরে *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*



সিনেট ডেমোক্র্যাটদের নেতা হিসেবে চাক শুমারকে সমর্থন করবেন না আব্দুল আল-সায়েদ

পরিচয় ডেস্ক: মিশিগানের নবনির্বাচিত সিনেটর আব্দুল আল-সায়েদ জানিয়েছেন, তিনি সিনেট ডেমোক্র্যাটদের নেতা হিসেবে চাক শুমারের অবস্থানের প্রতি সমর্থন দেবেন না। নিজের ঐতিহাসিক জয়ের ঠিক পরের দিনই তিনি নিউ ইয়র্কের এই সিনেটরের-যিনি কংগ্রেসে ৪৫ বছর এবং সিনেটে ২৭ বছর দায়িত্ব পালন করেছেন- বিরোধিতায় নামলেন।

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের সঙ্গে আলাপকালে এবং সিএনএন-এর একটি পৃথক সাক্ষাৎকারে আল-সায়েদ বলেন, তিনি আপাতত শুমারকে সমর্থন দিচ্ছেন না, কারণ এই পদের জন্য আর কে কে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তিনি বলেন, "আমি মনে করি আমাদের নতুন নেতৃত্বের প্রয়োজন এবং সাধারণ মানুষও তা-ই চাইছে।"

এই মতপার্থক্যটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারির পর আল-সায়েদের পক্ষে সক্রিয়ভাবে প্রচার চালিয়েছিলেন শুমার। সে সময় তিনি বলেছিলেন, সিনেট ডেমোক্র্যাটরা "আব্দুল আল-সায়েদকে *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*



নব নির্বাচিত যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর আব্দুল আল-সাইয়েদ চালু করলেন 'হাবিবী' পলিটিক্যাল অ্যাকশন কমিটি

পরিচয় ডেস্ক: মিশিগান স্টেট থেকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম মুসলিম সিনেটের হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার কয়েকদিন পরই আবদুল আল-সাইয়েদ "হাবিবী পিএসি"নামে একটি পলিটিক্যাল অ্যাকশন কমিটি চালু করেছেন।

পলিটিক্যাল অ্যাকশন কমিটি বা পিএসি হলো এমন সংস্থা যা কোনো প্রার্থীর সমর্থনে বা বিরোধিতায় অর্থ সংগ্রহ ও ব্যয় করে। ৫ নভেম্বর বৃহস্পতিবারের এক ফেডারেল ইলেকশন কমিশন (এফইসি) ফাইলিং অনুসারে, হাবিবী পিএসি আল-সাইয়েদের স্পন্সরকৃত একটি লিডারশিপ পিএসি হিসেবে নিবন্ধিত হয়েছে। এ ধরনের কমিটিগুলো একজন রাজনৈতিকের নিজস্ব প্রচারণা থেকে আলাদা হয়ে থাকে।

হাবিবী' একটি আরবি শব্দ যা ভালোবাসার প্রকাশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ "আমার প্রিয়" বা "আমার ভালোবাসা"। আল-সাইয়েদ নির্বাচনী প্রচারণায় শব্দটি ঘন ঘন ব্যবহার করেছেন। এমনকি ডেট্রয়েটে দেওয়া বিজয় ভাষণেও তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সকে উদ্দেশ্য করে সরাসরি বলেছিলেন, "জেডি, হাবিবী, এতে এক চমৎকার পরিহাস রয়েছে যে জানুয়ারিতে আমাকে শপথ পাঠ করাতে আপনি সাংবিধানিকভাবে বাধ্য।"

ফেডারেল ইলেকশন কমিশন বা এফইসি ফাইলিং অনুসারে, ৩ নভেম্বর মঙ্গলবারের ভোটের পর লিডারশিপ পিএসি নিবন্ধনকারী কয়েকজন নতুন নির্বাচিত ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে একজন হলেন তিনি। অন্যান্যদের মধ্যে রয়েছেন অ্যারিজোনার নির্বাচিত কংগ্রেস সদস্য অমিশ শাহ-এর "পিএসি স্ট্রিট বয়" আইওয়ার নির্বাচিত সিনেটর জোশ টুরেক-এর *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্প জোট নড়বড়ে, রিপাবলিকানরা এখন কী করবে?



পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে বিরাট ধসের পর, রিপাবলিকানরা এখন আত্মপর্যালোচনা করছেন।

গত সপ্তাহের নির্বাচনী পরাজয়ের পর দলটির ভবিষ্যৎ নিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে নানা প্রশ্ন সামনে আসছে। তবে এর কোনো সহজ উত্তর নেই, কারণ রিপাবলিকানরা এখন দ্বিমুখী চ্যালেঞ্জের মুখে-তারা কি 'ট্রাম্পের নীতি ও রাজনৈতিক ভাবধারায়' আরও বেশি জোর দেবে, নাকি ট্রাম্পের মেয়াদের শেষ সময়ে নতুন কোনো পথে এগোবে।

ফ্লোরিডার বিদায়ী গভর্নর রন ডিস্যান্টিস এই মধ্যবর্তী নির্বাচনকে রিপাবলিকানদের জন্য 'প্রায় ধ্বংসাত্মক এক ঘটনা' বলে বর্ণনা করেছেন।

অন্যদের কথায় অবশ্য কিছুটা ইতিবাচক সুর শোনা গেছে। ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স, যিনি মধ্যবর্তী নির্বাচনের এই ফলাফলের জন্য ইরানের সাথে চলমান যুদ্ধের বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভকে দায়ী করেছেন। তিনি বলেন, 'দলটি এই পরিস্থিতিতে ঘুরে দাঁড়াতে পারবে। তা সত্ত্বেও ভ্যান্সে এর মতে এর পরবর্তী পরিণতি বেশ বিশৃঙ্খল হবে। ভ্যান্স বলেন, 'কী ঘটেছে এবং কেন ঘটেছে তা নিয়ে প্রচুর কোন্দল ও বিতর্ক হবে।'

ডানপন্থীদের এমন বৈচিত্র্যময় প্রতিক্রিয়া সেই মতভেদকেই তুলে ধরে, যা ২০১৬ সালে ট্রাম্পের অপ্রত্যাশিত উত্থানের মাধ্যমে তৈরি হয়েছিল এবং এটি কখনোই পুরোপুরি দূর হয়নি। কোন দল বা পক্ষ জয়ী হবে তা এখনই বলা মুশকিল। তবে রিপাবলিকানরা যখন নিজেদের ক্ষত সারানোর চেষ্টা করছে, ভ্যান্সের ভবিষ্যৎবাণী করা সেই আন্তঃদলীয় লড়াই ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে।

রিপাবলিকান কৌশলবিদ রিনা শাহ বলেন, 'দলটিকে এখন সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে তারা কি একজন ব্যক্তির ওপর নির্ভরশীল থাকবে, নাকি রক্ষণশীলতার মতো আরও বিস্তৃত ধারণার ওপর ভিত্তি করে গঠিত হবে যা একদম কট্টর রিপাবলিকান এলাকাগুলোর বাইরেও জয় এনে দিতে পারে।' ডানপন্থার সমালোচক "নেভার ট্রাম্পার" দল-যারা ট্রাম্পের প্রথম হোয়াইট হাউস প্রচারণার বিরোধিতা করেছিলেন-নির্বাচনের দেশব্যাপী ঐতিহাসিক পরাজয়ের কথা উল্লেখ করে রিপাবলিকান পার্টিকে ট্রাম্প-পূর্ববর্তী মূল ভাবধারায় ফিরিয়ে নেওয়ার দাবি করছেন।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের এক দশকের রাজত্বকালে দলটি অনেক বদলে গেছে। অধিকাংশ রিপাবলিকানই অভিবাসনের মতো অভ্যন্তরীণ ইস্যুতে আরও কট্টর ডানপন্থার দিকে ঝুঁকেছেন। তারা জর্জ ডব্লিউ বুশের আমলের সেই সামরিক হস্তক্ষেপমূলক পররাষ্ট্রনীতি প্রত্যাখ্যান করেছেন, যা শেষ পর্যন্ত ইরাক ও আফগানিস্তান যুদ্ধের জন্ম দিয়েছিল। কংগ্রেসে দলটির সেই তুলনামূলক মধ্যপন্থী ও মূলধারার অংশ-যারা শুরু থেকেই ট্রাম্পকে অপছন্দ করতেন-তারা বলতে গেলে আর নেই। তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন ট্রাম্প সমর্থক কট্টর রক্ষণশীলরা, যারা ট্রাম্পের দেশপ্রেমী ও জনতাবাদী স্লোগানেরই প্রতিধ্বনি তোলেন।

চলতি বছরেও সেই ধারাবাহিকতা বজায় ছিল। টেক্সাসের জন কর্নিন এবং মেইনের সুসান কলিন্সের মতো পুরোনো ঘরানার রিপাবলিকানরা, যারা বছরের পর বছর ধরে ট্রাম্পের সাথে দ্বন্দ্বে জড়িয়েছেন, তারা ভোটে হেরে বিদায় নিয়েছেন। নির্বাচনের তিন দিন পর ট্রাম্প সুসি ওয়াইলসকে সরিয়ে স্টিফেন মিলারকে তার নতুন হোয়াইট হাউস চিফ অব স্টাফ হিসেবে নিযুক্ত করেছেন।

এই পদক্ষেপ ইঙ্গিত দেয়, ট্রাম্পের তার ক্ষমতার অবশিষ্ট বছরগুলোতে নিজের নীতি বা অবস্থানে নমনীয়তা আনার কোনো পরিকল্পনা নেই। মিলার, যিনি প্রেসিডেন্টের মুখ্য অভ্যন্তরীণ নীতি উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন, তিনি দীর্ঘদিন ধরে ট্রাম্পের অনুগত সহযোগী এবং তার কঠোর অভিবাসন নীতির *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

এবার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টির বিরুদ্ধে ডেমোক্র্যাটদের বড় জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে তরুণ ভোটাররা



পরিচয় ডেস্ক: জীবনযাত্রার বাড়তি ব্যয়, ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা এবং পুরোনো রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি অসন্তোষের প্রতিফলন ঘটেছে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে।

এবার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টির বিরুদ্ধে ডেমোক্র্যাটদের বড় জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে তরুণ ভোটাররাও। বাড়িভাড়া, স্বাস্থ্যসেবার ব্যয়, কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা এবং ইরান যুদ্ধ ও ইসরায়েলনীতি নিয়ে অসন্তোষ তাঁদের রাজনৈতিক অবস্থান পরিবর্তনে প্রভাব ফেলেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ইতিহাসে মধ্যবর্তী নির্বাচনে ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্টের দলের আসন হারানোর নজির রয়েছে। তবে এবারের নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটদের জয়কে গত অর্ধশতকের মধ্যে যেকোনো দলের জন্য অন্যতম বড় বিজয় হিসেবে তুলে ধরেছে নিউইয়র্ক টাইমসের বিশ্লেষণ।

প্রতিনিধি পরিষদের ৪৩৫ আসনের নির্বাচনে সর্বশেষ প্রকাশিত ফল অনুযায়ী, ডেমোক্র্যাটরা অন্তত ২৫৩টি এবং রিপাবলিকানরা ১৫৫টি আসনে জয় পেয়েছে। ২৭টি আসনের ফল তখনো ঘোষণা করা হয়নি। অন্যদিকে ১০০ আসনের সিনেটে ডেমোক্র্যাটদের আসন ৫৪টি এবং রিপাবলিকানদের ৪৪টি। দুটি আসনের ফল ঘোষণা বাকি ছিল। এবারের নির্বাচনে সিনেটের ৩৫টি আসনে ভোট হয়েছে।

নিউইয়র্ক টাইমসের প্রাথমিক বিশ্লেষণ *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

ইরানে হামলা চালিয়ে ইসরায়েলকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছি বললেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প



পরিচয় ডেস্ক: ইরানের পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন ঠেকাতে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অভিযান ইসরায়েল ও পুরো মধ্যপ্রাচ্যকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছে বলে দাবি করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর মতে, ইরান পারমাণবিক অস্ত্রের মালিক হলে আজ ইসরায়েলের অস্তিত্বই থাকত না।

শুক্রবার (৬ নভেম্বর) ফ্লোরিডার নাসার কেনেডি স্পেস সেন্টারে বক্তব্য দেওয়ার সময় ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, 'আমি যদি ইরানকে পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন করতে দিতাম, তাহলে আজ ইসরায়েলের কোনো অস্তিত্ব থাকত না। ইসরায়েল পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে যেত।'

একই দিন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দাবি করেন, তিনি ইরানকে পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন থেকে না ঠেকালে আজ ইসরায়েলসহ পুরো মধ্যপ্রাচ্যের অস্তিত্ব থাকত না। তিনি লেখেন, 'কেউ এটা বলতে চায় না, কিন্তু সবাই জানে, এটাই সত্য।' এদিকে যুদ্ধ বন্ধে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চললেও ইরানে নতুন করে সামরিক হামলার আশঙ্কা উড়িয়ে *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*



ইরান যুদ্ধের কারণেই হেরেছি ক্ষোভ জেডি ভ্যান্সের

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির ভরাডুবির জন্য ইরান যুদ্ধকে দায়ী করেছেন দেশটির ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স।

তবে নির্বাচনে বড় পরাজয়ের পরও ডোনাল্ড ট্রাম্পকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে উল্লেখ করে হোয়াইট হাউস বলেছে, 'ট্রাম্প এখনো আপনাদের প্রেসিডেন্ট।'

অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্র নতুন করে হামলা চালালে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ আরও বিস্তৃত হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা খামেনি।

গত ৪ নভেম্বর বুধবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক দীর্ঘ পোস্টে ভ্যান্স বলেন, 'আমরা যে হেরেছি, তার কারণ যুদ্ধ। প্রেসিডেন্ট নিজেই গতরাতে এ কথা বলেছেন।'

এর আগে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছিলেন, ইরান যুদ্ধ নির্বাচনে রিপাবলিকানদের পরাজয়ের পেছনে ভূমিকা রেখে থাকতে পারে, তবে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল। বার্তা সংস্থা এএফপি বলছে, ভ্যান্সের বক্তব্যকে ইরান যুদ্ধ থেকে নিজেকে দূরে রাখার চেষ্টা হিসেবে দেখা হচ্ছে। ২০২৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে তার নাম আলোচনায় রয়েছে।

ফেব্রুয়ারিতে ট্রাম্পের শুরু করা এই যুদ্ধ নিয়ে ভ্যান্সের আপত্তি ছিল বলেও বিভিন্ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩ নভেম্বর মঙ্গলবারের মধ্যবর্তী নির্বাচনে বিরোধী ডেমোক্রেটিক পার্টি প্রতিনিধি পরিষদ ও সেনেট-উভয় কক্ষের নিয়ন্ত্রণ পেয়েছে। এর ফলে ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের শাসনামলে তার দলের জন্য বড় রাজনৈতিক ধাক্কা তৈরি হয়েছে।

ট্রাম্প এখনো আপনাদের প্রেসিডেন্ট'

নির্বাচনের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে ট্রাম্পের একটি ছবি প্রকাশ করে হোয়াইট হাউস। ছবিতে ওভাল অফিসের ডেস্কের পেছনে কঠোর চেহারায় দেখা যায় তাকে। ছবির ওপর লেখা ছিল, 'জনসাধারণের অবগতির জন্য: ট্রাম্প এখনো

বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়

নেতানিয়াহু নয়, প্রতিদ্বন্দ্বী আইজেনকোটকে নতুন সরকার গঠনের দায়িত্ব দিলেন ইসরায়েলের প্রেসিডেন্ট

পরিচয় ডেস্ক: বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর বদলে তার প্রতিদ্বন্দ্বী, সাবেক সেনাপ্রধান গাদি আইজেনকোটকে ইসরায়েলের পরবর্তী সরকার গঠনের দায়িত্ব দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হারজোগ।

প্রেসিডেন্টের মুখপাত্র জানিয়েছেন, শনিবার সন্ধ্যায় আইজেনকোটকে এ সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন হারজোগ । রোববার এক আনুষ্ঠানিক আয়োজনের মধ্য দিয়ে তার হাতে সরকার গঠনের ম্যান্ডেট তুলে দেওয়া হবে।

ইসরায়ালের ২৭ অক্টোবরের নির্বাচনে কোনো পক্ষই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। এ পরিস্থিতিতে সরকার গঠনের দায়িত্ব কাকে দেওয়া হবে, তা নির্ধারণ করতে চলতি সপ্তাহে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করেন প্রেসিডেন্ট।

আগামী সরকার গঠনের জন্য ইয়াশার পার্টির নেতা আইজেনকোটকে আরব-নেতৃত্বাধীন দলগুলোসহ মোট ৬৭ জন আইনপ্রণেতা সমর্থন দিয়েছেন। অন্যদিকে নেতানিয়াহুর পক্ষে সমর্থন জানিয়েছেন মাত্র ৪৬ জন আইনপ্রণেতা।

ইসরায়েলের পার্লামেন্ট নেসেটের মোট আসনসংখ্যা ১২০টি। সরকার গঠনের জন্য ন্যূনতম ৬১ আসনের জোট গঠন করতে



আইজেনকোট ২৮ দিন সময় পাবেন। তবে প্রয়োজনে এই সময়সীমা আরও ১৪ দিন বাড়ানো হতে পারে।

অক্টোবরের নির্বাচনে আইজেনকোটের চারদলীয় জোট ৪৮ আসন পেয়েছে। আর নেতানিয়াহুর ডানপন্থি ও ধর্মীয় জোট পেয়েছে ৫৩ আসন। কোনো জোটই পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজনীয় ৬১ আসন পায়নি। অন্যদিকে ইসরায়েলের ফিলিস্তিনি নাগরিকদের প্রতিনিধিত্বকারী আরব-নেতৃত্বাধীন দলগুলো রেকর্ড ১৯ আসনে জয় পেয়েছে।

আরব-নেতৃত্বাধীন দলগুলোর সঙ্গে মিলে সরকার গঠনের সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছেন আইজেনকোট। তাদের নিলে তার জোটের আসনসংখ্যা দাঁড়াত ৬৭। এখন কট্টর অর্থোডক্স দুটি দল ইউনাইটেড তোরাহ জুডাইজম ও শাস-কে নিজের পক্ষে টানতে পারলে তার আসনসংখ্যা হবে ঠিক ৬১।

এছাড়া পার্লামেন্টে আস্থা ভোটে জয়ী হতে পারলে ৬১টির কম আসন নিয়েও তিনি সরকার গঠন করতে পারবেন।

অধিকৃত পশ্চিম তীর থেকে আল জাজিরার সাংবাদিক নূর ওদেহ জানান, আইজেনকোটের পক্ষে সবচেয়ে বেশি সুপারিশ থাকায় তাকে বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

শুধু কাশ্মীরই নয়, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও সিলেট 'পুনরুদ্ধারের' সময় এসেছে বললেন বিজেপি এমপি দুবে

পরিচয় ডেস্ক: ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপির সংসদ সদস্য নিশিকান্ত দুবে দাবি করেছেন, শুধু পাকিস্তাননিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরই নয়, সময় এসেছে বাংলাদেশের নোয়াখালী, সিলেট ও চট্টগ্রাম বন্দর 'পুনরুদ্ধার' করার।

ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে দায়ী করে দুবে বলেন, ১৯৪৬ সালে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে মুসলিম লীগের সমর্থন নিশ্চিত করতেই এই তিন অঞ্চলকে পূর্ব পাকিস্তানের



ভাগে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন নেহরু। ওই তিনটি অঞ্চলই তৎকালীন ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত ছিল বলে দাবি করেন এই নেতা।

শুক্রবার (৬ নভেম্বর) ভারতীয় বার্তা সংস্থা এএনআই-কে দেওয়া বক্তব্যে দুবে বলেন, '...আমার দৃষ্টিভঙ্গি হলো, কেবল পাকিস্তানের কাছ থেকে পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীর পুনরুদ্ধার করার সময়ই এখন আসেনি। নেহরুজি জোরপূর্বক *বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়*

গাজায় অঙ্গ হারানো ১,১৩৪ শিশুর চিকিৎসায় বাধা দিচ্ছে ইসরায়েল; অভিযোগ মানবাধিকার সংস্থার

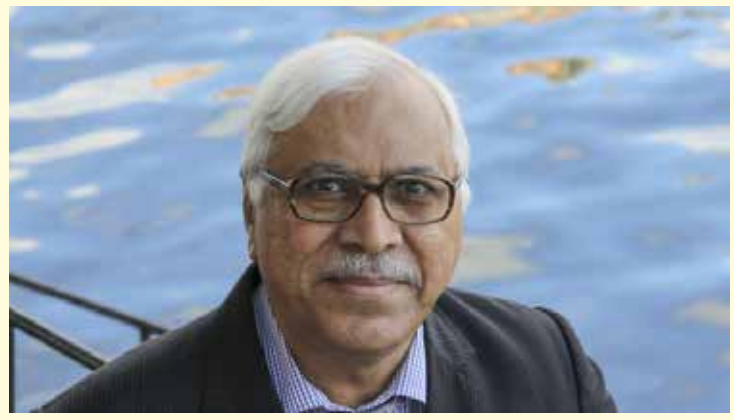
পরিচয় ডেস্ক: গাজায় ইসরায়েলি হামলায় অঙ্গ হারানো হাজারো শিশুর বিদেশে গিয়ে উন্নত চিকিৎসা নেওয়ার সুযোগ আটকে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে মানবাধিকার সংস্থা ইউরো-মেড হিউম্যান রাইটস মনিটর। সংস্থাটির দাবি, ইসরায়েলের ভ্রমণসংক্রান্ত বিধিনিষেধের আওতায় চিকিৎসার জন্য রোগীদের বিদেশে পাঠানোর বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকায় শত শত শিশু বিদেশে গিয়ে বিশেষায়িত চিকিৎসা নিতে পারছে না।



বুধবার (৪ নভেম্বর) প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে সংস্থাটি জানিয়েছে, ইসরায়েলি হামলার কারণে গাজার ১ হাজার ১৩৪ শিশুর অঙ্গহানি হয়েছে। তবে তাদের বেশির ভাগই প্রয়োজনীয় দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৬ সালের মে পর্যন্ত গাজায় শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক মিলিয়ে ২ হাজার ৩০০ জন অঙ্গহানি হওয়া ব্যক্তিকে চিকিৎসার জন্য মূল্যায়ন করা হয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে মাত্র ৫০০ জন স্থায়ী কৃত্রিম অঙ্গ পেয়েছেন, যা মোট সংখ্যার এক-চতুর্থাংশেরও কম।

ইউরো-মেড হিউম্যান রাইটস মনিটর জানিয়েছে, বর্তমানে গাজায় কৃত্রিম অঙ্গ সংযোজন ও সংশ্লিষ্ট চিকিৎসায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মাত্র আটজন চিকিৎসক রয়েছেন। কৃত্রিম অঙ্গ তৈরি, সংযোজন, রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তনের জন্য পর্যাপ্ত সরঞ্জামও নেই *বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়*



ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন আইনগতভাবে বৈধ ছিল না

ভারতের সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার

পরিচয় ডেস্ক: ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের নির্বাচন আইনগতভাবে বৈধ ছিল না বলে মন্তব্য করেছেন ভারতের সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার এস.ওয়াই. কুরাইশি। নির্বাচনে যেসব এলাকায় মুসলিম ভোটারদের বাদ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে, সেসব এলাকাগুলোতে পুনরায় যাচাই করা প্রয়োজন বলে মনে করেন তিনি। প্রয়োজনে সেসব এলাকায় আবার ভোট নেওয়ার কথাও জানিয়েছেন তিনি তিনি।

বৃহস্পতিবার (৫ নভেম্বর) কলকাতায় হাশিম আবদুল হালিম স্মারক বক্তৃতায় মূল বক্তব্য দেওয়ার সময় এসব অভিযোগ তোলেন কুরাইশি। ভারতের নির্বাচন কমিশনের (ইসিআই) সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। তার মতে, কমিশনের সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে হওয়া উচিত।

কুরাইশি বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন কি আইনগতভাবে বৈধ ছিল? আমার মতে, ছিল না। আমি এ কথা কয়েকবার বলেছি, আবারও বলছি। বিষয়টি এখন সুপ্রিম কোর্টের সামনে রয়েছে। আশা করছি, আদালত সঠিক সিদ্ধান্ত নেবেন।'

তিনি বলেন, নির্বাচনের কিছু অংশ হয়তো বৈধ ছিল। তবে যেসব এলাকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম ভোটারের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে বলে সন্দেহ রয়েছে, সেসব এলাকায় আবার যাচাই করা উচিত। প্রয়োজন হলে সেখানে পুনরায় ভোট নিতে হবে।

কুরাইশির এ বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় শুক্রবার (৬ নভেম্বর) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ বলেন, 'এই সরকার ছয়-সাত মাস ধরে ক্ষমতায় রয়েছে। মানুষ খুশি। তবে কিছু মানুষ প্রশ্ন তুলছেন, হয়তো তারা নিজেদের প্রত্যাশা অনুযায়ী ফল পাননি বলে।' *বাকি অংশ ২৫ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রে অক্টোবরে প্রত্যাশার চেয়ে বেশি নতুন চাকরি ১ লাখ ৬৫ হাজার, বেকারত্ব কমে ৪.১ শতাংশ



পরিচয় ডেস্ক: ২০২৬ এর অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যাশার চেয়ে বেশি চাকরি বেড়েছে। বেতন বাড়লেও মূল্যস্ফীতির চাপে সাধারণ মানুষের সংসার খরচ এখনো বাড়ছে।

২০২৬ সালের অক্টোবর মাসে যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিবহির্ভূত খাতে নতুন করে ১ লাখ ৬৫ হাজার চাকরি যোগ হয়েছে। অর্থনীতিবিদদের পূর্বাভাস ছিল, এই সময়ে নতুন চাকরি বাড়তে পারে মাত্র ৬৫ হাজার। কিন্তু সেই পূর্বাভাসকে অনেকটা ছাড়িয়ে গেছে প্রকৃত নিয়োগের সংখ্যা। একই সঙ্গে বেকারত্বের হার সামান্য কমে ৪ দশমিক ১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। শুক্রবার (৬ নভেম্বর) যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রকাশিত সরকারি প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে।

নতুন এই প্রতিবেদন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমবাজার সম্পর্কে ইতিবাচক বার্তা দিলেও অর্থনীতিবিদরা মনে করছেন, চাকরি বাড়ার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় এবং প্রকৃত আয়ের বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। কারণ বেতন বাড়লেও দ্রব্যমূল্যের চাপ এখনো অনেক পরিবারের জন্য বড় সমস্যা হয়ে রয়েছে।

সরকারি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্রের যেসব খাতে নিয়োগ বেড়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি চাকরি তৈরি হয়েছে পেশাগত ও ব্যবসায়িক সেবা খাতে। এই খাতে নতুন করে ৭০ হাজার কর্মসংস্থান যোগ হয়েছে। গত এক বছরের মাসিক গড় বৃদ্ধির তুলনায় এই সংখ্যা অনেক বেশি। স্বাস্থ্যসেবা খাতেও উল্লেখযোগ্য নিয়োগ হয়েছে। হাসপাতাল, চিকিৎসাকেন্দ্র, বাড়িতে স্বাস্থ্যসেবা এবং অন্যান্য চিকিৎসাসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৪২ হাজার নতুন চাকরি যোগ হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং চিকিৎসাসেবার চাহিদা বাড়ার কারণে এই খাতে কর্মীর প্রয়োজনীয়তা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

পরিবহন ও পণ্য সংরক্ষণ খাতে নতুন চাকরি বেড়েছে প্রায় ২৫ হাজার। পণ্য সরবরাহ, পার্সেল পরিবহন, গুদাম পরিচালনা এবং অন্যান্য পরিবহনসংশ্লিষ্ট কাজে এই নিয়োগ হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে অনলাইন কেনাকাটা ও পণ্য সরবরাহের ওপর নির্ভরতা বাড়ায় এ ধরনের কাজের চাহিদাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কারখানা খাতেও ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা গেছে। অক্টোবরে উৎপাদনশিল্পে নতুন করে ১৯ হাজার চাকরি যোগ হয়েছে। এর মধ্যে যন্ত্রপাতি তৈরি এবং ধাতু উৎপাদনসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্মসংস্থান বেড়েছে।

বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশের চিকিৎসা সরঞ্জাম খাতে ৯ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্যের সুযোগ



পরিচয় ডেস্ক: ওষুধশিল্পে স্থানীয় চাহিদার ৯৫ শতাংশেরও বেশি অভ্যন্তরীণভাবে উৎপাদিত হলেও বাংলাদেশ এখনো প্রয়োজনীয় অধিকাংশ চিকিৎসা সরঞ্জাম আমদানির ওপর নির্ভরশীল। তবে বাংলাদেশেই এসব সরঞ্জাম উৎপাদনের মাধ্যমে আনুমানিক ৮ থেকে ৯ বিলিয়ন আমেরিকান ডলারের বিশাল বাণিজ্যের সুযোগ উন্মোচন করা সম্ভব বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্যবিষয়ক বিশেষ সহকারী ডা. এস এম জিয়াউদ্দিন হায়দার।

শুক্রবার (৬ নভেম্বর) ঢাকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আয়োজিত তিন দিনব্যাপী ৩০তম আমেরিকান বাণিজ্য মেলার (ইউএস ট্রেড শো ২০২৬) দ্বিতীয় দিনে স্বাস্থ্যসেবায় উদ্ভাবন ও বিনিয়োগবিষয়ক এক সেমিনারে এ কথা বলেন তিনি।

আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স ইন বাংলাদেশ (অ্যামচ্যাম) এবং ঢাকার যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস যৌথভাবে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে। তিন দিনব্যাপী এই আয়োজনে আমেরিকান পণ্য, সেবা ও প্রযুক্তি প্রদর্শনের পাশাপাশি দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ও বিনিয়োগ প্রসারে কাজ করা হচ্ছে। মেলার দ্বিতীয় দিনে অ্যামচ্যামের হেলথকেয়ার অ্যান্ড ফার্মা সাব-কমিটি 'ইমপ্রুভিং পেশেন্ট আউটকামস অ্যাট স্কেল-আপ থ্রু পাবলিক অ্যান্ড প্রাইভেট কোলাবোরেশন' শীর্ষক প্রথম সেমিনারের আয়োজন করে।

সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডা. জিয়াউদ্দিন জানান, চিকিৎসা সরঞ্জামের স্থানীয় উৎপাদন বাড়াতে বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের বিশেষ কর প্রণোদনা দিচ্ছে তারেক রহমানের সরকার। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ ইতোমধ্যে নিজস্ব চাহিদার ৯৫ শতাংশের বেশি ওষুধ উৎপাদন করছে। তবে প্রস্তুত বাজার থাকা সত্ত্বেও ৮ থেকে ৯ বিলিয়ন ডলারের এই ব্যবসাটি এখনো আমদানিনির্ভর রয়ে গেছে। আমরা এই অবস্থার পরিবর্তন চাই। এ কারণেই আমরা বেসরকারি

বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে স্পষ্ট ধারণা চান বাংলাদেশের রপ্তানিকারকেরা



পরিচয় ডেস্ক: ব্যবসায়ী নেতা ও অর্থনীতিবিদেরা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তি নতুন বাজারের সুযোগ তৈরি করতে পারে। একই সঙ্গে এই চুক্তির কারণে বাড়তি কমপ্লায়েন্স বা বিধিবিধান পরিপালন এবং সরবরাহব্যবস্থায় নতুন শর্ত পূরণের চাপ তৈরি হতে পারে। তাই চুক্তির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা চান তারা।

ঢাকায় আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স ইন বাংলাদেশ (অ্যামচেম) ও যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস যৌথভাবে আয়োজিত তিন দিনব্যাপী ৩০তম ইউএস ট্রেড শো ২০২৬-এর শেষ দিন ৭ নভেম্বর শনিবার 'বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্যে নতুন সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক এক সেমিনারে তারা এসব কথা বলেন।

সেমিনারে অ্যাপেক্স ফুটওয়্যারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও ফুটওয়্যার, লেদার গুডস অ্যান্ড অ্যাকসেসরিজ এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর বলেন, চুক্তির বিভিন্ন ধারা, সম্ভাব্য সুফল এবং এর সঙ্গে জড়িত ঝুঁকিগুলো নিয়ে সরকার ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের খোলামেলা আলোচনা করা প্রয়োজন। তিনি বলেন, চুক্তির সুযোগ কার্যকরভাবে কাজে লাগাতে হলে প্রথমে রপ্তানিকারকদের বুঝতে হবে, এর প্রভাব কী হতে পারে। 'চুক্তিটি কীভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে, সেটিই গুরুত্বপূর্ণ। চুক্তিতে কী আছে এবং এর অর্থ কী-এসব বিষয়ে পূর্ণ স্বচ্ছতা থাকা প্রয়োজন', বলেন তিনি। নাসিম মঞ্জুর সতর্ক করে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এই চুক্তি বাংলাদেশের অন্যান্য বাণিজ্যিক অংশীদারের কাছেও দৃষ্টান্ত হয়ে উঠতে পারে। পরবর্তী সময়ে তারাও বাংলাদেশের কাছ থেকে একই ধরনের বাজারসুবিধা চাইতে পারে।

তিনি বলেন, চুক্তিটি দেশের অর্থনৈতিক

বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়



বাংলাদেশে পোশাক খাতে অস্থিরতা : ১০০ ব্যক্তির ব্যাংক হিসাব জব্দের নির্দেশ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে তৈরি পোশাকশিল্পে অস্থিরতা সৃষ্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে 'সন্দেহভাজন' প্রায় ১০০ ব্যক্তির ব্যাংক হিসাব জব্দ করতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে বলেছে এনবিআর। বেশির ভাগই আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

একই কারণে আরো ১২৫টি প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক লেনদেনের তথ্য চেয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। এসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অর্থ পোশাক খাতে অস্থিরতা সৃষ্টির কাজে ব্যবহৃত হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এনবিআর সূত্র উদ্ধৃত করে এ খবর জানিয়েছে ডয়চে ভেলের কন্টেন্ট পার্টনার প্রথম আলো।

সূত্রমতে, এনবিআরের দুটি গোয়েন্দা ইউনিট ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে এসব ব্যক্তির ব্যাংক হিসাব শনাক্ত ও জব্দ করার অনুরোধ জানিয়ে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে চিঠি দিয়েছে। পাশাপাশি ১২৫টি প্রতিষ্ঠানের লেনদেনের বিস্তারিত বিবরণ চেয়েছে সংস্থাটি।

অধিকাংশই ছিলেন আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট

তালিকায় থাকা ব্যক্তিদের বেশির ভাগই ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তাদের মধ্যে সাবেক মন্ত্রী, সংসদ সদস্য ও প্রভাবশালী ব্যবসায়ীরা রয়েছেন। সেখানে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে আছেন সালমান এফ রহমান, আবদুস সালাম মুর্শেদী, টিপু মুনশি, শাহরিয়ার আলম, নসরুল হামিদ ও তাজুল ইসলাম।

এ ছাড়া ব্যবসায়ীদের মধ্যে টুসুকা গ্রুপের ফয়জুর রহমান, ওয়েল গ্রুপের আবদুস সালাম, নিপা গ্রুপের খসরু চৌধুরী, স্ট্যান্ডার্ড গ্রুপের মোশাররফ হোসেন এবং তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি এস এম মান্নান কচির নাম রয়েছে। তাদের পরিবারের সদস্যদের নামও তালিকায় আছে।

এনবিআর সূত্রে জানা গেছে, ব্যাংক হিসাব জব্দ করার তালিকায় ক্রিকেটার সাকিব আল হাসানের বোনের জামাই আলিফ মোল্লার নামও রয়েছে। আর মোবাইল ব্যাংকিং ছাড়াও ক্রিপ্টো কারেন্সি দিয়েও লেনদেনের তথ্য পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে সূত্রটি।

এনবিআরের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা নাম প্রকাশে

বাকি অংশ ২১ পৃষ্ঠায়

কংগ্রেসের দুই কক্ষ হারিয়ে চাপে ট্রাম্প, আটকে যেতে পারে অভিবাসন ও বাজেটের বড় সিদ্ধান্ত

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেটের নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে রিপাবলিকানরা। ২০২৭ সালের জানুয়ারি থেকে কংগ্রেসের দুই কক্ষের দায়িত্ব নেবে ডেমোক্র্যাটরা।

মধ্যবর্তী নির্বাচনের এই ফল যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ তৈরি করেছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের দল রিপাবলিকান পার্টি কংগ্রেসের উভয় কক্ষের নিয়ন্ত্রণ হারানোয় আগামী দুই বছর হোয়াইট হাউসের সঙ্গে আইনপ্রণেতাদের সম্পর্ক কেমন হবে, তা নিয়ে শুরু হয়েছে আলোচনা। নতুন পরিস্থিতিতে অভিবাসন, সরকারি ব্যয়, স্বাস্থ্যসেবা, করনীতি ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে ট্রাম্প প্রশাসনকে বিরোধী দলের সঙ্গে সমঝোতা করতে হতে পারে।

৩ নভেম্বর অনুষ্ঠিত মধ্যবর্তী নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটরা প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেটের নিয়ন্ত্রণ অর্জন করেছে। ফলে ২০২৭ সালের ৩ জানুয়ারি নতুন কংগ্রেসের কার্যক্রম শুরু হলে দুই কক্ষেই ডেমোক্র্যাটদের নেতৃত্ব



প্রতিষ্ঠিত হবে। এর মধ্য দিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের সামনে তৈরি হবে নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতা। তবে নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরপরই ক্ষমতার পরিবর্তন কার্যকর হচ্ছে না। নতুন কংগ্রেস দায়িত্ব নেওয়ার আগপর্যন্ত বর্তমান রিপাবলিকান নিয়ন্ত্রিত কংগ্রেসই দায়িত্ব পালন করবে।

নতুন কংগ্রেস দায়িত্ব নেওয়ার পর সবচেয়ে বেশি আলোচনায় আসতে পারে অভিবাসননীতি। ট্রাম্প প্রশাসনের সীমান্ত নিরাপত্তা, অবৈধ অভিবাসীদের আটক ও বহিষ্কার, আশ্রয়প্রার্থীদের আবেদন এবং অভিবাসন কর্মকর্তাদের কার্যক্রম নিয়ে ডেমোক্র্যাটরা প্রশ্ন তুলতে পারে। এসব বিষয়ে কংগ্রেসে শুনানি আয়োজন, সরকারি কর্মকর্তাদের জবাবদিহি এবং প্রশাসনের ব্যয়ের হিসাব চাওয়ার সুযোগ পাবে বিরোধী দল।

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশি অভিবাসীদের জন্যও বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে যাঁরা আশ্রয়ের আবেদন করেছেন, যাঁদের অভিবাসনসংক্রান্ত মামলা চলমান কিংবা যাঁরা পরিবার নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

এটর্নী মঈন চৌধুরী LAW OFFICES

Toll Free: 1-866-MOIN-LAW

Cell: 917-282-9256

(To schedule appointment only)



Michael Taub, Esq.



Moin Choudhury, Esq.

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস

বিনামূল্যে পরামর্শ

প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং
- কাজের জায়গায় দূর্ঘটনা

IMMIGRATION (Consultation fee applies)







ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি



Attorney Michigan Only.



Attorney Michigan Only.



Attorney New Jersey Only



Attorney, Buffalo New York Only



Attorney Connecticut Only



Attorney Pennsylvania Only

WWW.MOINLAW.COM

Prior result does not guarantee future outcome of any cases. Moin Choudhury is admitted in Michigan State only and also admitted in the Supreme Court of the United States. Michael Taub is admitted in New York State Only and also admitted in the NY Federal District Courts.



টেক্সাসে ব্যাপক জনরোষের পর হিউস্টনের মেয়র আইসিই-এর সাথে সহযোগিতার বিষয়ে অবস্থান পরিবর্তন করেছেন

পরিচয় ডেস্ক: আমেরিকার চতুর্থ বৃহত্তম শহরের ডেমোক্র্যাট মেয়র ফেডারেল অভিবাসন কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগিতার বিষয়ে নিজের অবস্থান পরিবর্তন করছেন। অথচ টেক্সাসের রিপাবলিকান গভর্নর গ্রেগ অ্যাবট- যিনি নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন- একটি নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, এই নির্দেশ অমান্য করলে সিটিকে কয়কে মিলিয়ন ডলারের স্টেট তহবিল থেকে বঞ্চিত করা হবে।

টেক্সাস স্টেটে এবার ডেমোক্র্যাটদের জয়জয়কার দেখা গেছে; নতুন নির্বাচিত সিনেটর জেমস টালারিকোর জয়ের পর এই প্রথম স্টেটটি ডেমোক্র্যাটদের পক্ষে ঝুঁকেছে। এই পরিস্থিতির মধ্যেই হিউস্টনের মেয়র জন হুইটমায়ার ৬ নভেম্বর শুক্রবারই ঘোষণা করেছেন যে, এখন থেকে আইসিই (ওঈউ - ইউএস ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট)-এর সাথে সহযোগিতার ক্ষেত্রে নতুন বিধিনিষেধ আরোপ করা হবে।

মেয়র হুইটমায়ার 'নিউ ইয়র্ক টাইমস'-কে জানিয়েছেন, ট্রাফিক স্টপ বা ছোটখাটো অপরাধের মতো 'অহিংস ঘটনায়' যদি কোনো অবৈধ অভিবাসীর মুখোমুখি হতে হয়, তবে পুলিশ আর আইসিই-কে তা জানাবে না। ৬ নভেম্বর শুক্রবার তিনি পত্রিকাটিকে বলেন, "যদি তাদের বিরুদ্ধে নতুন কোনো অপরাধের অভিযোগ আনা হয়, তবে কারাগারে নেওয়ার সময় আমরা আইসিই-কে বিষয়টি জানিয়ে দেব।"

৩ নভেম্বর মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত নির্বাচনে গভর্নর অ্যাবট চতুর্থ মেয়াদে জয়ী হতে ব্যর্থ হন। একই নির্বাচনে জেমস টালারিকো টেক্সাসের একটি সিনেট আসনে জয়লাভ করেন-যা দীর্ঘ সময় পর ডেমোক্র্যাটদের দখলে এল। উল্লেখ্য, ১৯৮৮ সালে বিল ক্লিনটনের শাসনামলে ট্রেজারি সেক্রেটারি লয়েড বেন্টসেন সর্বশেষ পুনর্নির্বাচিত হয়েছিলেন; আর বর্তমান নবনির্বাচিত সিনেটর টালারিকো জন্মগ্রহণ করেছিলেন তার সাত মাস পর। টেক্সাসের সর্বশেষ ডেমোক্র্যাট গভর্নর ছিলেন অ্যান রিচার্ডস (যিনি 'প্ল্যানড প্যারেন্টহুড'-এর *বাকি অংশ ২২ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রে থেকেই গ্রিন কার্ড পাওয়া কঠিন হচ্ছে, নতুন নিয়মে বাড়ছে কড়াকড়ি



পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে সাময়িক ভিসা নিয়ে বসবাসকারী বিদেশিদের জন্য গ্রিন কার্ড পাওয়ার প্রক্রিয়া আরও কঠিন হয়ে উঠছে। যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে প্রদত্ত নির্দেশনায় যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে অবস্থান করে স্থায়ী বসবাসের অনুমতি পাওয়ার আবেদন আরও কঠোরভাবে যাচাই করার কথা বলা হয়েছে। এর ফলে শিক্ষার্থী, অস্থায়ী কর্মী এবং পর্যটক ভিসায় আসা ব্যক্তিদের মধ্যে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

গত ২১ মে ২০২৬ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ও অভিবাসন সেবা কর্তৃপক্ষ নতুন নীতিগত স্মারক জারি করে। পরদিন ২২ মে এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্রকাশ করা হয়। নতুন নির্দেশনায় বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে থেকে সাময়িক ভিসার মর্যাদা পরিবর্তন করে স্থায়ী বসবাসের অনুমতি পাওয়া একটি বিশেষ সুবিধা। তাই প্রতিটি আবেদন আলাদাভাবে বিবেচনা করতে হবে এবং আবেদনকারী এই সুবিধা পাওয়ার যোগ্য কি না, তা নির্ধারণে তাঁর সামগ্রিক অভিবাসন ইতিহাস ও অন্যান্য পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে হবে।

কর্তৃপক্ষের ঘোষণায় আরও বলা হয়েছে, সাধারণ নিয়ম হিসেবে বিদেশে মার্কিন দূতাবাস বা কনস্যুলেটের মাধ্যমে অভিবাসী ভিসার আবেদন প্রক্রিয়াকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। তবে বিশেষ পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে থেকেই স্থায়ী বসবাসের আবেদন অনুমোদনের সুযোগ থাকবে।

এই ঘোষণার কারণে অনেকের মধ্যে ধারণা তৈরি হয়েছে যে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত কোনো সাময়িক ভিসাধারী আর দেশটির ভেতরে থেকে গ্রিন কার্ডের আবেদন করতে পারবেন না। কিন্তু বিষয়টি পুরোপুরি এমন নয়। নতুন নির্দেশনায় দেশটির ভেতরে থেকে আবেদন করার আইনি সুযোগ বাতিল করা হয়নি। বরং আবেদন অনুমোদনের ক্ষেত্রে অভিবাসন কর্মকর্তাদের বিবেচনাধীন ক্ষমতার ব্যবহার এবং আবেদনকারীর অতীত কর্মকাণ্ডের ওপর আরও বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে গ্রিন কার্ড পাওয়ার জন্য সাধারণত দুটি প্রধান পথ রয়েছে। প্রথমটি হলো দেশটির ভেতরে থেকে অবস্থান পরিবর্তনের আবেদন। দ্বিতীয়টি হলো নিজ দেশ অথবা নির্ধারিত বিদেশি মার্কিন দূতাবাসের মাধ্যমে অভিবাসী ভিসার আবেদন সম্পন্ন করা।

প্রথম পদ্ধতিতে আবেদনকারী যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করেই স্থায়ী বসবাসের অনুমতির আবেদন করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে সাধারণত নির্ধারিত আবেদনপত্রের মাধ্যমে নাগরিকত্ব ও অভিবাসন সেবা কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জমা দিতে হয়। যোগ্যতা পূরণ করলে আবেদন চলাকালে কাজের অনুমতি এবং ভ্রমণের অনুমতির জন্যও আবেদন করার সুযোগ থাকতে পারে। অন্যদিকে দ্বিতীয় পদ্ধতিতে আবেদনকারীকে যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে নির্ধারিত মার্কিন দূতাবাস বা কনস্যুলেটে সাক্ষাৎকার দিতে হয়। অভিবাসী ভিসা অনুমোদিত হলে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের সময় স্থায়ী বাসিন্দার মর্যাদা পেতে পারেন।

নতুন নির্দেশনার পর দ্বিতীয় পদ্ধতিকে সাধারণ পথ হিসেবে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তবে এর অর্থ এই নয় যে যুক্তরাষ্ট্রে থাকা প্রত্যেক বিদেশিকে অবিলম্বে নিজ দেশে ফিরে যেতে হবে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, নতুন নীতিতে আবেদনকারীর অতীত অভিবাসন ইতিহাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কেউ আগে ভিসার শর্ত ভঙ্গ করেছেন কি না, অনুমতি ছাড়া কাজ করেছেন কি না, নির্ধারিত সময়ের বেশি অবস্থান করেছেন কি না কিংবা অভিবাসন আবেদনে ভুল তথ্য দিয়েছেন কি না, এসব বিষয় বিবেচনায় আসতে পারে।

বিশেষ করে শিক্ষার্থী ভিসায় আসা ব্যক্তিদের জন্য বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। কেউ পড়াশোনার উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করে পরে স্থায়ী বসবাসের আবেদন করলে তাঁর পরিস্থিতি বিস্তারিতভাবে যাচাই করা হতে পারে। তবে শুধু শিক্ষার্থী ভিসায় এসেছেন বলেই তাঁর আবেদন বাতিল হবে, এমন কোনো সাধারণ নিয়ম ঘোষণা করা হয়নি।

পর্যটক ভিসায় যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশকারীদের ক্ষেত্রেও সতর্কতা বাড়তে পারে। ভিসা নেওয়ার সময় যে উদ্দেশ্য দেখানো হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের পর তাঁর কর্মকাণ্ড সেই উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল কি না, তা বিবেচনা করা হতে পারে। প্রবেশের সময় থেকেই স্থায়ীভাবে থাকার পরিকল্পনা গোপন করা হয়েছিল কি না, সেটিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

অন্যদিকে এইচ-১বি এবং এল-১ ধরনের কিছু কর্মভিত্তিক ভিসার ক্ষেত্রে পরিস্থিতি কিছুটা আলাদা। এসব ভিসায় দ্বৈত উদ্দেশ্যের স্বীকৃতি রয়েছে। অর্থাৎ একজন ব্যক্তি সাময়িকভাবে যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে স্থায়ীভাবে বসবাসের আগ্রহও রাখতে পারেন। তবে নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী এসব ভিসাধারীর আবেদনও স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুমোদিত হবে না। তাঁদের ক্ষেত্রেও অন্যান্য যোগ্যতা ও পরিস্থিতি বিবেচনা করা হবে।

বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়

বাফেলোতে কর্মস্থল থেকে বিএনপি নেতা আজহারুলকে আটক করেছে ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইস)



পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আজহারুল মাকসুদকে নিউ ইয়র্ক স্টেটের বাফেলোতে তাঁর কর্মস্থল থেকে আটক করেছে যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইস)। গত শুক্রবার (৬ নভেম্বর) তাঁকে আটক করা হয় বলে জানা গেছে।

তাঁর মুক্তির জন্য ইতিমধ্যে একজন আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলেছেন আজহারুলের স্ত্রী। সোমবার (৯ নভেম্বর) তাঁর পক্ষে জামিনের আবেদন করার কথা রয়েছে।

আটকের ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়েছেন নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জসিমউদ্দিন। তিনি বলেন, আজহারুল কয়েক বছর ধরে স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে বাফেলোতে বসবাস করছেন। তাঁর দাবি, অভিবাসনসংক্রান্ত বিষয় ছাড়া আজহারুলের বিরুদ্ধে অন্য কোনো অপরাধের অভিযোগ নেই।

জসিমউদ্দিন আরও জানান, আজহারুলের মুক্তির জন্য তাঁরা চেষ্টা চালাচ্ছেন। অভিবাসনসংক্রান্ত কোনো জটিলতায় পড়লে তিনি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিজ নিজ আইনজীবীর পরামর্শ অনুসরণের আহ্বান জানান।

আজহারুলকে আটকের সুনির্দিষ্ট কারণ বা তাঁকে কোথায় রাখা হয়েছে, তা এ রিপোর্ট লেখার সময় পর্যন্ত জানা যায়নি ।



আটক অভিবাসীদের অবস্থান প্রকাশে বাধা, ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে চার সংস্থার মামলা

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্টের (আইস) হেফাজতে থাকা ১৬ হাজারের বেশি অভিবাসীর অবস্থান গোপন রাখার নীতির বিরুদ্ধে ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে চারটি অভিবাসী আইনি সহায়তা সংস্থা। গত ২৮ অক্টোবর ম্যাসাচুসেটসের একটি ফেডারেল আদালতে মামলাটি দায়ের করা হয়।

বাদী সংস্থাগুলোর অভিযোগ, ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্টের (আইস) এর নতুন নীতির কারণে আইনজীবীরা তাদের মক্কেলদের অবস্থান জানতে পারছেন না। এতে আটক অভিবাসীদের আইনি সহায়তা পাওয়া এবং বহিষ্কারের বিরুদ্ধে আদালতে লড়াই করার সুযোগ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। মামলাটি করেছে গ্রেটার বোস্টন লিগ্যাল সার্ভিসেস, রিয়ান ইমিগ্র্যান্ট সেন্টার, ফ্লোরেন্স ইমিগ্র্যান্ট অ্যান্ড রিফিউজি রাইটস প্রজেক্ট এবং আমিকা সেন্টার ফর ইমিগ্র্যান্ট রাইটস। তারা নতুন নীতির কার্যকারিতা স্থগিতের আবেদন জানিয়েছে।

মামলার অভিযোগ অনুযায়ী, গত সেপ্টেম্বরে আইস তাদের অনলাইন ডিটেইনি লোকেটর ব্যবস্থায় পরিবর্তন এনে চূড়ান্ত বহিষ্কারাদেশপ্রাপ্ত বন্দিদের অবস্থানের তথ্য সরিয়ে ফেলে। একই সঙ্গে কর্মীদের এসব তথ্য প্রকাশ না করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এর ফলে আইসের হেফাজতে থাকা প্রায় ৬৯ হাজার বন্দির মধ্যে ১৬ হাজারের বেশি ব্যক্তির অবস্থান অনলাইন তালিকা থেকে বাদ পড়ে।



২০১০ সাল থেকে পরিবার ও আইনজীবীরা আইসের অনলাইন ব্যবস্থায় আটক ব্যক্তিদের অবস্থান এবং এক কেন্দ্র থেকে অন্য কেন্দ্রে স্থানান্তরের তথ্য জানতে পারতেন। নতুন নীতির কারণে সেই সুযোগ সীমিত হয়েছে। মামলায় আরও বলা হয়েছে, আইসের তথ্যসেবা নম্বরে ফোন করেও আইনজীবীরা অনেক সময় প্রয়োজনীয় তথ্য পাচ্ছেন না। দীর্ঘ অপেক্ষা, ফোন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এবং উত্তর না পাওয়ার মতো সমস্যায় পড়ছেন তাঁরা।

বাদী সংস্থাগুলোর দাবি, এসব কারণে আইনি নথি জমা দিতে দেরি হচ্ছে, কোনো ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়সীমা পার হয়ে যাচ্ছে এবং আইনজীবীরা নতুন মামলা গ্রহণ কমিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। এতে অভিবাসীদের বহিষ্কারের বিরুদ্ধে আইনি প্রতিকার পাওয়ার সুযোগ ঝুঁকির মুখে পড়ছে। মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ১৪ লাখ মানুষের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বহিষ্কারাদেশ রয়েছে। তবে এমন আদেশ থাকলেও মামলা পুনরায় খোলা, তৃতীয় কোনো দেশে বহিষ্কারের বিরুদ্ধে প্রতিকার চাওয়া কিংবা আটক ও বহিষ্কার প্রক্রিয়ায় অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তোলার সুযোগ রয়েছে।

বাদী সংস্থাগুলোর অভিযোগ, যথাযথ ব্যাখ্যা ছাড়া নতুন নীতি কার্যকর করে প্রশাসন প্রশাসনিক পদ্ধতি আইন এবং সংবিধানের প্রথম সংশোধনী লঙ্ঘন করেছে। তারা নীতিটিকে বেআইনি ঘোষণা এবং মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এর কার্যকারিতা স্থগিত রাখার আবেদন জানিয়েছে।

তবে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ বলেছে, আটক অভিবাসীদের পরিবার ও আইনজীবীদের সঙ্গে যোগাযোগের একাধিক সুযোগ রয়েছে। বিভাগের দাবি, চূড়ান্ত বহিষ্কারাদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে যথাযথ প্রক্রিয়া হলো বহিষ্কার কার্যকর করা। আইস কাউকে গোপনে সরিয়ে ফেলছে না এবং আটক ব্যক্তিরা ফোনে যোগাযোগ করতে পারছেন বলেও দাবি করেছে বিভাগটি।

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।



অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com
Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এটর্নি



Khairul Bashar, ESQ., MBA., LL.M.
Attorney At Law
Dual-Qualified Exclusive Immigration Focus

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করি
- ফ্যামেলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- অ্যাসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (I-601, I-601A & I-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যানডামাস
- U-ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1, EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কনস্যুলার প্রসেসিং ও 221 (g) ভিসা রিফিউজাল

(718) 775-8509 (212) 464-8620
New York Office:
7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
khairul@basharlaw.com
D.C. Office:
1629 K Street NW, Suite 300
Washington D.C. 20006
(By Appointment Only)
(888) 771- 4529
info@basharlaw.com
+1(202) 983 - 5504
OPEN 6 Days (M-S)
Manhattan Meeting Location Available (By Appointment Only)
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
basharlaw.com
*Dual-Qualified Admitted in Washington, D.C., Alabama and Bangladesh
Practice Solely U.S.Immigration & Nationality Law in all 50 States.


আমরাই দিচ্ছি
সবচেয়ে কম দামে
AIR TICKET
Digital Travel
Astoria
Emirates
USA
Dhaka
17
Years
Trusted Service
Cancellation ও
Reschedule
সুবিধা রয়েছে
VISA SERVICES
SAUDI
UMRAH/TOURIST VISA
INDIAN VISA
UK VISA
CANADA VISA
EUROPE VISA
আমাদের সেবা সমুহ
ওয়রার প্যাকেজ
ওয়রার ভিসা
হোটেল ও ট্রান্সপোর্ট
মোয়াল্লেম
BOOK NOW
718-721-2012
আমাদের অফিস: 25-78 31st Street, New York, NY-11102

বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের উচিত শ্রমিকদের ওপর নিপীড়ন বন্ধ করা বলেছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ- এইচআরডাব্লিউ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে মজুরি বাড়ানোর দাবিতে পোশাক শ্রমিকদের চলমান বিক্ষোভ সহিংস হয়ে উঠছে উল্লেখ করে কর্তৃপক্ষকে শ্রমিকদের ওপর নিপীড়ন বন্ধ করতে বলেছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ-এইচআরডাব্লিউ।

এক প্রতিবেদনে তারা আরো বলেছে, মজুরির বিষয়ে যৌক্তিক দাবি পূরণ করার পরিবর্তে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ বিক্ষোভ উসকে দিতে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দায়ী করছে।

নিজেদের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনের শুরুতেই বাংলাদেশে পোশাক শ্রমিকদের চলমান আন্দোলন নিয়ন্ত্রণে পুলিশের ভূমিকার বিষয়টি তুলে ধরেছে। সেখানে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে মজুরি বাড়ানোর দাবিতে আন্দোলনরত পোশাক শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ লাঠি ও কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করেছে। এছাড়া কারখানার মালিক ও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে অভিযোগ ওঠা দুর্বৃত্তদের সহিংসতা, অগ্নিসংযোগ, কারখানায় ভাঙচুর এবং পুলিশের ওপর হামলার ঘটনাও ঘটেছে।

পুলিশ যাতে প্রয়োজন অনুযায়ী এবং আনুপাতিক হারে বলপ্রয়োগ করে আর যারা সহিংসতার জন্য দায়ী, তাদের যেন জবাবদিহিতার আওতায় আনা হয় - বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষের উচিত আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী তা নিশ্চিত করা।



পোশাক শ্রমিক তৌফিক হত্যা প্রসঙ্গ

গত ৩ নভেম্বর তৌফিক হোসেন নামের এক পোশাকশ্রমিকের মৃত্যুর বিষয়টিও উল্লেখ করা হয় এইচআরডাব্লিউর প্রতিবেদনে। সেদিন তৌফিকের সঙ্গে ছিলেন তার এক সহকর্মী। হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে তিনি বলেছেন, ''আমরা (দুপুরের খাবার খাওয়ার পর) কারখানায় ফিরে যাচ্ছিলাম। তখন তৌফিক আন্দোলনরত শ্রমিক এবং অন্য একটি পোশাক কারখানার পক্ষ থেকে বিক্ষোভ দমনের জন্য ভাড়া করে আনা ব্যক্তিদের মাঝে আটকা পড়ে যায়। আমি পেছনে তাকিয়ে দেখি তৌফিক মাটিতে পড়ে আছে। ভাড়াটে লোকজন তাকে নির্মমভাবে পিটিয়েছিল।''

'খাবার কেনার জন্য কী অবশিষ্ট থাকে?'

আন্দোলনরত শ্রমিকরা মাসে ন্যূনতম ৩০ হাজার টাকা (২৪১ মার্কিন ডলার) মজুরির দাবি জানাচ্ছেন। সর্বশেষ ২০২৩ সালে তাদের ন্যূনতম মজুরি ১২ হাজার ৫০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল। সরকার গত ১ নভেম্বর একটি মজুরি বোর্ড গঠন করেছে। সেই বোর্ড জানিয়েছে, নতুন বেতন কাঠামো চূড়ান্ত হওয়ার পর তা ডিসেম্বর মাস থেকে কার্যকর হবে। এসব তথ্যেরও উল্লেখ রয়েছে এইচআরডাব্লিউর প্রতিবেদনে।

প্রতিবেদনে জানানো হয়, ৩১ বছর বয়সি এক সেলাই মেশিন অপারেটর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাটিকে বলেছেন, ''আমার বাসা ভাড়া *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে হামলা-হয়রানির শিকার ২৮ সংবাদকর্মী, নিহত একজন

পরিচয় ডেস্ক: গত অক্টোবর মাসে বাংলাদেশে অন্তত ২৮ জন সাংবাদিক বিভিন্ন ধরনের নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজন হত্যার শিকার হয়েছেন। শারীরিক হামলা ও আঘাতের শিকার হয়েছেন ১৮ জন। এ ছাড়া আইনি হয়রানি ও হুমকির শিকার হয়েছেন ৯ জন। সাংবাদিকদের অধিকার সংগঠন বাংলাদেশঅ্যাসোসিয়েশন অব জার্নালিস্টস (বিএজে)-এর অক্টোবর মাসের প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। এদিকে গত ৪ নভেম্বর বুধবার ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তথ্য উপদেষ্টা ও টেলিভিশন চ্যানেল ডিবিসির সাবেক চেয়ারম্যান ইকবাল সোবহান চৌধুরীকে ডিবি কার্যালয়ে নেওয়া হয়েছে। এক মাসে হামলা-হয়রানির শিকার ২৮ সংবাদকর্মী, নিহত একজন



বিএজের প্রতিবেদনে বলা হয়, সদ্য বিদায় নেয়া অক্টোবর মাসে দেশের সাংবাদিকদের কর্মপরিবেশ ছিল অত্যন্ত উদ্বেগজনক ও ঝুঁকিপূর্ণ। পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে সাংবাদিকেরা শারীরিক হামলা, গ্রেপ্তার, আইনি হয়রানি, হত্যা ও প্রাণনাশের হুমকির শিকার হয়েছেন। দেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ এবং সংগঠনের নিজস্ব সূত্র থেকে এসব তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, নেত্রকোনার দুর্গাপুর উপজেলার তেলনজিয়া গ্রামে একটি চায়ের দোকানে অবস্থানকালে মোটরসাইকেলে আসা দুই অজ্ঞাতপরিচয় *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশ কোস্টগার্ডের পাঁচ জাহাজের নাম বদল, 'জয় বাংলা' ও জাতীয় চার নেতার নাম বাদ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ কোস্টগার্ডের পাচঁটি জাহাজের নাম পরিবর্তন করেছে সরকার। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় জাতীয় চার নেতার নামে এবং 'জয় বাংলা' নামে থাকা কোস্টগার্ডের ওই জাহাজগুলোর নতুন নাম দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৫ নভেম্বর) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব মসফিকা হোসেন স্বাক্ষরিত একটি প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়।

সরকারি প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, 'বিসিজিএস তাজউদ্দীন' জাহাজের নতুন নাম হবে 'বিসিজিএস নুরুল ইসলাম'। 'বিসিজিএস সৈয়দ নজরুল' জাহাজের নতুন নাম 'বিসিজিএস ফিরোজ কবীর'। 'বিসিজিএস মনসুর আলী' জাহাজের নতুন নাম 'বিসিজিএস এম হুমায়ুন কবীর'। 'বিসিজিএস কামরুজ্জামান' জাহাজের নতুন নাম 'বিসিজিএস আশরাফ সিদ্দিকী'। এ ছাড়া 'বিসিজিএস জয় বাংলা' জাহাজের নতুন নাম 'বিসিজিএস অদম্য বাংলা'।





বাংলাদেশে ২ কোটি ৬০ লাখ শিশুর শিক্ষার মানোন্নয়নে ৩০ কোটি ডলার অনুমোদন দিল বিশ্বব্যাংক

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের ২ কোটি ৬০ লাখ শিশুর প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে ৩০ কোটি ডলারের ঋণ অনুমোদন করেছে বিশ্বব্যাংক। বিশেষ করে শিশুদের পড়া, লেখা ও গণিতের মৌলিক দক্ষতা অর্জনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে।

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, সরকারের পঞ্চম প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচিতে সহায়তার লক্ষ্যে নেওয়া 'লার্নিং এনহ্যান্সমেন্ট অ্যান্ড অ্যাকসেলারেশন ইন প্রাইমারি এডুকেশন' কর্মসূচির জন্য গতকাল (৬ নভেম্বর) বিশ্বব্যাংক গ্রুপের নির্বাহী পরিচালনা পর্ষদ এ অর্থায়নের অনুমোদন দিয়েছে।

এ উদ্যোগের লক্ষ্য প্রাক-প্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের শিখনফল উন্নত করা, পাঠদান ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করা এবং পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়া শিশুদের বাড়তি সহায়তা দেওয়া।

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষায় প্রায় শতভাগ শিশুর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হলেও শিক্ষার মান এখনো বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে।

বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে ১০ বছর বয়সী প্রায় ৫০ শতাংশ শিশু তাদের বয়সোপযোগী সহজ কোনো লেখা পড়ে বুঝতে পারে না। উচ্চমধ্যম আয়ের দেশ মালয়েশিয়ায় এ হার ৪২ শতাংশ এবং ব্রাজিলে ৪৭ শতাংশ।

বাংলাদেশ ও ভুটানে বিশ্বব্যাংকের বিভাগীয় পরিচালক জঁ পেম বলেন, "বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতায় সক্ষম কর্মশক্তি গড়ে তোলার অন্যতম ভিত্তি হলো মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা।"

তিনি বলেন, গত দুই দশকে প্রায় সব শিশুকে বিদ্যালয়ে নিয়ে আসতে সহায়তা করেছে বিশ্বব্যাংক গ্রুপ। নতুন এ অর্থায়ন শিশুদের আরও ভালোভাবে শিখতে এবং বিদ্যালয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে সহায়তা করবে। এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে আবারও ষড়যন্ত্র হচ্ছে, ৭ নভেম্বরের মতো দাঁতভাঙা জবাব দেওয়া হবে - প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, ‘কোনো ষড়যন্ত্র দেশের গণতন্ত্রকামী জনগণকে দমিয়ে রাখতে পারবে না।’ তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, ‘দেশে আবারও ষড়যন্ত্র হচ্ছে। ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরের মতো দাঁতভাঙা জবাব দেওয়া হবে। দেশের গণতন্ত্রকামী মানুষকে নিয়ে আমরা সকল ষড়যন্ত্রের জবাব দেব।’ গত শনিবার (৭ নভেম্বর) বিকেলে নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে ৭ নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে আয়োজিত ‘সার্বভৌমত্ব’ র‍্যালিপূর্ব সংক্ষিপ্ত সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী এই হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

তিনি বলেন, ‘একাত্তরের মতো, নব্বইয়ের মতো, ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরের মতো আবারও দাঁতভাঙা জবাব আমরা দিতে চাই। আজকে ৭ নভেম্বরের সার্বভৌমত্ব র‍্যালি হোক আমাদের সেই প্রত্যাশা পূরণের দিন। আজকের এই র‍্যালি হোক বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করার দিন।’ তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশের মানুষ জীবন দিয়ে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট যে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করেছে, সেটি হোক গণতন্ত্র রক্ষার দিন।’ নয়াপল্টনে হাজার হাজার নেতা-কর্মীর কাছে সমর্থন চেয়ে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আপনারা কি আমাদের সঙ্গে আছেন?’ এই সময় নেতাকর্মী-সমর্থকরা মুহুর্মুহু করতালি দিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে সমর্থন জানায়। বিকেল ৩ টায় নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে স্থাপিত অস্থায়ী মঞ্চে ওঠেন প্রধানমন্ত্রী।

এ সময় মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য



মির্জা আব্বাস, আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সালাহউদ্দিন আহমদ, ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন, দলের ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী প্রমুখ। দুপুর ১২টা থেকেই ছোট ছোট মিছিল নিয়ে নেতা-কর্মীরা নয়াপল্টনে সমবেত হতে শুরু করে। দলীয় হাজার হাজার নেতাকর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতিতে কাকরাইল মোড় থেকে ফকিরাপুল মোড় পর্যন্ত বিশাল জনসমুদ্রে পরিণত হয়। নেতা-কর্মীদের হাতে শোভা পায় বাংলাদেশের লাল সবুজের পতাকা এবং শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, মরহুমা বেগম খালেদা জিয়া ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের আলোকচিত্রসংবলিত প্ল্যাকার্ড। বিভিন্ন রঙের ক্যাপ ও গেঞ্জি পরিধান করে নেতা-কর্মীরা র‍্যালিকে বর্ণাঢ্য করে তোলে। নেতাকর্মী-সমর্থকসহ দেশবাসীর উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘দেশের ভেতর ও বাইরে ষড়যন্ত্র চলছে। দেশের গণতন্ত্রকামী মানুষকে নিয়ে আমরা সকল ষড়যন্ত্রের জবাব দেব।’ প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘৭ নভেম্বর হচ্ছে জাতীয় ঐক্যের দিন, ৭ নভেম্বর হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষার দিন, ৭ নভেম্বর হচ্ছে বাংলাদেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের দিন।’

প্রধানমন্ত্রী নিজে স্লোগান ধরে বলেন, ‘দিল্লি নয়, পিণ্ডি নয়, নয় অন্য কোনো দেশ। সবার আগে বাংলাদেশ, সবার জন্য বাংলাদেশ।’

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘বাংলাদেশের ছাত্র জনতা শুধু স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে ফিরিয়ে আনে নাই। দেশের মানুষ স্বৈরাচার, ষড়যন্ত্রকারীদের দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে। যেভাবে ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সেই অপশক্তি পরাজিত হয়েছিল, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট একইভাবে সেই অপশক্তি পরাজিত হয়েছে, দেশের মানুষের অংশগ্রহণে, *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

গ্রেপ্তার, নির্যাতন, হত্যা করলেও ডিসেম্বরে দেশে ফিরবো

- বার্তা সংস্থা এসোসিয়েটেড প্রেস- এপি-কে শেখ হাসিনা

পরিচয় ডেস্ক: গত ২০২৪ সালে গণঅভ্যুত্থানের মুখে ক্ষমতাচ্যুত বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বার্তা সংস্থা এসোসিয়েটেড প্রেস-এপি-কে বলেছেন, দেশে ফিরলে তাকে গ্রেপ্তার, নির্যাতন, এমনকি হত্যাও করা হতে পারে। তা সত্ত্বেও আগামী মাসে দেশে ফেরার সিদ্ধান্তে তিনি অটল।

ইমেইলের মাধ্যমে পাঠানো প্রশ্নের জবাবে শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি)-কে তিনি বলেন, ‘‘যদি মৃত্যুই আমার ভাগ্য হয়, তাহলে নিজের দেশের মাটিতে, আমার নিজের মানুষদের মাঝেই আমি মরতে চাই। তাই আমি বাংলাদেশে ফিরে আসবো। এই সিদ্ধান্তে কোনো পরিবর্তন



আসেনি।’’

প্রতিবেদনে এপি জানায়, বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের সময় মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে মৃত্যুদণ্ড পাওয়া বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্নগুলো পাঠানো হয়েছিল গত সপ্তাহে। গতকাল বুধবার এপির সব প্রশ্নের উত্তর দেন শেখ হাসিনা। ভারত থেকে কীভাবে দেশে ফিরবেন তা জানাননি। তবে বাংলাদেশে পৌঁছালে তাকে গ্রেপ্তার করা হতে *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

হাসিনা কি শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে আসবে যে পাসপোর্ট দিতে হবে, তাকে হ্যান্ডওভার চাই- প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির বলেছেন ‘শখে হাসিনা একজন পলাতক, ফ্ল্যাগড সন্ত্রাসী ও টেরোরিস্ট। সে কি তার শ্বশুরবাড়ি রংপুরে বেড়াতে আসছে যে তাকে পাসপোর্ট দিতে হবে, আর পাসপোর্ট দিয়ে সে আসবে? আমাদের সঙ্গে ভারতের একটি এক্সট্রাডিশন ট্রিটি রয়েছে। সন্ত্রাসী এবং ক্রিমিনালকে ধরার জন্য এই চুক্তি। একজন টেরোরিস্ট ক্রিমিনালকে ধরতে পাসপোর্ট লাগে না, লাগে জুডিশিয়াল প্রসেস।’ ক্ষমতাচ্যুত ও ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে আনতে পাসপোর্ট বা ট্রাভেল পাস ইস্যু করা হবে না বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বিদ্যমান বন্দি প্রত্যর্পণ



চুক্তির আওতায় তাকে দেশে ফিরিয়ে আনা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

গত বৃহস্পতিবার (৫ নভেম্বর) ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিসি) কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তর্জাতিক বিভাগের মন্ত্রী লিউ হাইশিংয়ের নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধিদলকে বিদায় জানানোর পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি। হুমায়ুন কবির বলেন, ‘মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি হওয়ায় ভারত থেকে শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে আনতে কোনো সাধারণ পাসপোর্ট বা ট্রাভেল পাস ইস্যু করা হবে না।’ প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, ‘শেখ হাসিনা একজন পলাতক, ফ্ল্যাগড সন্ত্রাসী ও টেরোরিস্ট। *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*



শেখ হাসিনা অপরাধী, তাকে বন্দি বিনিময় চুক্তির আওতায় দেশে ফেরানোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে

বললেন আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ সরকারের আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান বলেছেন, ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বন্দি বিনিময় চুক্তির আওতায় বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনতে আইনি সব পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তিনি ‘আমাদের চোখে অপরাধী’। রোববার (৮ নভেম্বর) সকালে ঢাকার একটি হোটেলে অধস্তন আদালতের বিচারকদের ‘বিচারিক কার্যক্রমে শুদ্ধাচার’ বিষয়ক কর্মশালার উদ্বোধন শেষে তিনি এ কথা বলেন।

আইনমন্ত্রী বলেন, ‘বন্দি বিনিময় চুক্তির আওতায় শেখ হাসিনাকে ফেরাতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের আইনগত পদক্ষেপ নেবে সরকার। এ চুক্তির আওতায় ভারত সরকার তাকে ফেরত দেবে বলে আশা করছে সরকার। তাকে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে আইনগতভাবে যা যা করা দরকার, তা করা হয়েছে।’

এছাড়াও বিচার বিভাগকে আর্থিক দুর্নীতি যতটা না ক্ষতি করেছে, তার চেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্নীতি বলে মন্তব্য করেন আইনমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘যে বিচারকদের নামে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আছে, তাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করছে সরকার ও প্রধান বিচারপতি।’

আসাদুজ্জামান বলেন, একবার সুপ্রিম কোর্টের স্থায়ী বিচারক হয়ে গেলে তার কাজে আর সরকার হস্তক্ষেপ করবে না। বিচার বিভাগের পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠায় সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সংবিধান সংশোধন করে সেটা বাস্তবায়ন করা হবে বলে জানান তিনি।

আগামী ১৯ নভেম্বর আন্তর্জাতিক আদালতে রোহিঙ্গা গণহত্যা নিয়ে রায় হবে, তাতে বাংলাদেশ ন্যায়বিচার প্রত্যাশা করছে বলে মন্তব্য করেন আইনমন্ত্রী।

এদিকে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান বলেন, বিচারব্যবস্থার সুফল পেতে হলে স্বাধীন এবং রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য।

কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

PREFERRED HOME SERVICES INC.

FULL CARE HOME CARE

Licensed Home Care Services Agencies (LHCSAs)

F C

PCA / HHA

- PCA (Personal Care Assistance)
- HHA (Home Health Aide)
- Nursing
- Physical Therapy
- Occupational Therapy
- Medical Social Work
- Nutrition
- Speech-Language Pathology



আমরা দিচ্ছি ভালোবাসা, যত্ন ও সম্মানের সাথে ঘরে বসেই মানসম্মত সেবা

347-621-6640
info@fullcare.com
www.fullcare.com
Fax: 347-338-6799



Mohammed Hasem
EA, MBA
President & CEO

KARNAFULLY TAX SERVICES, INC.

Mohammed Hasem, EA, MBA

ENROLLED AGENT

IRS CERTIFYING ACCEPTANCE AGENT. LICENSED BY THE IRS.

REPRESENTATION TAXPAYERS FOR IRS & STATE TAX AUDIT.
ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS.

IRS e-file PROVIDER | ENROLLED AGENT

- INDIVIDUAL
- PARTNERSHIP
- BUSINESS CONSULTING
- BOOKKEEPING
- BUSINESS
- LLC
- ITIN
- INCOME TAX
- ACCOUNTING
- CORPORATION
- BUSINESS FORMATION
- PAYROLL
- NOTARY PUBLIC

KARNAFULLY TAX SERVICES, INC.

কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস

718-205-6040 | 718-205-6010
FAX: 708-424-0313 WWW.KARNAFULLYTAX.COM



ইতিহাসের ট্রাম্প-অধ্যায় শেষ হতে চলেছে, ইরান যুদ্ধের কী হবে



আলতাফ পারভেজ

যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব ইতিহাসে বহুবার অন্য দেশের নির্বাচন প্রকাশ্য বা গোপনে প্রভাবিত করেছে। এবার তাদের নির্বাচন প্রভাবিত হলো ইরানের সামরিক কৌশল দ্বারা। ট্রাম্প ও নেতানিয়াহুর আগ্রাসনে কোণঠাসা ইরান যখন হরমুজ প্রণালি খামচে ধরল, তখনই যুদ্ধের আসল ধাক্কা খেল বিশ্ব অর্থনীতি এবং সেই সুনামি যুক্তরাষ্ট্রের বাজারেও আঘাত করল; যার পরিণতি আজকের মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফল।

গত ২০ বছরে এ রকম হয়েছে কম, যখন প্রেসিডেন্ট একজন রিপাবলিকান হওয়ার পরও সিনেট ও হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভে ডেমোক্র্যাটরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। আবার মধ্যবর্তী নির্বাচনে সচরাচর এত বেশি ভোট পড়ে না-এবার আগাম ভোটে যা ঘটছিল। নজির হিসেবে এটাও বেশ বিরল। এর কারণ বিপুল ক্রোধ।

অনেকে বলছেন, সদ্য সমাপ্ত মধ্যবর্তী নির্বাচনে আমেরিকার ভোটাররা ট্রাম্পের বিরুদ্ধে যে রায় দিলেন, সেটা যতটা নীতিগত, তার চেয়েও বেশি অর্থনৈতিক। কর্মসংস্থানের খারাপ অবস্থা এবং জিনিসপত্রের দাম বাড়া নিয়ে মানুষ হতাশ ও অসুখী ছিল। বলা বাহুল্য, গত কয়েক মাসের জরিপগুলোও এটাই জানাচ্ছিল।

এটা অতীতেরও অভিজ্ঞতা, আমেরিকার সাধারণ সমাজের গণতান্ত্রিক বুঝ এবং নির্বাচনী সংস্কৃতি সচরাচর যতটা অর্থনীতি ও সমাজের জীবনযুদ্ধকে গুরুত্ব দেয়-ততটা দেয় না জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিগত বিষয়কে। যদি প্রকৃতিই তাদের সংবিধানে লেখা গণতন্ত্রের মহান নীতিমালাকে ভোট দেওয়ার সময় তারা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিত, তাহলে ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে জিততেন না এবং এবারও রিপাবলিকানদের পরাজয় হতো আরও ব্যাপক। ২০১৬ সাল থেকে গত এক দশকে ট্রাম্প শাস্তিযোগ্য অনেক নীতিগত অপকর্ম করেছেন। এই নির্বাচনে তথাকথিত 'ট্রাম্প-দশকের' কফিনে পেরেক বসছে বটে, কিন্তু সেই শাস্তি ইরান বা গাজার ক্ষতিগ্রস্তদের প্রত্যাশার সামান্যই মেটাতে পারবে। এমনকি ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোকে অপহরণের মতো অপরাধের বিরুদ্ধেও রায় নয় এটা।

মূলত ইরানের যুদ্ধকৌশলে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক জীবনে যে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে, তারই ফল ভোটের হেরফের। ভোটাররা মনে করেছেন, ট্রাম্পের সিদ্ধান্তগুলো তাঁদের অর্থনৈতিক জীবনকে বিবেচনায় নিয়ে নেওয়া হয়নি। শ্বেতাঙ্গ নিচুতলায় তাঁর প্রতি এভাবেই গত এক দশকের মোহ কেটে গেছে। অভ্যন্তরীণ অনেক সামাজিক খাত থেকে বরাদ্দ সরিয়ে তিনি যুদ্ধ খাতে নিয়েছিলেন। সাধারণ মানুষ তাতে অবহেলিত বোধ করেছে। এসবেরই প্রতিদান মধ্যবর্তী নির্বাচনের রায়।

তবে এই রায়, ভোটারদের দিক থেকে নীতিগত বা কৌশলগত যা-ই হোক না কেন, ট্রাম্পের জন্য এই ফলাফল হয়েছে বিধ্বংসী। সিনেট ও হাউস দুই জায়গাতে তিনি ও তাঁর সহযোগীদের সিদ্ধান্ত প্রতিনিয়ত চ্যালেঞ্জে পড়বে। ভোটাররা এটাই চেয়েছেন। নিজেদের প্রেসিডেন্টের হাতে-পায়ে শিকল পরাতে চেয়েছেন তাঁরা এবং সেটা ভালোভাবেই হবে। সিনেটে ডেমোক্র্যাটরা শক্তিশালী হওয়ায় ট্রাম্পের ক্ষমতাচর্চার লাগাম টেনে ধরতে পারবে। তাঁর মন্ত্রীদের কাজের তদন্ত করতে পারবে।

রিপাবলিকান অনেক নিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন তোলা ও আটকানো যাবে। বিশেষ করে বিচারক নিয়োগগুলো পাল্টানো জরুরি। ট্রাম্পের অভিবাসনবিরোধী নানান পদক্ষেপের সহযোগী রক্ষণশীল বিচারকেরা। ডেমোক্রেটিক পার্টির অনেক সমর্থকের প্রত্যাশা, ডেমোক্র্যাটরা এ রকম বিচারক নিয়োগে বাধা হয়ে দাঁড়াবেন। এ ছাড়া সিনেটের অনেক কমিটি আছে, যারা অস্ত্র বেচাকেনায় সিদ্ধান্ত দেয়, রাষ্ট্রদূত নিয়োগে নজর রাখে। এসব বিষয়ে এখন ডেমোক্র্যাটদের প্রভাব বাড়বে।

ইতিমধ্যে এ-ও স্পষ্ট, নির্বাচনে সামরিক লবির বিরুদ্ধে সোচ্চার এবং ফিলিস্তিনিদের পক্ষে লড়া রাজনীতিবিদদের বড় অংশই জিতেছে। সামাজিক সুরক্ষার জন্য সংগ্রামরত অনেক ডেমোক্র্যাট জিতেছেন। যাঁরা ডেমোক্র্যাট দলে প্রগতিশীল উপদল হিসেবে খ্যাত। এদের উত্থান ডেমোক্র্যাট দলে একটা মেরুকরণ ঘটাবে সামনের দিনগুলোতে, যা আবার বিশ্বরাজনীতিকে প্রভাবিত করবে।

যেমন মিশিগানে মুসলিম-আমেরিকান সিনেটর *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*



সৌদি-হুতি যুদ্ধে বাংলাদেশের শ্রমিক কেন আলোচনার কেন্দ্রে



হেলাল মহিউদ্দীন

প্রেসিডেন্ট হওয়ামাত্র ডোনাল্ড ট্রাম্প কানাডাকে যুক্তরাষ্ট্রের ৫১তম প্রদেশ আর জাস্টিন ট্রুডোকে গভর্নর ট্রুডো ট্রু বলতে শুরু করলেন। কানাডীয়রা প্রথমে ভেবেছিলেন সাময়িক পাগলামো বা ঠাট্টা-মশকরা। ট্রুডো প্রধানমন্ত্রিত্ব ছাড়লেন, নতুন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিলেন মার্ক কার্নি। ট্রাম্প বদলালেন না। কানাডাকে ৫১তম প্রদেশ করার সম্প্রসারণবাদী মনোভাব আসলে তাঁর মগজে বদ্ধমূল হয়ে গেঁড়ে বসেছে, দ্রুতই কানাডীয়রা সত্যটি বুঝতে শুরু করলেন। কারণ, ট্রাম্প কানাডাকে নিয়ে নিত্যদিনের তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও হেয় করা বাড়িয়ে দিলেন।

কানাডা যুক্তরাষ্ট্রকে ছিঁড়েখুঁড়ে খাচ্ছে, সবকিছু নিয়ে যাচ্ছে, বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্র পাচ্ছে সামান্যই ইত্যাদি অভিযোগ তো ছিলই! নতুনভাবে যোগ হলো যুক্তরাষ্ট্রের অংশ হয়ে গেলে কানাডার কত লাভ-সেসবের বয়ান-ফিরিস্তি। হোয়াইট হাউসে মার্ক কার্নির সঙ্গে সাক্ষাতেও ট্রাম্প নিরস্ত্র হলেন না। একই বয়ান শুনে নিতান্ত ভদ্রলোক কার্নি মৃদু হেসে বলেছিলেন, হোয়াইট হাউস যেমন 'নট ফর সেল', কানাডাও তেমনই 'নট ফর সেল'।

নর্থ ডেকোটায় যে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করি, সহকর্মীদের প্রায় শতভাগই মার্কিন নাগরিক। লবিতে দেখাসাক্ষাৎ হলে পরিচিতজন সলজ্জ 'স্যরি' বলে আলাপ শুরু করতেন। জানাতেন ট্রাম্পের কানাডাকে অসম্মান তাঁদের কতটা লজ্জিত, বিব্রত ও বিরক্ত করে। আমিসহ তাঁদের মাত্র দুজন সহকর্মী নাগরিকত্বে কানাডীয়। তাঁরা মনে করিয়ে দিতেন কানাডাকে মার্কিন নাগরিকেরা প্রশংসার চোখে দেখেন, ট্রাম্পের আচরণে আমরা যেন মন খারাপ না করি, নিজেদের বহিরাগত না ভাবি।

নির্বাচন শেষ। রিপাবলিকান পার্টির ভরাডুবির নানা রকম বিশ্লেষণ চলছে। ইরান যুদ্ধ, মূল্যস্ফীতি, অর্থনীতির বেহাল অবস্থা, ট্রাম্পের জিতে আসার পেছনের প্রতিশ্রুতিগুলো ভঙ্গ করা ইত্যাদি কারণ দেখানো হবে। কিন্তু আরেকটি সত্য ততটা আলোচিত হবে না। সত্যটি হচ্ছে, ট্রাম্পের কানাডা-নীতিও রিপাবলিকানদের পরাজয়ে রসদ জুগিয়েছে।

কানাডার কোনো পরিকল্পিত হস্তক্ষেপে নয়, যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকেরা ভুক্তভোগী হয়েছে ট্রাম্পের কানাডা-নীতির কুফলেই। বেশির ভাগ ভুক্তভোগীই আবার রিপাবলিকানদের ঘাঁটি নামে পরিচিত রাজ্যগুলোর বাসিন্দা, বিশেষত গ্রামাঞ্চলের কৃষিজীবী।

দুই.

ট্রাম্পের শুল্ক যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় কানাডীয়রা নিজ দায়িত্বে 'অসহযোগ' শুরু করে দিয়েছিল।

ছুটিছাটা বা হাতে সময় মিললেই কানাডীয়রা ঘুরতে যেতেন যুক্তরাষ্ট্রে। বিশেষত, নিজেদের কাছাকাছি রাজ্যগুলোয়। তাঁরা যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ বন্ধ করে প্রায় শূন্যের কোঠায় নামিয়ে নিলেন। কানাডার পর্যটননির্ভর সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোর পর্যটন আয়ে রীতিমতো ধস নামল। হোটেল-মোটেল ফাঁকা। এমনকি ডিজনিল্যান্ডের বিলিয়ন ডলারের উপার্জনও হুমকির মুখে পড়তে শুরু করল।

এ বছরের সেপ্টেম্বরে কানাডীয়দের মার্কিন সফর ২০২৪ সালের তুলনায় ২৯ শতাংশ কম ছিল। মে মাসে প্রকাশিত এক গবেষণা মোবাইল ডেটা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছে যে মার্কিন মেট্রো এলাকায় কানাডীয়দের ভ্রমণ বছরওয়ারি প্রায় ৪২ শতাংশ কমেছে, যা সরকারি সীমান্ত পরিসংখ্যানে দেখানো প্রায় ২৫ শতাংশ পতনের চেয়ে অনেক বেশি। মার্কিন ট্রাভেল অ্যাসোসিয়েশনের আগের হিসাব ছিল যে কানাডীয় পর্যটন মাত্র ১০ শতাংশ কমলেই ১ লাখ ৪০ হাজার মার্কিন চাকরি হারাবে এবং ২.১ বিলিয়ন ডলারের ব্যয় ক্ষতি হবে। ১০ শতাংশে যদি এই ক্ষতি হয়, ৩০-৪০ শতাংশে কী হয়েছে, তা সহজেই অনুমেয়।

আপস্টেট নিউইয়র্ক, মিশিগানের আপার পেনিনসুলা এবং অন্যান্য প্রবেশদ্বার অঞ্চলের শহরগুলো খুচরা বিক্রি, আতিথেয়তা ও জ্বালানি কেনাকাটার জন্য কানাডীয় দিন ভ্রমণকারীদের ওপর নির্ভর করে। নায়াগ্রা নদীর তীরে প্রায় ১৬ হাজার মানুষের শহর লুইস্টন, নিউইয়র্ক, যার ঠিক ওপারে অন্টারিওর নায়াগ্রা-অন-দ্য-লেক, সেখানকার ছোট ব্যবসায়ীরা এখন খালি দোকানে বসে থাকেন।

নিউ ইংল্যান্ডের পাহাড়ি শহরগুলোয়ও একই চিত্র। *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

A GREAT VICTORY FOR DEMOCRATS!

America's Soul Is Back

The Blue Wave Moves Us Forward!

Congratulations to New York's Democratic Winners



Kathy Hochul
Governor



Adrienne Adams
Lieutenant Governor



Letitia James
Attorney General



Gregory Meeks
Congressman • NY District 5



Grace Meng
Congresswoman • NY District 6

Congratulations to all the winners—and thank you to every voter!

Together, let's get to work.

November 3, 2026



বাগ্মী ও জনসংযোগে অসামান্য দক্ষ ডেমোক্র্যাট সিনেটর জন ওসফই কি পরবর্তী ওবামা!



পিটার বেইনার্ট

মাত্র এক বছর আগেও ওয়াশিংটনের বহু রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও মিডিয়া পণ্ডিতদের ধারণা ছিল, জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের ডেমোক্র্যাটিক ডেমোক্র্যাট সিনেটর জন ওসফ ২০২৬ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে নিজের আসন ধরে রাখার দিক থেকে সবচেয়ে ঝুঁকিতে রয়েছেন। তবে ৩ নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রতিপক্ষকে নজিরবিহীন ও শোচনীয় ব্যবধানে পরাজিত করে জর্জিয়ায় টানা দ্বিতীয় মেয়াদে ঐতিহাসিক বিজয় ছিনিয়ে নিয়েছেন তিনি। এমনকি ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার অল্প সময় পরই অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি) তাঁর ভূমিধস বিজয় নিশ্চিত করে।

জন ওসফ এতখানি পর্বতপ্রমাণ ব্যবধানে জয়লাভ করেছেন কারণ, তিনি এমন একটি সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক বার্তা ও বক্তব্য জনগণের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন, যা ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সমর্থকদের মধ্যে থাকা কর্তৃত্ববাদের ভয়কে সাধারণ মার্কিন নাগরিকদের জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধিজনিত- বাস্তব ও দৈনন্দিন সংকটের সাথে সফলভাবে যুক্ত করতে পেরেছে। এটি এমন এক কার্যকর রাজনৈতিক কৌশল যা টেক্সাসের জেমস তালারিকোর মতো অন্যান্য ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থীরাও সমানভাবে জোর দিয়ে প্রচার করেছেন। ২০২৮ সালের পরবর্তী মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির জন্য এই কৌশলটিই পুনরায় মূল ভিত্তি হয়ে উঠতে পারে। আর এই পুরো রাজনৈতিক বার্তার মূল সারসংক্ষেপকে মাত্র একটি শব্দের ফ্রেমে বন্দী করা যায়-তা হলো 'দুর্নীতি'।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের 'নির্লজ্জ ব্যক্তিস্বার্থ' চরিতার্থ করার রাজনীতি- সিনেটর ওসফের এই দুর্নীতিবিরোধী বক্তব্যকে সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা আরও সহজ করে দেয়। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, দ্বিতীয় মেয়াদে হোয়াইট হাউসে ফেরার পর থেকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কেবল তাঁর পরিবারের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবসাগুলো থেকেই এক বিলিয়ন ডলারের অর্থ উপার্জন করেছেন। ডেমোক্র্যাট কিংবা রিপাবলিকান-উভয় দলের সাধারণ আমেরিকান নাগরিকরাই এই নগ্ন স্বার্থসিদ্ধির বিষয়টি বেশ স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন। গত মাসে প্রকাশিত ওয়াশিংটন পোস্ট-এর এক জনমত জরিপে দেখা গেছে, রিপাবলিকান ও রিপাবলিকানদের প্রতি ঝুঁকিতে থাকা এক-তৃতীয়াংশ ভোটার এখন বিশ্বাস করেন যে, ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট পদটিকে নিজের পকেট ভারী করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছেন। অন্যদিকে, ফক্স নিউজ-এর সাম্প্রতিক এক জনমত জরিপ অনুযায়ী, জাতীয় পর্যায়ে মার্কিন ভোটারদের প্রধান ও শীর্ষ উদ্বেগের স্থানে উঠে এসেছে এই দুর্নীতির বিষয়টি।

সিনেটর ওসফ দুই দলের সহাবস্থান ও দ্বিপাক্ষিক দৃষ্টিভঙ্গির ভাষায় কথা বলে রিপাবলিকান সমর্থকদের মন জয় করার চেষ্টা করেছেন। তিনি প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন যে, মার্কিন রাজনীতিতে রাজনৈতিক দুর্নীতির জন্ম ট্রাম্পের হাতে হয়নি। তিনি তাঁর প্রচারণা সভায় স্পষ্ট কণ্ঠে বলেন, .হ্যাঁ, এটি সত্য যে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটি সত্যিই বৈষম্যমূলক ও অন্যায্যভাবে চালিত হচ্ছে। কিন্তু ট্রাম্প সেই অন্যায্য ব্যবস্থা ভেঙে সমতা আনছেন না; বরং তিনি এটিকে ভেঙে ফের নিজ স্বার্থের অনুকূলে পুনর্বিন্যাস করছেন।"

অবশ্য এই বিশাল জয়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতির পাশাপাশি জর্জিয়ার রিপাবলিকানরা একজন তুলনামূলকভাবে দুর্বল প্রার্থীকে বেছে নিয়েছিল বিধায় ওসফ বাড়তি সুবিধা পেয়েছিলেন। তবে ওসফ কেবল একটি অনুকূল রাজনৈতিক পরিবেশের সুবিধা পেয়েই ক্ষান্ত হননি; তিনি এমনভাবে কথা বলেছেন যা দুই বছর আগে (জাতীয় নির্বাচনে) ট্রাম্পের বিরুদ্ধে লড়াই করা ডেমোক্র্যাটদের ভাষা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল।

দুই বছর আগে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী কমলা হ্যারিসের ব্যর্থ প্রচারণায় 'কর্তৃত্ববাদ' ছিল মূল রাজনৈতিক প্রতিপাদ্য বিষয়; আর সরকারি ও রাজনৈতিক দুর্নীতি বা ক্ষমতার অপব্যবহারের বিষয়টি তাঁর উদ্বেগের তালিকায় অনেক পেছনের সারিতে স্থান পায়। আর এই ভুলের চরম মাশুল তাঁকে গুণতে হয়েছিল। নির্বাচনের এক্সিট পোল বা বুথফেরত জরিপে দেখা গেছে, যেসব ভোটার 'গণতন্ত্র'কে তাদের প্রধানতম সংকট হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন, তাদের ৮০ শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন কমলা হ্যারিস। অপরদিকে, যেসব ভোটার অর্থনীতিকে সর্বোচ্চ *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*



রেমিট্যান্সের হিসাব আছে, সমাজের ক্ষতির হিসাব কোথায়?

লুবনা ফেরদৌসী

একটি গ্রামে প্রবাসীর টাকায় তিনতলা বাড়ি উঠেছে। বাড়ির মালিক মসজিদে অনুদান দেন, স্থানীয় অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হন। অথচ সেই বাড়ির মেয়েটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে চাইলে শুরু হয় পরিবারের সম্মান, পোশাক আর ধর্মীয় শুদ্ধতার বিচার। বাড়িটির বাজারমূল্য হিসাব করা যায়। মেয়েটির সংকুচিত স্বাধীনতার মূল্য কোন জাতীয় হিসাবে লেখা হবে? এই দৃশ্যকল্পের মধ্যেই বাংলাদেশের রেমিট্যান্সনির্ভর উন্নয়নের সবচেয়ে অস্বস্তিকর প্রশ্নটি লুকিয়ে আছে।

৫০ বছর ধরে বাংলাদেশ বিদেশে পাঠানো মানুষের সংখ্যা আর তাঁদের পাঠানো ডলারের হিসাব রেখেছে। কিন্তু এই অর্থের প্রবাহে শ্রেণিসম্পর্ক, ধর্মীয় কর্তৃত্ব, পারিবারিক ক্ষমতা, নারীর স্বাধীনতা ও সাংস্কৃতিক বহুত্ব কতটা বদলেছে, সেই হিসাব কে রেখেছে? দারিদ্র্য কমা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু মানুষের আয় বাড়িয়ে তাঁর স্বাধীনতা সংকুচিত করা হলে সেটিকে কী ধরনের উন্নয়ন বলব?

ইতিহাসের শুরু স্বাধীনতার পরপরই। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে কর্মসংস্থান সীমিত, শিল্পভিত্তি দুর্বল, বৈদেশিক মুদ্রার সংকট তীব্র। ১৯৭৩ সালের তেলের মূল্যবৃদ্ধির পর সৌদি আরব ও উপসাগরীয় দেশগুলো নির্মাণ ও অবকাঠামোয় বিপুল বিনিয়োগ শুরু করে। তাদের দরকার হয় বিদেশি শ্রমিক। ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদেশে শ্রমিক পাঠানোর হিসাব শুরু হয়। অস্থায়ী অর্থনৈতিক সুযোগ ধীরে ধীরে রাষ্ট্রীয় উন্নয়নকৌশলের স্থায়ী নির্ভরতায় পরিণত হয়।

একদিকে তেলসমৃদ্ধ রাষ্ট্র, যার হাতে মূলধন, কাজের শর্ত ও বিদেশি শ্রমিকের বসবাসের অনুমতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা। অন্যদিকে কর্মসংস্থানের সংকটে থাকা বাংলাদেশ, যার প্রধান রপ্তানিযোগ্য সম্পদ মানুষের শ্রম। ২০২৫ সালে বিদেশে কাজে যাওয়া বাংলাদেশিদের প্রায় ৬৭ শতাংশের গন্তব্য ছিল সৌদি আরব। রাষ্ট্র শ্রমিক পাঠানোর সংখ্যা আর রেমিট্যান্সের অঙ্ককে সাফল্য হিসেবে তুলে ধরে। কিন্তু ৫০ বছরে শ্রমিকের দর-কষাকষির ক্ষমতা, দক্ষতা ও নিরাপত্তা কতটা বেড়েছে? দেশের ভেতরে কর্মসংস্থান সৃষ্টির ব্যর্থতা কি বিদেশে শ্রম রপ্তানির সাফল্যের গল্পে ঢাকা পড়েছে?

একজন প্রবাসী শ্রমিক কঠোর পরিশ্রম করে সংসার চালান, সন্তানকে পড়ান, জমি কেনেন, ব্যবসা শুরু করেন। তাঁর অর্জন অস্বীকার করার প্রশ্ন নেই। কিন্তু রাষ্ট্র যখন শুধু পাঠানো টাকার অঙ্ক দেখে, তখন নিয়োগঋণ, দীর্ঘ পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা, মজুরি আটকে যাওয়া, শ্রমিকের আইনি অসহায়ত্ব ও পরিবারের ওপর চাপ অদৃশ্য হয়ে যায়। উন্নয়নের খাতায় জমার হিসাব আছে, ব্যয়ের হিসাব নেই।

অর্থের সঙ্গে বদলায় ক্ষমতা। আগে জমি, বংশপরিচয়, শিক্ষা বা স্থানীয় রাজনীতির মাধ্যমে যে সামাজিক প্রভাব গড়ে উঠত, বিদেশে উপার্জিত অর্থ সেখানে নতুন শক্তি যুক্ত করেছে। পিয়ের বুর্দিয়ুর ভাষায়, অর্থনৈতিক পুঁজি সামাজিক ও প্রতীকী পুঁজিতে রূপ নিতে পারে। প্রবাসীর টাকায় জমি, বাড়ি, মাদ্রাসা, মসজিদ কিংবা রাজনৈতিক অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা সামাজিক মর্যাদার উৎস হয়ে ওঠে। প্রশ্ন হলো, সেই মর্যাদা কি অন্যের জীবন নিয়ন্ত্রণের অধিকারও এনে দেয়?

পেগি লেভিটের 'ঝড়পরধষ ৎবসরঃঃধহপবং' ধারণা বুঝতে সাহায্য করে, অভিবাসীরা শুধু অর্থ নয়, ধারণা, বিশ্বাস, আচরণ ও সামাজিক মর্যাদার প্রতীকও বহন করেন। নাজলি কিবরিয়া ও সুলতান মোহাম্মদ জাকারিয়ার গবেষণায় সৌদি শ্রম অভিবাসন বাংলাদেশের ধর্মীয় অনুশীলন ও পরিচয়ের পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ, প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ মাধ্যম। অর্থাৎ শ্রমবাজারের সম্পর্ক একই সঙ্গে মতাদর্শের চলাচলের সম্পর্ক। রাষ্ট্র এই প্রবাহের অর্থনৈতিক মূল্য হিসাব করেছে, সাংস্কৃতিক প্রভাব নিয়ে গভীর গণ-আলোচনা তৈরি করেনি।

বাংলার ইসলামি সংস্কৃতি ভাষা, লোকসংগীত, সুফি ঐতিহ্য, আঞ্চলিক উৎসব ও ধর্মীয় বিতর্কের দীর্ঘ সহাবস্থানে গড়ে উঠেছে। সৌদিকেন্দ্রিক কিছু কঠোর ধর্মীয় ব্যাখ্যা, আন্তর্জাতিক অর্থায়ন, স্থানীয় ধর্মীয় রাজনীতি এবং দেশীয় পিতৃতন্ত্রের মেলবন্ধনে গান, উৎসব, পোশাক ও নারী-পুরুষের মেলামেশা নিয়ে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ভাষা শক্তিশালী হয়েছে। কোন গান হারাম, কোন উৎসব নিষিদ্ধ, কোন নারী যথেষ্ট *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*



যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে দুই বাংলাদেশির জয়ে সাফল্যের নতুন অধ্যায়

নজরুল মিন্টো : নভেম্বর অনুষ্ঠিত যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে আবারও জয় পেয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত দুই ডেমোক্র্যাট নেতা শেখ রহমান ও মাসুদুর রহমান। জর্জিয়ার পঞ্চম স্টেট সিনেট ডিস্ট্রিক্ট থেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন শেখ রহমান। অন্যদিকে কানেকটিকাটের চতুর্থ স্টেট সিনেট ডিস্ট্রিক্টে রিপাবলিকান প্রার্থী জেন জেনিংসকে পরাজিত করে নিজের আসন ধরে রেখেছেন মাসুদুর রহমান। শেখ রহমান এবার পঞ্চম এবং মাসুদুর রহমান তৃতীয় মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হলেন। দুজনই নিজ নিজ স্টেটের আইনসভার উচ্চকক্ষের সদস্য।

আমেরিকার দুই স্টেটের আইনসভায় পৌঁছানো এই দুই বাংলাদেশির জীবনের শুরুটা অবশ্য এমন ছিল না। একজন পড়াশোনার খরচ চালিয়েছেন রেস্তোরাঁয় থালাবাসন ধুয়ে। অন্যজন নতুন দেশে টিকে থাকতে কাজ করেছেন রেস্তোরাঁ, হোটেল ও গ্রোসারি দোকানে। সেই অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন, স্থানীয় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং একসময় তাঁদের প্রতিনিধি হয়ে আইনসভায় প্রবেশ করেছেন। দুজনের জীবনের অভিজ্ঞতা আলাদা হলেও তাঁদের পথচলার মধ্যে রয়েছে অভিবাসী জীবনের পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের পরিচিত যোগসূত্র।

শেখ রহমানের শিকড় বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জের বাজিতপুরের সরারচরে। ১৯৮১ সালে উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে আমেরিকায় যান তিনি। ভর্তি হন নর্থ ক্যারোলাইনার সেন্ট্রাল পিডমন্ট কমিউনিটি কলেজে। পড়াশোনার পাশাপাশি শিক্ষাব্যয় চালাতে ঘণ্টায় ৩ ডলার ৩৫ সেন্ট মজুরিতে থালাবাসন ধোয়ার কাজ করেছেন। পরে জর্জিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি ও গ্লোবাল স্টাডিজে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৯৫ সালে পান আমেরিকার নাগরিকত্ব।

কর্মজীবনে রেস্তোরাঁ খাতের বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে বড় প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে পৌঁছান শেখ রহমান। পিৎজা হাট, ডমিনোজ ও ক্রোগারের মতো প্রতিষ্ঠানে কাজ করার পর জর্জিয়ায় খুচরা ব্যবসা ও আবাসন খাতে যুক্ত হন। কাজ ও পড়াশোনার পাশাপাশি ছাত্রজীবন থেকেই রাজনীতির প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়েছিল তাঁর। এক বন্ধুর আহ্বানে নর্থ ক্যারোলাইনার গভর্নর নির্বাচনের প্রচারে অংশ নেওয়ার মধ্য দিয়ে সেই যাত্রা শুরু। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় ছাত্র সিনেটর হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

পরবর্তী সময়ে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সাংগঠনিক কাজে সক্রিয় হন তিনি। ২০১৮ সালে প্রথমবার জর্জিয়ার স্টেট সিনেটে নির্বাচিত হয়ে পরের বছরের জানুয়ারিতে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর নির্বাচনী এলাকা গুইনেট কাউন্টির একাংশ নিয়ে গঠিত। জর্জিয়ার সিনেটের প্রকাশিত জীবনী অনুযায়ী, তিনিই এই উচ্চকক্ষের প্রথম অভিবাসী ও প্রথম এশীয় আমেরিকান সদস্য। একই সঙ্গে স্টেটের আইনসভায় নির্বাচিত প্রথম মুসলিমও তিনি।

এবার সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকলেও দলীয় মনোনয়ন পেতে শেখ রহমানকে প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। গত ১৯ মে ডেমোক্র্যাটিক প্রাথমিক নির্বাচনে তিনি রবিন ম্যাককয়কে পরাজিত করেন। শেখ রহমান পান ৬ হাজার ১৮৮ ভোট এবং ম্যাককয় পান ৫ হাজার ১৬৬ ভোট। সেই প্রতিযোগিতা পেরিয়ে নভেম্বরের নির্বাচনে পঞ্চম মেয়াদের জন্য আসন ধরে রাখলেন তিনি।

আইনসভায় বাজেট বরাদ্দ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পর্যটন, সরকারি কাজের তদারকি, প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ এবং নগরসংক্রান্ত কমিটিতে দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। নাগরিক অধিকার ও দক্ষিণ এশীয় আমেরিকান শ্রমজীবীদের বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গেও যুক্ত আছেন। স্ত্রী ও দুই সন্তান নিয়ে তাঁর বসবাস জর্জিয়ার লরেন্সভিলে।

অন্যদিকে মাসুদুর রহমানের বাড়ি বাংলাদেশের চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে। আমেরিকায় গিয়ে শুরুতে তাঁকেও স্বল্প মজুরির বিভিন্ন কাজ করতে হয়েছে। রেস্তোরাঁ, গ্রোসারি দোকান ও হোটেলে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে ধীরে ধীরে নিজের ব্যবসা গড়ে তোলেন। পরে স্বাস্থ্যসেবা, নির্মাণ ও আবাসন খাতে ব্যবসা বিস্তৃত করেন। ব্যবসা ও হিসাববিজ্ঞানে ডিগ্রিধারী মাসুদুর রহমানের জীবনীতে তাঁর মায়ের কাছ থেকে পাওয়া একটি শিক্ষার উল্লেখ রয়েছে। কতবার পড়ে যেতে হলো, তার চেয়ে বড় বিষয় কতবার আবার উঠে দাঁড়ানো গেল।

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পাশাপাশি স্থানীয় মানুষের প্রয়োজনে এগিয়ে আসেন তিনি। করোনার কঠিন সময়ে সুরক্ষাসামগ্রী ও খাদ্যসহায়তা বিতরণের কাজে যুক্ত ছিলেন। ২০২১ সালে ম্যানচেস্টারে প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশ ভবন কমিউনিটি সেন্টার। অভিবাসীদের ইংরেজি শেখা, নাগরিকত্ব পরীক্ষার প্রস্তুতি এবং বাড়িভাড়ার সহায়তা সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়ার মতো কার্যক্রম পরিচালিত হয় সেখানে। করোনার সময় কেন্দ্রটি টিকাদানের স্থান হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছে। খাদ্যসংকটে থাকা পরিবারগুলোর কাছে খাবার পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগও রয়েছে প্রতিষ্ঠানটির।

স্থানীয় সমাজসেবার অভিজ্ঞতা নিয়ে মাসুদুর রহমান প্রথমবার কানেকটিকাটের স্টেট সিনেটে নির্বাচিত হন ২০২২ সালে। ২০২৩ সালের *বাকি অংশ ৩১ পৃষ্ঠায়*



নোয়াখালীর সাদ্দাম এখন ভার্জিনিয়ার স্টেট সিনেটর

নজরুল মিন্টো : যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া স্টেটের একজন স্টেট সিনেটর। একসময় আমেরিকায় নতুন জীবন গড়তে এসে তাঁর পরিবারকে সরকারি সহায়তায় মাথা গোঁজার ঠাঁই খুঁজে নিতে হয়েছিল। দুই দশকের কিছু বেশি সময় পর সেই পরিবারের সন্তানই আজ সাধারণ মানুষের আবাসন, চিকিৎসা, শিক্ষা ও নিরাপত্তার বিষয়ে আইন প্রণয়ন করছেন। তাঁর নাম সাদ্দাম আজলান সালিম।

সাদ্দামের জন্ম ১৯৯০ সালের ১ জানুয়ারি বাংলাদেশের নোয়াখালী জেলায়। নব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে খরা ও বন্যার কারণে তাঁর পরিবার বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে বাবা শেষ পর্যন্ত দেশ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন। ২০০০ সালে মাত্র দশ বছর বয়সে বাবা-মা ও ভাইবোনদের সঙ্গে সাদ্দাম পাড়ি জমান যুক্তরাষ্ট্রে। তাঁদের নতুন ঠিকানা হয় ওয়াশিংটন ডিসি ও ভার্জিনিয়ার আশপাশের এলাকা।

আমেরিকায় পৌঁছানোর পর ওয়াশিংটন ডিসিতে একটি ভাড়া বাসায় নতুন জীবন শুরু করেছিলেন তাঁরা। পরে ফেয়ারফ্যাক্স কাউন্টির স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য নির্ধারিত আবাসন কর্মসূচির সহায়তা পান তাঁরা। তত দিনে বাবা-মা দুজনই ন্যূনতম মজুরির চাকরি শুরু করেছিলেন।

সাদ্দামের বাবা প্রথমে একটি রেস্তোরাঁয় কাজ নেন। ফলস চার্চের ওয়েস্ট ব্রড স্ট্রিটে অবস্থিত পরিচিত ভারতীয় রেস্তোরাঁ হান্ডিতে তিনি বিশ বছরের বেশি সময় কাজ করেছেন। একটি অভিবাসী পরিবারের সন্তানের কাছে বাবার এই *বাকি অংশ ৩১ পৃষ্ঠায়*



যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে নিউ হ্যাম্পশায়ার বাংলাদেশি-আমেরিকান রিপাবলিকান আবুল বাশার খানের জয়যাত্রা

নজরুল মিন্টো : যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে কানাডার সীমান্তঘেঁষা স্টেট নিউ হ্যাম্পশায়ার। পাহাড়, হ্রদ ও বিস্তীর্ণ বনভূমির এই স্টেট 'গ্রানাইট স্টেট' নামে পরিচিত। রাজধানী কনকর্ড। আয়তনে ছোট হলেও প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রার্থী বাছাইয়ের প্রাথমিক ভোট ঘিরে স্টেটটি বারবার আমেরিকার রাজনীতির আলোচনায় আসে। সেই নিউ হ্যাম্পশায়ারের আইনসভায় সপ্তমবারের মতো নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত রিপাবলিকান নেতা আবুল বাশার খান।

৩ নভেম্বর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে রকিংহাম কাউন্টির ডিস্ট্রিক্ট-৩০ থেকে জয় পেয়েছেন তিনি। সিব্রুকের এই নির্বাচনী এলাকা থেকে দুজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। স্থানীয় নির্বাচনী তথ্যসংস্থা সিটিজেনস কাউন্টের প্রকাশিত ফল অনুযায়ী, তিন প্রার্থীর মধ্যে সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছেন আবুল বাশার খান। দ্বিতীয় আসনে জয়ী হয়েছেন একই দলের জেসন এ. জানব্রিন। পরাজিত হয়েছেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী ডায়ানা ল্যাব্রেক চ্যাপম্যান।

আবুল বাশার খান প্রথমবার স্টেটের প্রতিনিধি পরিষদে নির্বাচিত হন ২০১২ সালে। এরপর ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২২ ও ২০২৪ সালের নির্বাচনে জয় পান। এবারের জয়ে তাঁর নির্বাচিত হওয়ার সংখ্যা দাঁড়াল সাত। নিউ হ্যাম্পশায়ার আইনসভার সরকারি পরিচিতিতেও বিদায়ী মেয়াদে তাঁকে ষষ্ঠবারের প্রতিনিধি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলাদেশে তাঁর বাড়ি পিরোজপুরের ভান্ডারিয়া পৌর শহরে। বাবা প্রয়াত মাহাবুব উদ্দিন খান কাঞ্চন ছিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অবসরপ্রাপ্ত *বাকি অংশ ২৫ পৃষ্ঠায়*



প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলন জোরদার ও “ঐক্যবদ্ধ উদীচী” গড়ার আহ্বানে নিউইয়র্কে ৫৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

পরিচয় ডেস্ক: বিপর্যস্ত মানবতা, সংকটাপন্ন স্বাধীনতা-প্রতিবাদে কণ্ঠ মেলাই, প্রতিরোধে ঐক্য গড়ি- এই প্রতিবাদী স্লোগানকে ধারণ করে সাম্য, মানবিকতা, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, অসাম্প্রদায়িকতা ও মেহনতি মানুষের মুক্তির প্রত্যয়ে নিউইয়র্কে উদযাপিত হয়েছে বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী যুক্তরাষ্ট্র সংসদের ৫৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে আরও বেগবান, ঐক্যবদ্ধ ও গণমুখী করার দৃঢ় আহ্বানে মুখরিত হয়ে ওঠে এ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠান।

গান, কবিতা, আবৃত্তি, নাটক, শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা ও বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে প্রবাসে বাংলা সংস্কৃতি, মুক্তবুদ্ধি ও গণমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার চেতনাকে নতুন করে উজ্জীবিত করেন শিল্পী, সংস্কৃতিকর্মী ও অতিথিরা।









গত ৩১ অক্টোবর শনিবার, বিকেল ৫টায় নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের জুইশ সেন্টারে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এবং যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী যুক্তরাষ্ট্র সংসদের সভাপতি ক্ল্যারা রোজারিওর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক কল্লোল দাশ ও সহ-সাধারণ সম্পাদক লিলি মজুমদারের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এ আয়োজন প্রবাসী বাঙালিদের এক প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক মিলনমেলায় পরিণত হয়।

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন সাপ্তাহিক ঠিকানার সাবেক প্রধান সম্পাদক মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, সাপ্তাহিক বাঙালীর সম্পাদক কৌশিক আহম্মদ, সাবেক ছাত্রনেতা জুলফিকার হোসেন বকুল এবং প্রগ্রেসিভ ফোরাম যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি হাফিজুল হক।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা ও স্বাগত বক্তব্য রাখেন উদীচী যুক্তরাষ্ট্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক কল্লোল দাশ, প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক বাবুল আচার্য, জ্যামাইকা উদীচী শাখার সভাপতি আশীষ রায়, ব্রঙ্কস শাখার সহ-সভাপতি শেলি শামস এবং প্রগ্রেসিভ ফোরাম যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক সভাপতি খোরশেদুল ইসলাম। শোক প্রস্তাব পাঠ করেন প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন কমিটির সদস্য জাকির হোসেন বাচ্চু।

সভাপতির বক্তব্যে ক্ল্যারা রোজারিও উদীচীর ৫৮ বছরের সংগ্রামী সাংস্কৃতিক অভিযাত্রার তাৎপর্য তুলে ধরে বলেন, উদীচীর দীর্ঘ পথচলা কেবল একটি সাংস্কৃতিক সংগঠনের ইতিহাস নয়, বরং অন্যায়, শোষণ, বৈষম্য, সাম্প্রদায়িকতা ও অন্ধকারের বিরুদ্ধে সংস্কৃতির শক্তিতে দাঁড়িয়ে থাকার এক গৌরবময় ইতিহাস। *বাকি অংশ ৩১ পৃষ্ঠায়*



জানুয়ারীতে জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির ২৫ বছর পূর্তির অনুষ্ঠান, ভবন ক্রয়ের সিদ্ধান্ত

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্ক সিটির জ্যামাইকা এলাকায় বসবাসরত বাংলাদেশিদের অন্যতম সামাজিক সংগঠন “জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির” উপদেষ্টা পরিষদও কার্যকরী পরিষদের যৌথ সভায় ২০২৭ এর জানুয়ারীতে সংগঠনের ২৫ বছর পূর্তির অনুষ্ঠান আয়োজন এবং আগামী দুই বছরের মধ্যে ভবন ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এছাড়াও সভায় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ‘ব্যাক টু স্কুল ওবার্বিকিউ পার্টি’ অনুষ্ঠান সফর হওয়ায় সংশ্লিস্ট সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ সহ আয়-ব্যয় এর হিসাব অনুমোদন করা হয়। গত বৃহস্পতিবার (৫ নভেম্বর) সন্ধ্যায় পার্সন বুলেভার্ডের হালাল ডাইনার রেষ্টুরেন্টে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও বর্তমান সভাপতি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায়সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা এবিএম ওসমান গণি সহ অন্যান্য উপদেষ্টা এবং কার্যকরী পরিষদের অধিকাংশ সদস্য কর্মকর্তা ছিলেন। সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক এনায়েত মুন্সি।









সভার শুরুতে সংগঠনের কার্যকরী পরিষদ সদস্য ও সাবেক যুগ্ম সম্পাদক রিজু মোহাম্মদের পিতা আব্দুল খালেক লালুর ইন্তেকালে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করা হয়। এরপর মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায়এবং সংগঠনের সিনিয়র সহ সভাপতি এএফ মিসবাহউজ্জামানের সুস্থ্যতা কামনায় বিশেষ দোয়া মুনাজাত পরিচালনা করেন সংগঠনের উপদেষ্টা শাহাব উদ্দিন সাগর।

এরপর সভায় সাধারণ সম্পাদক এনায়েত মুন্সি সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ‘ব্যাক টু স্কুল ও বার্বিকিউ পার্টি’ অনুষ্ঠানেরআয়-ব্যয় হিসাব তুলে ধরলে তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। পরবর্তীতে উপস্থিত উপদষ্টা ও কর্মকর্তারা খোলামেলা আলোচনায় অংশ নেন এবং ভেন্যু পাওয়া সাপেক্ষে আগামী জানুয়ারী মাসে ফ্রেন্ডস সোসাইটির ২৫ বছর পূর্তির অনুষ্ঠান আয়োজনে ঐক্যমত পোষন করেন। ২৫ বছর পূর্তির অনুষ্ঠানটি হবে ‘ইনডোর গালা নাইট’ প্রোগ্রাম। পাশাপাশি সংগঠনের জন্য একটি ভবন ক্রয়ের ব্যাপারে উপস্থিত সকলেই ঐক্যমত পোষন করেন। এছাড়াও সভায় আসছে‘থ্যাক্সস গিভিং ডে’-তে ফ্রেন্ডস সোসাইটির পক্ষ থেকে খাবার বিতরণ কর্মসূচীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সভায় ফ্রেন্ডস সোসাইটির অন্যান্য উপদেষ্টাদের মধ্যে অধ্যাপিকা হুসনে আরা, এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, প্রফেসর শাহাদত হাসান ও প্রফেসর মোহাম্মদ আব্দুল বাছির এবং প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক বিলাল চৌধুরী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জে মোল্লা সানি, সহ সভাপতি মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম সহ কার্যকরী পরিষদের কর্মকর্তাদের মধ্যে পাসের মালিক, নওশাদ হায়দার, সাইদুল ইসলাম রিয়াদ, আলম সরকার, মহিন উদ্দিন পাটোয়ারী, ইকবাল আহমেদ, শরিফ হোসাইন, সাইফ আলম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সবশেষে নৈশভোজের পর সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এনায়েত মুন্সির জন্মদিন উপলক্ষে কেক কাটার মধ্য দিয়ে সভার সমাপ্তি ঘটে। খবর ও ছবি ইউএনএ'র।

বাংলাদেশে পোশাক খাতে অস্থিরতা : ১০০ ব্যক্তির ব্যাংক হিসাব জব্দের নির্দেশ

অনীহা জানিয়ে বলেন, কয়েকটি সরকারি সংস্থার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ব্যাংক হিসাব শনাক্ত ও জব্দ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে বিপুলসংখ্যক প্রতিষ্ঠানের লেনদেনের বিবরণ চাওয়া হয়েছে।

কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘‘এসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে পোশাক খাতে অস্থিরতা সৃষ্টির মতো কর্মকাণ্ডে অর্থায়নের অভিযোগ রয়েছে। এসব অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতেই আর্থিক লেনদেন খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’’ এসব ব্যক্তির কেউ কেউ বর্তমানে কারাগারে রয়েছেন, আবার কেউ কেউ পলাতক। তবে তাদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের বিষয়ে এনবিআরের তদন্ত শেষ হয়নি। এই তালিকা আরো দীর্ঘ হতে পারে বলে জানান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। এটিকে চলমান প্রক্রিয়া বলছেন তারা। কবে নাগাদ তদন্ত শেষ হবে, সেই বিষয়ে নির্দিষ্ট করে কিছু বলতে পারেননি তারা।



বর্ণাঢ্য আয়োজনে নিউ ইয়র্কে ঢাবি এলামনাই এসোসিয়েশনের বার্ষিক নৈশভোজ ও পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: পারস্পারিক সৌহাদ্য-সম্প্রীতি বৃদ্ধি আর সংগঠনকে আরো শক্তিশালী করার লক্ষ্য নিয়ে বর্ণাঢ্য আয়োজনে নিউ ইয়র্ক সিটির উডসাইডের গুলশান ট্যারেসে গত ৩১ অক্টোবর শনিবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হলো প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত নিউ ইয়র্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের পুনর্মিলনী ও বার্ষিক নৈশভোজ ২০২৬। নিউ ইয়র্কে বসবাসরত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুল সংখ্যক এলামনাইয়ের উপস্থিতির পাশাপাশি কুশল বিনিময়, আড্ডা, আলোচনা, স্মৃতিচারণ আর কর্মকান্ডে অনুষ্ঠানটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একখন্ড ক্যাম্পসে পরিণত হয়। সেই সাথে কমিউনিটির বিশিষ্টব্যক্তিবর্গ আর এলামনাইদের পরিবারের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি আরো প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। উল্লেখ্য, নিউইয়র্কে বসবাসরত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী সাবেক শিক্ষার্থীরা ১৯৯৪ সালে সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশের বাহিরে বসবাসকারী প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মধ্যে যোগাযোগ, ঐক্য, সম্প্রতি আর পারস্পারিক সহযোগিতা বাড়ানো-ই সংগঠনটির অন্যতম লক্ষ্য।







অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন এসোসিয়েশনের প্রথম নির্বাচিত সভাপতি ডা. চৌধুরী সারোয়ারুল হাসান। ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠানের শুরুতে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সরকারের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা করেন সংগঠনের বর্তমান সভাপতি এম এস আলম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বার্ষিক নৈশভোজ অনুষ্ঠান আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক বেলাল মাহমুদ।

অনুষ্ঠানে আলোচনা আর স্মৃতিচাণের পাশাপাশি ছিলো মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আরো ছিলো উপস্থিত সকল এলামনাইর পরিচিতি পর্ব। আলোচনায় অংশ নেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ হোসেন খান ও সাঈদা আক্তার লিলি, মোর্শেদ আলম, সাঈদ-উর রব, রীনা সাহা, আয়োজক কমিটির সদস্য সচিব ইকবার মোর্শেদ, প্রধান সমন্বয়কারী আজহার আলী খান প্রমুখ।

অন্ঠানে বক্তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের নানা স্মৃতিচারণ করে বলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের গর্বের আর অহংকারের বিশ্ববিদ্যালয়। যার আলোয় আমরা আলোকিত। দেশ-বিদেশে স্ব স্ব অবস্থানে নিজস্ব স্বকীয়তায় প্রতিষ্ঠিত। বক্তারা বাংলাদেশের শেকড় ও ঐতিহ্যের সাথে নতুন প্রজন্মকে যুক্ত রাখার ওপর গুরুতারোপ করেন।

অনুষ্ঠানের মাঝে এসোসিয়েশনের কার্যকরী পরিষদের কর্মকর্তাদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। এছাড়াও সংগঠনেরসাবেক সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলমের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ এবং সব সময় তাঁর পরিবারের পাশে থাকারঅঙ্গীকারও করা হয়।





অনুষ্ঠানে এসোসিয়েশনের সদসরা সঙ্গীত, কবিতা, রম্য পরিবেশনা আর নৃত্যে অংশ নেন। কবিতা আবৃত্তি করেনআজিজুল হক মুন্না, মোস্তফা, প্রীতি ও ফারুক। প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী ক্লোজআপ ওয়ান তারকা নীলিমা শশী ও রাজীব হাসান অতিথি শিল্পী হিসেবে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এছাড়াও সঙ্গীত পরিবেশনায় আরো অংশ নেন ফাহমিন, ফাতেমা, চিত্রা, সানজিদা, সানু, সুশীল, কাজী প্রমুখ।

প্রজন্ম পরিবেশনা পর্বে নৃত্য ও গান পরিবেশন করে লিয়ানা ও ইরিন। সাংস্কৃতিক পর্ব পরিচালনা করেন নূপুর চৌধুরী, গোলাম মোস্তফা, ফাতেমা খান ও রুহুল আমীন সরকার।

অনুষ্ঠানে অতিথিদের মধ্যে পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, টাইম টিভির সিইও ও বাংলা পত্রিকার সম্পাদক আবু তাহের, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ খান, সাপ্তাহিক জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার, সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, সাপ্তাহিক প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার নির্বাহী সম্পাদক মনজুরুর হক, নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সাবেক সভাপতি আজমল হোসেন কুনু, প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবু নাসের ও সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার এডভোকেট জামাল আহমেদ জনি, নির্বাচন কমিশনের বর্তমান সদস্য মিয়া মোহাম্মদ দুলাল, সাবেক কোষাধ্যক্ষ নিশান রহিম, সাবেক সহ সাধারণ সম্পাদক বাবুল চৌধুরী, ভাসানী ফাউন্ডেশনের সভাপতি আলী ইমাম শিকদার, নিউইয়র্ক-বাংলাদেশ লায়ন্স ক্লাবের সাবেক সভাপতি আহসান হাবিব, রিয়েলটর রীনা সাহা ও মোর্শেদা জামান, অসীম সাহা, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট শিতাংশু গুহ, ড. ইমরান আনসারী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি স্বপন বড়ুয়া ও মোল্লা মনিরুজ্জামান, সহ সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, আব্দুল মতিন, হানিফ মজুমদার গাজী শামসউদ্দীন, লিয়াকত আলী, ইশতিয়াক ফিরোজ, সুশীল সিনহা, ইউসুফ আলী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানটি সফল করতে গঠিত আয়োজক কমিটির অন্যান্য কর্মকর্তা ছিলেন- উপদেষ্টা মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম ওএকে আজাদ তালুকদার, সমন্বয়কারী ইউসুফ আলী ও সাইফুল ইসলাম ভূইয়া। নৈশভোজের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। খবর ও ছবি ইউএনএ'র।

টেক্সাসে ব্যাপক জনরোষের পর হিউস্টনের মেয়র

১০ পৃষ্ঠার পর

দীর্ঘকালীন প্রেসিডেন্ট সিসিল রিচার্ডসের মা); তিনি ১৯৯০ সালে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

মেয়র হুইটমায়ার সরাসরি কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি, তবে 'নিউ ইয়র্ক টাইমস'-কে জানিয়েছেন যে, এই সিদ্ধান্তের পেছনে একটি কারণ হলো-গভর্নর অ্যাবটের আদেশ অনুযায়ী ডিএইচএস (উঐঝ)-এর সাথে যোগাযোগ রাখার বাধ্যবাধকতা হিউস্টনবাসীর মধ্যে 'উদ্বেগ' সৃষ্টি করেছিল।

৬ নভেম্বর শুক্রবার বিকেলে দেওয়া এক বিবৃতিতে হুইটমায়ার বলেন, "আমি একটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছি, যার মাধ্যমে হিউস্টন পুলিশ বিভাগকে (ঐচউ) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, অহিংস অপরাধের ক্ষেত্রে যেন আর আইসিই-এর সাথে যোগাযোগ না করা হয়। এটি আমাদের কমিউনিটিতে ভীতি কমাতে সাহায্য করবে। চিফ ডিয়াজ এবং আমাদের স্টেট ও স্থানীয় নেতাদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ। এটি একটি শক্তিশালী হিউস্টন গড়ার পথে একটি পদক্ষেপ। আসুন, আমরা কাজে লেগে পড়ি।"

হিউস্টনের ফক্স (ঋঙঢ) অ্যাফিলিয়েট চ্যানেলের তথ্য অনুযায়ী, এর আগে মার্চ মাসে মেয়র হুইটমায়ার এবং পুলিশ চিফ নো ডিয়াজ একটি নীতি প্রণয়ন করেছিলেন, যেখানে বলা ছিল-যদি ব্যাকগ্রাউন্ড চেক বা তথ্য যাচাইয়ের সময় অভিবাসন-সংক্রান্ত কোনো ওয়ারেন্ট পাওয়া যায়, তবে আইসিই-এর সম্পৃক্ততা তদারকি করার জন্য একজন সার্জেন্টকে ডাকা হবে। নীতিমালায় আরও বলা হয়েছিল যে, যদি ওঈউ আধা ঘণ্টার মধ্যে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছাতে না পারে, তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

পরবর্তীতে এপ্রিল মাসে হিউস্টন সিটি কাউন্সিল একটি অধ্যাদেশ অনুমোদন করে, যা ওঈউ এজেন্টদের জন্য অপেক্ষা করার সময় কর্মকর্তারা কতক্ষণ ব্যক্তিদের আটক রাখতে পারবেন তা সীমিত করে। কিন্তু অ্যাবট ১০০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি রাষ্ট্রীয় তহবিল আটকে রাখার হুমকি দেওয়ার পর এবং তৎকালীন অ্যাটর্নি জেনারেল কেন প্যাক্সটন শহরের অভিবাসন নীতি নিয়ে তদন্ত শুরু করার পর হুইটমায়ার এই সংশোধনের পক্ষে সমর্থন দেন।

সংশোধিত নীতিমালাটি বেসামরিক অভিবাসন পরোয়ানা সংক্রান্ত ঘটনায় কর্মকর্তাদের ওঈউ-এর সাথে যোগাযোগ করার এবং ফেডারেল এজেন্টদের জন্য অপেক্ষা করার ক্ষেত্রে আরও বেশি বিবেচনার সুযোগ ফিরিয়ে দেয়।

হুইটমায়ারের সর্বশেষ ঘোষণা অনুযায়ী, এই ধরনের বিজ্ঞপ্তি শুধুমাত্র কারাদণ্ডযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে, যা সিটির আইনপ্রণেতাদের প্রাথমিকভাবে চাওয়া বিধিনিষেধের দিকেই প্রত্যাবর্তনকে নির্দেশ করে।

KT KHAN'S TUTORIAL
30 YEARS OF EXCELLENCE

SHSAT Summer Add-Ons

Boost SHSAT Acceptance Chances

Year Round · 2 Days/Week

Workshop
Friday or Sunday

- Diag/CAT exam retakes (E-H)
- Advanced ELA & Math
- Top test taking strategies
- Highest admissions rate

May to October 2026

Pay-Per Class Price: $2,900
Sale Price: $1,450
ONE-TIME PRICE: $1,250 ★

2026 Summer · 4 Days/Week

Bootcamp
Tuesday to Thursday

- Diag exam retakes (A-D)
- Intensive summer weekdays
- Best for Class B students to boost Diag scores

Tues June 30 to
Thurs August 20, 2026

Pay-Per Class Price: $2,880
Sale Price: $1,516
ONE-TIME PRICE: $1,400 ★

Enroll in Both (5 Days/Week) and Get 20% OFF!

5,005+

Students placed in
Specialized High Schools.

Call (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com



মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ফিলাডেলফিয়ায় অস্ত্রবাহী জাহাজ অবরোধের ইতিহাস স্মরণ

পরিচয় ডেস্ক :'ব্লকেড '৭১' প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী ও স্মরণানুষ্ঠান; মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আমেরিকান নাগরিকদের সাহসী ভূমিকা তুলে ধরলেন সংশ্লিষ্টরা।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়ায় অস্ত্রবাহী জাহাজ অবরোধ করে সাহসী প্রতিবাদ গড়ে তুলেছিলেন স্থানীয় কোয়েকার সম্প্রদায়ের কর্মী, শ্রমিক ইউনিয়নের নেতাসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। পাকিস্তানি বাহিনীর দমন-পীড়ন ও গণহত্যার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে তাঁরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সংহতি প্রকাশ করেছিলেন। সেই ঐতিহাসিক প্রতিবাদ এবং এর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের অবদান স্মরণে গত শুক্রবার (৬ নভেম্বর) ফিলাডেলফিয়ায় অনুষ্ঠিত হয়েছে বিশেষ প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী ও স্মরণানুষ্ঠান।

'ব্লকেড '৭১' শীর্ষক এ আয়োজনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ফিলাডেলফিয়ার মানুষের ঐতিহাসিক ভূমিকা নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরা হয়। একই সঙ্গে ১৯৭১ সালের সেই প্রতিবাদে অংশগ্রহণকারীদের সাহস, আত্মত্যাগ ও মানবিক অবস্থানের ইতিহাস সংরক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন আলোচকেরা।











ফিলাডেলফিয়ার ১২১৯ ভাইন স্ট্রিটে বিকেল ৪টায় অনুষ্ঠান শুরু হয়। শুরুতে প্রদর্শিত হয় পরিচালক আরিফ ইউসুফ নির্মিত 'ব্লকেড' প্রামাণ্যচিত্র। পাশাপাশি ছিল শিল্পকর্ম তৈরির আয়োজন, খাবার এবং ১৯৭১ সালের ঐতিহাসিক ঘটনা-সংশ্লিষ্ট দলিল ও আলোকচিত্রের প্রদর্শনী। প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনীর পর অনুষ্ঠিত হয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অংশগ্রহণে আলোচনা পর্ব।

আলোচনা অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সানিপ মল্লিক। শুরুতে তিনি ফিলাডেলফিয়া সিটি কাউন্সিলের অ্যাট-লার্জ সদস্য ডা. নিনা আহমাদকে বক্তব্য দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান। বক্তব্যে নিনা আহমাদ প্রামাণ্যচিত্রটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, এ ধরনের ইতিহাস নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিদেশের মাটিতে সাধারণ মানুষের সাহসী ভূমিকা এবং আন্তর্জাতিক সংহতির ঘটনাগুলো নতুন প্রজন্মের জানা ও বোঝার সুযোগ সৃষ্টি করবে এই প্রামাণ্যচিত্র।

এ সময় তিনি প্রফেসর ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদের পরিচয় তুলে ধরেন। প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণের সময় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে তিনি পরিচালককে সহযোগিতা করেছিলেন।

এরপর শ্রীদেবী শ্রীপতির তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয় প্রামাণ্যচিত্রের পরিচালক আরিফ ইউসুফ, ১৯৭১ সালের অবরোধে অংশগ্রহণকারী ফিলিপস টেলরের ছেলে ড্যান টেলর এবং অবরোধের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ড. গেরি'সের অংশগ্রহণে বিশেষ আলোচনা।

আলোচনায় পরিচালক আরিফ ইউসুফ প্রামাণ্যচিত্রটি নির্মাণের পেছনের অভিজ্ঞতা, দীর্ঘ প্রস্তুতি, তথ্য সংগ্রহ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণসহ নির্মাণপ্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তিনি জানান, ১৯৭১ সালের এই গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের অভিজ্ঞতা ও স্মৃতি সংরক্ষণ করাই ছিল প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণের অন্যতম উদ্দেশ্য।

ড্যান টেলর তাঁর মা-বাবার স্মৃতিচারণা করে বলেন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁরা কীভাবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অস্ত্রবাহী জাহাজ অবরোধের আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। তাঁদের সেই সাহসী অবস্থান *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*



নিউ জার্সিতে শ্যামা পূজা ও দীপাবলী উৎসব উদযাপিত

পরিচয় ডেস্ক: আমেরিকার নিউজার্সি ষ্টেটের বিভিন্ন শহরে আট নভেম্বর , রবিবার রাতে প্রাণের আমেজে শ্যামাপূজা ও দীপাবলী উদযাপিত হয়েছে। শ্যামা পূজা উপলক্ষে দেবীর আরাধনা, প্রদীপ প্রজ্জ্বলন, পুষ্পাঞ্জলি, প্রসাদ বিতরণ ও ধর্মীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। ''ঘরে ঘরে ডাক পাঠালো, দীপালিকায় জ্বালাও আলো/ জ্বালাও আলো, আপন আলো, সাজাও আলোয় ধরিত্রিরে''- সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব 'শ্যামা পূজা বা দীপাবলী' উৎসব। অধিবাসের মাধ্যমে শুরু হয় পূজার আনুষ্ঠানিকতা। পুষ্পাঞ্জলি এবং ষোড়শ উপচারে দেবী কালির পূজার মাধ্যমে অশুভ শক্তিকে পরাজিত করে কল্যাণের শক্তি লাভের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্দিরে সমবেত হন





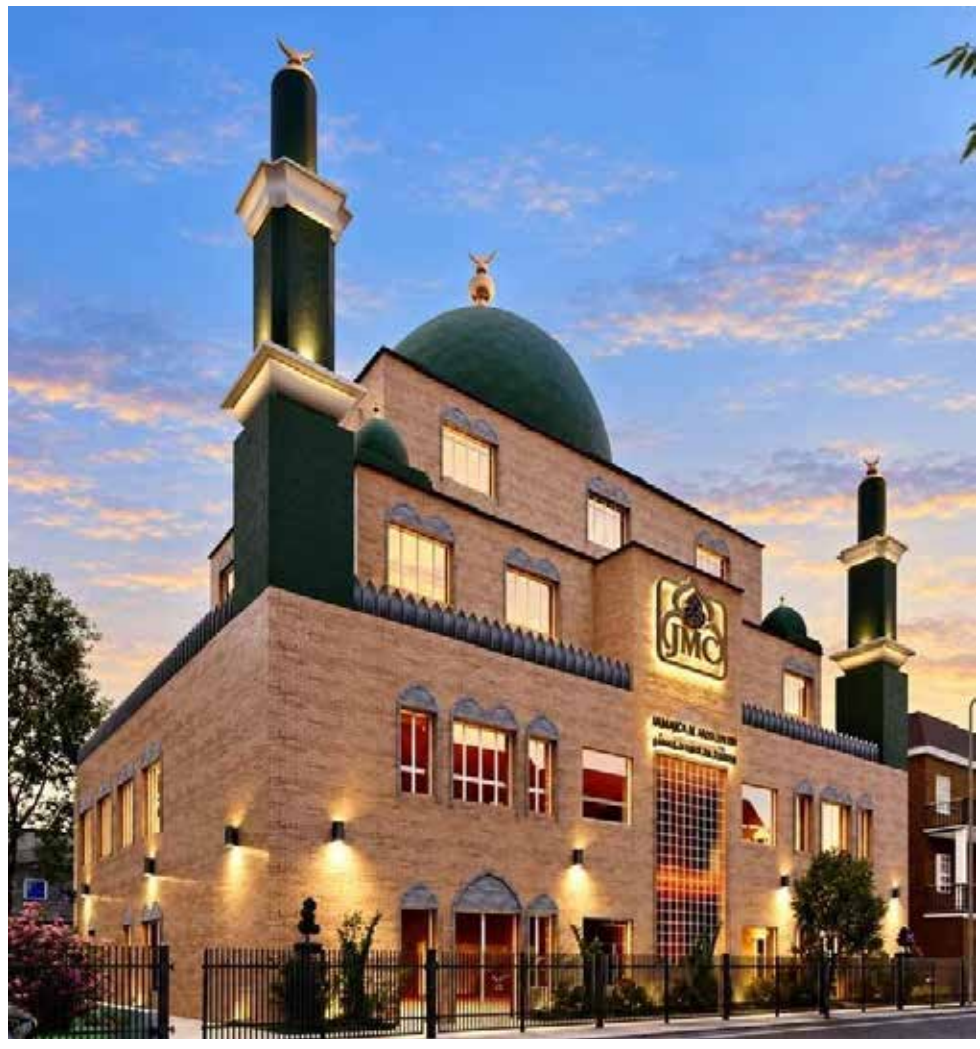
ভক্ত অনুরাগীরা। শক্তি ও শান্তির দেবী শ্যামার আগমন উপলক্ষে নিউ জার্সির সনাতনী হিন্দু সম্প্রদায়ের মনে-প্রাণে উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। শ্যামা পূজা উপলক্ষে প্রবাসী সনাতনী হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা তাদের বাড়িতে বাড়িতে মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জলন করেন। ওইদিন সন্ধ্যা থেকে ঢাক-ঢোল, কাঁসর আর উলুধ্বনিতে মুখরিত ছিল মন্দির প্রাঙ্গণ। শ্যামা পূজার মাধ্যমে দেবীর কৃপা লাভের জন্য, সকল কর্মফল থেকে মুক্তি পেতে এবং জীবনের সকল দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে প্রার্থনা করেন ভক্তরা।

শ্যামা পূজা উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শ্যামা সংগীত, ভজন পরিবেশন করেন আয়োজক সংগঠনের সদস্যরা। ভক্তদের মহাপ্রসাদ আস্বাদনের মাধ্যমে শেষ হয় পূজার কর্মসূচী। আটলান্টিক সিটি থেকে
সুব্রত চৌধুরী প্রেরিত



জ্যামাইকার মসজিদ আল আরাফা'র নতুন কমিটির শপথ গ্রহণ

পরিচয় ডেস্ক : নিউ ইয়র্ক সিটির জ্যামাইকা এলাকার অন্যতম আকর্ষনীয় মসজিদগুলোর মধ্যে অন্যতম মসজিদ আল আরাফা'রনতুন কমিটির কর্মকর্তরা শপথ গ্রহণ করেছেন। গত ১৬ অক্টোবর শুক্রবার সন্ধ্যায় মসজিদে আয়োজিত এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে ৯ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটির সদস্যরা শপথ গ্রহণ করেন। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত কর্মকতাদের শপথ বাক্য পাঠ করান শেখ শোয়েব। এসময় মসজিদের ট্রাষ্টিবোর্ডের সদস্যগণ ছাড়াও নিয়মিত মুসল্লীগনও উপস্থিত ছিলেন। জানা গেছে, ইতিপূর্বেকার মামলার প্রেক্ষিতে আদালতের নির্দেশে নির্বাচন কমিশন গত ১২ আগষ্ট নির্দেশিত হয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নেন। সেই মোতাবেক আলোচনার ভিত্তিতে নতুন কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়। ৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির কর্মকর্তারা হলেন: সভাপতি- খন্দকার তারিকুল ইসলাম, সহ সভাপতি- মুহাম্মদ এ আলম, সাধারণ সম্পাদক- শাহীন আব্দুল্লাহ, যুগ্ম সম্পাদক- শেখ মোহাম্মদ এফ, কোষাধ্যক্ষ- সাদেক ইব্রাহীম, শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক- শাহীন রেজা চৌধুরী এবং কার্যকরী সদস্য যথাক্রমে আজহার এম চৌধুরী, মোহাম্মদ এমরহমান ও জাকারিয়া খান। চার সদস্যের নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা ছিলেন- এম সাইদুর রহমান, মোহাম্মদ এন আহসান, মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন তালুকদার ও মোহাম্মদ আসিফ। শপথ অনুষ্ঠানের পর নবনির্বাচিত সভাপতি খন্দকার তারিকুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক শাহীন আব্দুল্লাহ সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন এবং দায়িত্ব পালনে সবার সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন। খবর ও ছবি: ইউএনএ



এক সপ্তাহের মধ্যে পুনরায় চালুর আশা কর্তৃপক্ষের অগ্নি নিরাপত্তার ঘাটতির কারণে নিউ ইয়র্কের জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার - জেএমসি'র কার্যক্রম বন্ধ

পরিচয় ডেস্ক: অগ্নি নিরাপত্তার ঘাটতির কারণে নিউ ইয়র্কের অন্যতম বৃহৎ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার - জেএমসি'র কার্যক্রম সাময়িক বন্ধ, এক সপ্তাহের মধ্যে পুনরায় চালুর আশা কর্তৃপক্ষের।

বিষয়টি নিয়ে কোন বিভ্রান্তি বা মসুল্লীদের মাঝে বা জনমনে কোন ভুলবুঝাবুঝির অবকাশ নেই হলে জানিয়েছেন জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার - জেএমসি'র সেক্রেটারি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার।

গত ৬ নভেম্বর শুক্রবার জুমার নামাজের আগে এ ব্যবস্থা নেওয়ায় শত শত মুসল্লি জেএমসিতে নামাজ আদায় করতে পারেননি। তবে দ্রুত সম্ভস সম্যার সাধান করে মসজিদের কার্যক্রম পুনরায় চালু হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন জেএমসি কর্তৃপক্ষ।

জানা গেছে, প্রবাসী বাংলাদেশী মুসলিম কমিউনিটির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত তিন তলা জেএমসি ভবনের এখন চার তলার সম্প্রসারণ কাজ চলছে। তিনতলা ফায়ার ডিপার্টমেন্টের তদন্তে জেএমসির সম্প্রসারণাধীন ভবনে অগ্নিনির্বাপণের স্বয়ংক্রিয় স্প্রিংকলার ব্যবস্থা না থাকার বিষয়টি সিটির সংশ্লিস্ট বিভাগের দৃষ্টিগোচর হলে বৃহত্তর স্বার্থে তথা নিরাপত্তার স্বার্থে ফায়ার ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম বন্ধ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

কয়েকটি অভিযোগের ভিত্তিতে নিউইয়র্ক সিটির ফায়ার ডিপার্টমেন্টের স্পেশাল ইন্সপেকশন ইউনিটের ফায়ার প্রটেকশন ইন্সপেক্টর থমাস ফোর্ড একটি টিম জেএমসি পরিদর্শনে আসলে তার নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করার কথা জানান। তারা জানান, জেএমসি'র সম্প্রসারণ কাজ চলাকালীন সময়ে স্প্রিংকলার ব্যবস্থা না থাকায় মুসল্লিদের নিরাপত্তা নিয়ে ঝুঁকি রয়েছে। এটি স্থাপন না হওয়া পর্যন্ত কার্যক্রম বন্ধ রাখতে হবে।

এ বিষয়ে জেএমসি'র সেক্রেটারী মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার ইউএনএ প্রতিনিধি-কে বলেন, জেএমসি'র সম্প্রসারণ কাজ চলাকালীন সময়ে অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা বন্ধ ছিলো। তবে কে বা কারা অভিযোগ করলে ফায়ার ডিপার্টমেন্ট জেএমসি ভবন পরিদর্শন আসলে সংশ্লিস্ট কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তার স্বার্থে জেএমসি'র কার্যক্রম বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন। গত শুক্রবার (৬ নভেম্বর) জুম্মার নামাজের আগ মুহূর্তে এই ঘটনা ঘটনায় মুসল্লীরা জুম্মার নামাজ আদায় করতে পারেননি। কর্তৃপক্ষের মৌখিক নির্দেশে জেএমসি'র কার্যক্রম আপাতত: বন্ধ রয়েছে। তিনি জানান, নিরাপত্তার কথা গুরুত্ব দিয়ে স্প্রিংকলার স্থাপনের কাজ চলছে। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে কাজ শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। তিনি জানান, ভবনের নির্মাণকাজ পূর্ণদমে চলছে এবং কর্তৃপক্ষ সতর্কতা অবলম্বন করছে। এখন পর্যন্ত সেখানে কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি বলেও উল্লেখ করেন তিনি। বিষয়টি নিয়ে কোন বিভ্রান্তি বা মসুল্লীদের মাঝে বা জনমনে কোন ভুলবুঝাবুঝির অবকাশ নেই বলেও উল্লেখ করেন দেলোয়ার।

দেলোয়ার শনিবার আরো জানান, অগ্নি নির্বাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় কাজ ২/১ দিনের মধ্যেই শেষ হবে। এবং আগামী সোমবার অথবা মঙ্গলবার সিটির ফায়ার ডিপার্টমেন্টের সাথে বৈঠক করে পরবর্তী ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মুসল্লিরা জুমার নামাজ আদায় করতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করে জেএমসির সেক্রেটারি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার বলেন, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে জেএমসি-তে পুনরায় নামাজ আদায় সহ অন্যান্য কার্যক্রম চালু করা সম্ভব হবে বলে তাঁরা আশাবাদী।

উল্লেখ্য, জেএমসি ভবনের সম্প্রসারণের অবশিষ্ট কাজের জন্য গত ২৪ অক্টোবর আয়োজিত ফান্ড রেইজিং অনুষ্ঠানে প্রায় এক মিলিয়ন ডলারের অনুদান ও প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। চার মিলিয়ন ডলারের এই সম্প্রসারণ প্রকল্পে ভবনটির বাকী কাজ সমাপ্ত করতে আরো এক মিলিয়ন ডলার প্রয়োজন বলে জানা গেছে। খবর ইউএনএ'র।

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে নিউ হ্যাম্পশায়ার বাংলাদেশি

২০ পৃষ্ঠার পর

সহকারী সচিব। মা প্রয়াত শাহানারা বেগম। দুই ভাই ও দুই বোনের মধ্যে আবুল বাশার খান সবার বড়। তাঁর ছোট বোন রোজী খান অস্ট্রেলিয়ায় এবং পরিবারের অন্য সদস্যরা যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করেন। ১৯৮৪ সালে পিরোজপুরের মর্জিয়া হুদা খানকে বিয়ে করেন আবুল বাশার খান। তাঁদের দুই সন্তান। ছেলে আতিক খান এবং মেয়ে নূসরাত জাহান। ঢাকার মুসলিম সরকারি উচ্চবিদ্যালয় থেকে ১৯৭৬ সালে মাধ্যমিক এবং নটর ডেম কলেজ থেকে ১৯৭৮ সালে উচ্চমাধ্যমিক পাস করেন আবুল বাশার খান। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন। সেখানে পড়াশোনার পর ১৯৮১ সালের জানুয়ারিতে শিক্ষার্থী ভিসায় যুক্তরাষ্ট্রে যান। ১৯৮৭ সালে আমেরিকার নাগরিকত্ব পান। যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর প্রথম জীবনের বড় অংশ কেটেছে নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে। প্রায় দুই দশক পর ২০০০ সালে সিব্রুকে চলে যান। সেখানে গ্যাসস্টেশন ও নিত্যপণ্যের দোকানের ব্যবসা করেন। পরে রিয়েল এস্টেট ডেভেলপমেন্ট ব্যবসায় যুক্ত হন। ব্যবসায়ী হিসেবে গড়ে তোলা পরিচয়ের পাশাপাশি স্থানীয় প্রশাসনেও সক্রিয় হয়ে ওঠেন তিনি। ২০০৫ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত সিব্রুকের পরিকল্পনা বোর্ড ও বাজেট কমিটিতে দায়িত্ব পালন করেন আবুল বাশার খান। এরপর ২০০৮ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ছিলেন শহরের বোর্ড অব সিলেক্টমেনের সদস্য। স্থানীয় প্রশাসনের সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে স্টেটের আইনসভায় প্রবেশ করেন তিনি। বিদায়ী মেয়াদে মৎস্য, বন্য প্রাণী ও সামুদ্রিক সম্পদবিষয়ক কমিটিতে দায়িত্ব পালন করেছেন। এবারের জয় তাঁকে আবারও কনকর্ডের আইনসভায় সিব্রুকের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দিল। এদিকে, ৩ নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের দুই কক্ষেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত করেছে ডেমোক্র্যাটরা। ৬ নভেম্বর সকাল পর্যন্ত পাওয়া হিসাবে প্রতিনিধি পরিষদে ডেমোক্র্যাটরা ২৫৩টি এবং রিপাবলিকানরা ১৫৭টি আসনে জয় পেয়েছেন; এখনো ২৫টি আসনের ফল ঘোষণা বাকি। সিনেটে দুই স্বতন্ত্র মিত্রসহ ডেমোক্র্যাটদের আসন দাঁড়িয়েছে ৫৪টি, রিপাবলিকানদের ৪৪টি। আলাস্কা ও মিসিসিপির সিনেট নির্বাচনের ফল এখনও অনিষ্পন্ন। দেশজুড়ে রিপাবলিকানদের এই বিপর্যয়ের মধ্যেও নিউ হ্যাম্পশায়ারের স্টেটে আইনসভায় নিজের আসন ধরে রেখেছেন আবুল বাশার খান।

তথ্যসূত্র: Associated Press (AP), The Guardian

নজরুল মিন্টো টরন্টো থেকে প্রকাশিত দেশেবিদেশে পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন

৮ পৃষ্ঠার পর

তিনি আরও বলেন, জনগণের রায় ও তাদের পছন্দের সরকারকে মেনে নেওয়াই সঠিক সিদ্ধান্ত। তা না হলে যারা এর বিরোধিতা করছেন, তাদের সামনে কঠিন পথ অপেক্ষা করছে। এর আগে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন এবং ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়া নিয়ে অভিযোগ তুলেছিলেন কুরাইশি।

তিনি বলেন, প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) একাই নির্বাচন কমিশন নন। নিয়ম অনুযায়ী, প্রথমে কমিশনের সদস্যদের সর্বসম্মতিতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তা সম্ভব না হলে তিন সদস্যের কমিশনে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কুরাইশির ভাষ্যমতে, প্রধান নির্বাচন কমিশনার এককভাবে পুরো নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিত্ব করেন না। তাই তার একক সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হতে পারে না।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস-এর একটি প্রতিবেদনের প্রসঙ্গ টেনে তিনি এ কথা বলেন। ওই প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার এককভাবে কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এসব সিদ্ধান্তের অন্তত ১৪টি বিষয়ে নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু ও বিবেক যোশি আপত্তি জানিয়েছিলেন। ভোটারদের অধিকার নিয়েও কথা বলেন সাবেক এই প্রধান নির্বাচন কমিশনার। তিনি বলেন, ভোট দেওয়ার অধিকার পেতে কোনো ভোটারকে কারও কাছে অনুরোধ জানাতে হবে-এমনটা হওয়ার কথা নয়। অতীতে ভোটার কার্ড প্রত্যেকের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হতো। ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য কাউকে দেনদরবার করতে হতো না। কুরাইশির অভিযোগ, 'বিশেষ নিবিড় সংশোধন' (এসআইআর) প্রক্রিয়াকে নাগরিকত্ব যাচাইয়ের গোপন পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। তিনি বলেন, 'প্রক্রিয়াটি সহজ বা স্বচ্ছ কোনোটিই ছিল না।

চিটাগাং এসোসিয়েশন অফ নর্থ আমেরিকা ইনকের সাধারণ সভায় বর্তমান কমিটির মেয়াদ আরো এক বছর অথবা আদালতের মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বর্ধিত করার সিদ্ধান্ত অনুমোদিত

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী বংশোদ্ভূতদের অন্যতম বৃহৎ সংগঠন 'চিটাগাং এসোসিয়েশন অফ নর্থ আমেরিকা ইনকের' বার্ষিক সাধারণ সভা গত ১লা নভেম্বর, রবিবার ব্রুকলিনস্থ " চট্টগ্রাম ভবন" এ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিপুল সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতিতে সন্ধ্যা ছয়টায় সাধারণ সভার কার্যক্রম শুরু হয়।

সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ আবু তাহের এই সভায় সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম এর সঞ্চালনায় সভায় শুরুতে পবিত্র কোরান থেকে তেলওয়াত করেন সংগঠনের ক্রীড়া সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ ঈছা। গীতা পাঠ করেন সংগঠনের কার্যকরী কমিটির সদস্য শ্রী পল্লব রায়।

বাংলাদেশ এবং যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত পরিবেশিত হয় যথাক্রমে।

চট্টগ্রাম সমিতির নেতৃবৃন্দসহ যাঁরা বিগত দিনে মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের সকলের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নীরবতা পালন করা হয় এবং সকলের রুহের মাগফেরাত এবং মঙ্গল কামনায় বিশেষ মোনাজাত এবং প্রার্থনা করা করা হয়। মোনাজাত পরিচালনা করেন সংগঠনের অন্যতম বয়য্যেষ্ঠ সদস্য, বর্তমান ট্রাষ্টি বোর্ডের সিনিয়র সদস্য, সাবেক সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক জনাব মুনীর আহমেদ।

প্রথম পর্বটি ছিলো রিপোর্ট পেশ।

সংগঠনের সম্মানিত কোষাধক্ষ জনাব শফিকুল আলম বিগত দিনের আয় এবং ব্যায়ের বিশদ বিবরণ পেশ করেন। রিপোর্ট পেশের পর উত্থাপিত হিসেব বিবরনী সাধারণ সদস্যদের অনুমোদনের জন্য ফ্লোরে দেয়া হলে তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম তাঁর রিপোর্ট পেশ করেন বিস্তারিত ভাবে। দায়িত্বগ্রহণের পর থেকে নিয়ে অধ্যাবধি সংগঠনের সার্বিক কার্যক্রমের ইভেন্ট উল্লেখপূর্বক বিস্তারিত তুলে ধরেন রিপোর্টে।

সকল ইভেন্টে সংগঠনের সদস্যদের অকুণ্ঠ সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সদস্যদের অকৃত্রিম সহযোগিতার কারণে তিনি সব কাজ সফলভাবে শেষ করতে সক্ষম হয়েছেন।

দুইটি বৃহৎ আঙ্গিকের বনভোজন, দুইটি ব্যাপক পরিসরের ঈদ এ মিলাদুন্নাবি সাঃ, এ যাবতকালের সর্ববৃহৎ বৈশাখী উৎসব উদযাপন, ইমিগ্রেশন এবং ট্যাক্স বিষয়ক সেমিনার, বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত নিউইয়র্ক সিটির ডিস্ট্রিট ৩৯ এর দ্বিতীয়বারের মতো নির্বাচিত কাউন্সিলওমেন শাহানা হানিফ এর নাগরিক সংবর্ধনা, বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের সদস্য সারওয়ার আলমগীরের সংবর্ধনা ছিলো উল্লেখ করার মতো।

পাশাপাশি চিটাগাং এসোসিয়েশন অফ নর্থ আমেরিকা ইনকের আটজন মৃত সদস্যদের বিনামূল্যে কবর সহায়তা প্রদান করা হয়েছে বলে সাধারণ সদস্যদের অবহিত করা হয় ।

সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট পেশের পরপরই সংগঠনের সভাপতি তাঁর রিপোর্ট পেশ করেন।

তিনি তাঁর রিপোর্টে সকলের প্রতি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভাপতি আবু তাহের বলেন, নির্বাচনকালীন সময়ে প্রতিপক্ষের মিথ্যা প্রচারনার জবাব দিতে গিয়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়, অথচ তখনো নির্বাচনের নয়দিন বাকি। তাঁর অনুপস্থিতিতে চট্টগ্রামবাসী তাঁর প্রতি যে ভালোবাসা প্রদর্শন করেছেন তার জন্য তিনি নিজের এবং পরিবারের পক্ষ থেকে সংগঠনের সকলের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি তাঁর রিপোর্টে যাঁরা চট্টগ্রাম সমিতিকে আর্থিক এবং সামাজিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করেছেন তাদের কোনোভাবেই ছাড় দেয়া হবেনা বলে উল্লেখ করেন। বর্তমানে নিস্পত্তির জন্য অপেক্ষমান দুটি মামলার ব্যাপারে তাঁর দৃঢ় সংকল্পের কথা পুনঃব্যক্ত করেন।

সভাপতির রিপোর্টের পরপরই *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

















GLOBAL MULTI SERVICES, INC

IRS e-file

- INCOME TAX
- IMMIGRATION
- ACCOUNTING
- TAX AUDIT
- BUSINESS SETUP
- TRAVELS



AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে
ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়



তারেক হাসান খান, সিইও

37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864
Email: globalmsinc@yahoo.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA

ARMAN CPA

MBA I CMA I CFM



Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

http://ArmanCPA.com

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

MLS

York Holding Realty

York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business



Zakir H. Chowdhury
President

- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880

We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals

718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com

70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

DEBNATH ACCOUNTING INC.

SUBAL C DEBNATH, MAFM



MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York

NOTARY PUBLIC

- TAX FILING
- IMMIGRATION
- NOTARY PUBLIC
- TRAVEL SERVICES

AUTHORIZED e-file PROVIDER

37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com

Ph: (917) 285-5490 OPEN 7 DAYS A WEEK

WOMEN'S MEDICAL OFFICE

(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center



(F Train to 179th Street (South Side))

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন









বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি



লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্ট্রিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.



বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে

Sonali Exchange Mobile App

ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE	ATLANTA	BROOKLYN	JACKSON HTS
212-808-0790	770-936-9906	718-853-9558	718-507-6002

BRONX	JAMAICA	MICHIGAN	OZONE PARK	PATERSON
718-822-1081	347-644-5150	313-368-3845	347-829-3875	973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

Contact with us
718-874-0047
Email: info@yourdreamhomecare.com

NY HOME CARE
Get paid to take care of your loved ones
আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী
37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372
718-874-0047
Email:info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com







We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
•
আমরা কোনো ফি নেই না।
•
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
•
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office:
168-25A Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(718) 725-1332, (718) 971-0054

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের উচিত

১৪ পৃষ্ঠার পর

৬,০০০ টাকা (৪৮ ডলার)। রান্নার গ্যাসের খরচ এখন ২,৩০০ টাকা (১৮.৫০ ডলার)। অন্যদিকে আমার মাসিক আয় ১৩ হাজার ৫০০ টাকা (১০৮ ডলার)। এ বছর আমি সন্তানদের পড়াশোনার খরচ জোগাতে পারছি না। আপনারাই বলুন, তাহলে খাবার কেনার জন্য কী অবশিষ্ট থাকে?''

বিক্ষোভ উসকে দিতে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দায়ী করার অভিযোগ

এইচআরডাব্লিউর পর্যবেক্ষণ, জীবনধারণের উপযোগী মজুরির যৌক্তিক দাবিগুলো পূরণ করার পরিবর্তে বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষ এখন বিক্ষোভ উসকে দেওয়ার জন্য রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দায়ী করছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, গত ৩ নভেম্বর ঢাকা পুলিশ জানায়, তারা অন্তর্ঘাতমূলক কর্মকাণ্ডের অভিযোগে সাবেক ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের ৩৩ জন সমর্থককে গ্রেপ্তার করেছে। অন্যদিকে বর্তমান ক্ষমতাসীন দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি)-র যুব শাখার সদস্যরা আন্দোলনরত শ্রমিকদের বিরুদ্ধে মিছিল করেছে - এমন অভিযোগও উঠেছে।

শ্রমিক নেতাদের আটক

গত ৩রা নভেম্বর আশুলিয়ায় উসকানি দেওয়ার অভিযোগে তিন শ্রমিক নেতাকে আটক করার বিষয়টিও উঠে এসেছে এইচআরডাব্লিউর প্রতিবেদনে। আরো উঠে এসেছে কয়েক হাজার অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির বিরুদ্ধে পুলিশের সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা দায়ের করার কথা।

আটক হওয়া এক ব্যক্তির ২৮ বছর বয়সি স্ত্রী এইচআরডাব্লিউকে বলেছেন, ''তারা আমার স্বামীকে নিয়ে গেছে। সে অল্প সময়ের জন্য বিক্ষোভে অংশ নিয়েছিল। সে কোনো ধরনের সহিংসতার সঙ্গে জড়িত ছিল না।''

চলমান সহিংসতা ও দায়মুক্তির চক্রের অবসান প্রত্যাশা

এইচআরডাব্লিউর প্রতিবেদনের শেষে পোশাক শ্রমিকদের মজুরির বিষয়ে বর্তমানে ক্ষমতাসীন দল বিএনপির সাম্প্রতিকতম প্রতিশ্রুতির বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়। বলা হয়, ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের আগে বিএনপি মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মজুরি নির্ধারণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তারপর গত এপ্রিলে শ্রম আইনে আনা এক সংশোধনী অনুযায়ী, প্রতি তিন বছর অন্তর মজুরি পর্যালোচনা করার বিধান রাখা হয় এবং নিয়োগকর্তাদের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠকদের কালো তালিকাভুক্ত করা নিষিদ্ধ করা হয়।

বৈশ্বিক ব্র্যান্ডগুলোর প্রত্যাশিত ভূমিকা প্রসঙ্গ

এইচআরডাব্লিউ মনে করে, বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের মজুরি বিষয়ক আলোচনাকে কেন্দ্র করে চলমান সহিংসতা ও দায়মুক্তির এই চক্রের অবসান ঘটানো উচিত। বৈশ্বিক ব্র্যান্ডগুলোরও যে এক্ষেত্রে ভূমিকা রয়েছে - তা স্মরণ করিয়ে এইচআরডাব্লিউ বলেছে, সরবরাহকারীদের সঙ্গে তাদের চুক্তির শর্তাবলি যেন কর্মক্ষেত্রে কোনো ধরনের অপব্যবহারকে উৎসাহিত না করে, অথবা শ্রমিকদের জন্য জীবনধারণ উপযোগী মজুরি পাওয়াকে অসম্ভব করে না তোলে - বৈশ্বিক ব্র্যান্ডগুলোকে তা নিশ্চিত করতে হবে। - (এইচআরডাব্লিউর প্রতিবেদন) সংবাদসূত্র জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে।

গ্রেপ্তার, নির্যাতন, হত্যা করলেও

১৫ পৃষ্ঠার পর

পারে - সেই সম্ভাবনা বিবেচনায় নিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, ''আমি জানি, দেশে ফিরলে আমাকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে। আমাকে কারাবন্দি করা হতে পারে, নির্যাতন করা হতে পারে, এমনকি হত্যাও করা হতে পারে। এসব আমি ভালোভাবেই জানি। কিন্তু দূর থেকে আমার দেশের মানুষকে কষ্ট পেতে দেখে দেখে আমি বাকি জীবন কাটাতে পারি না।''

এপির প্রতিবেদনে বলা হয়, ''শেখ হাসিনার দেশে ফেরার পরিকল্পনার কথা এমন এক সময়ে সামনে এলো, যখন তার দল কঠোর দমন-পীড়নের মুখে অনিশ্চিত এক ভবিষ্যতের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।'' শেখ হাসিনার দল, অর্থাৎ বাংলাদেশে বর্তমানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী লীগের নেতাদের সম্পর্কে বলা হয়, ''দলটি বর্তমানে নিষিদ্ধ। দলের জ্যেষ্ঠ নেতারা হয় গ্রেপ্তার হয়েছেন, নয়তো নির্বাসনে যেতে বাধ্য হয়েছেন।''

এপির এক প্রশ্নের জবাবে শেখ হাসিনা দাবি করেন, ''২০২৪ সালের আগস্ট মাস থেকে এ পর্যন্ত তার দলের অন্তত ২০ হাজার নেতা-কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। এছাড়া হাজার হাজার নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার ও নির্যাতন করা হয়েছে।'' অনেকে ''আত্মগোপনে যেতে বাধ্য হয়েছেন'' জানিয়ে তিনি আরো বলেন, রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণে তার দলের অনেক সমর্থক নিজেদের ঘর-বাড়ি, ব্যবসা, জীবিকাও হারিয়েছেন।

'এখন দেশে স্বাভাবিক রাজনৈতিক বা গণতান্ত্রিক পরিবেশ নেই'

বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিবেশ সম্পর্কে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট থেকে ভারতে অবস্থানরত বাংলাদেশের অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ বলেন, ''সেখানে কোনো স্বাভাবিক রাজনৈতিক বা গণতান্ত্রিক পরিবেশ নেই।'' শেখ হাসিনার অভিযোগ, তার দলকে পরিকল্পিতভাবে দমন করা হচ্ছে।

নিজের শাসনামলে শেখ হাসিনা ''উগ্রবাদী গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছিলেন-'' এমন পর্যবেক্ষণও উঠে এসেছে এপির সাক্ষাৎকারভিত্তিক প্রতিবেদনে। শেখ হাসিনা জানিয়েছেন, বাংলাদেশে কট্টরপন্থিদের প্রভাব ক্রমশ বাড়ছে এবং এ বিষয়টি নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন। তার মতে, বাংলাদেশের ''বর্তমান রাজনৈতিক পরিবেশ চরমপন্থি গোষ্ঠীগুলোকে আরো আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে।''

নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার লঙ্ঘনের কারণে সাম্প্রতিক সময়ে হিউম্যান রাইটস ওয়াচসহ বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা তারেক রহমানের সরকারের সমালোচনা করেছে, কিন্তু সরকার বলছে গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে - এ কথাও প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে এপি।

দেশে ফেরার জন্য আমার কোনো বিদেশি শক্তির আশীর্বাদের প্রয়োজন নেই'

বাংলাদেশে শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তনের সময় নিরাপত্তাপরিস্থিতি নিয়ে শঙ্কার কথাও উঠে এসেছে এপির প্রতিবেদনে। জানতে চাওয়া হয়েছিল, যুক্তরাষ্ট্র বা ভারতের মতো দেশগুলো তার নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের জন্য বাংলাদেশের ওপর চাপ সৃষ্টি করবে কি না। জবাবে কোনো বিদেশি সুরক্ষা চান না- জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, ''সব দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতাকে গুরুত্ব দিই আমি। আমাদের (বাংলাদেশের) পররাষ্ট্রনীতি সবসময় এমনই ছিল। তবে নিজের দেশে ফেরার জন্য আমার কোনো বিদেশি শক্তির আশীর্বাদের প্রয়োজন নেই।''

এপির দাবি, শেখ হাসিনার বিষয়ে সরকারের অবস্থান জানার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রেস উইংয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। কিন্তু শেখ হাসিনার বিষয়ে মন্তব্যের অনুরোধে তাড়া সাড়া দেয়নি। - এপি

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে

৯ পৃষ্ঠার পর

প্রবৃদ্ধির বড় চালিকা শক্তি হয়ে উঠতে পারে এবং বাংলাদেশের রপ্তানিকারকদের প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকার সুযোগ করে দিতে পারে। তবে কমপ্লায়েন্সের উচ্চতর মানদণ্ড পূরণ এবং সরবরাহব্যবস্থার প্রতিটি ধাপের তথ্য শনাক্ত ও অনুসরণযোগ্য রাখার শর্ত ব্যবসার পরিচালন ব্যয় বাড়িয়ে দিতে পারে। এ জন্য ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে আগেভাগেই প্রস্তুতি নিতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ককাঠামো পর্যালোচনা করে পণ্যের বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন এনে কীভাবে শুল্ক কমানো যায়, তা খতিয়ে দেখারও আহ্বান জানান তিনি। তার মতে, যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি বিশেষায়িত আইনি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়ীদের পণ্যে কী ধরনের পরিবর্তন আনলে প্রযোজ্য শুল্কের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো সম্ভব, তা চিহ্নিত করতে সহায়তা করে।

সেমিনারে চুক্তি বাস্তবায়নের বিষয়ে নীতিনির্ধারক ও রপ্তানিকারকদের মধ্যে সীমিত যোগাযোগ নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।

শাশা ডেনিমসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) সাবেক সভাপতি শামস মাহমুদ বলেন, চুক্তি স্বাক্ষরের প্রায় এক বছর পেরিয়ে গেলেও এটি থেকে কীভাবে সুফল পাওয়া যাবে, সে বিষয়ে ব্যবসায়ীরা তেমন কোনো দিকনির্দেশনা পাননি। তিনি অভিযোগ করেন, চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া নিয়ে সংশ্লিষ্ট সরকারি মন্ত্রণালয়গুলো রপ্তানিকারকদের সঙ্গে পর্যাপ্ত আলোচনা করেনি।

তবে তার মতে, চুক্তিটি ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতাদের মধ্যে আগ্রহ তৈরি করছে। আগে যারা বাংলাদেশ থেকে পণ্য সংগ্রহ করত না, এমন কিছু প্রতিষ্ঠানও এখন এ দেশে ব্যবসার সুযোগ খুঁজছে।

শামস মাহমুদ যুক্তরাষ্ট্রের তুলা ব্যবহার করে নতুন করে পণ্য সংগ্রহের সুযোগ তৈরির বিষয়টিও তুলে ধরেন। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্র থেকে তুলা আমদানি করে তা দিয়ে কাপড় তৈরি করছে। এরপর সেই কাপড় দিয়ে তৈরি পোশাক যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে রপ্তানি করছে। বাংলাদেশের সরবরাহকারীদের জন্যও এ ধরনের বিকল্প সরবরাহব্যবস্থার সুযোগ তৈরি হতে পারে।

কটন ইউএসএর কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ আলী আরসালান বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিমন্ত্রী ব্রুক রোলিন্স সম্প্রতি 'গ্রেট আমেরিকান কটন প্ল্যান'-এর আওতায় বাংলাদেশের বিষয়টি তুলে ধরেছেন।

তার ভাষ্য অনুযায়ী, এ উদ্যোগে যুক্তরাষ্ট্রের তুলা ব্যবহারের ভিত্তিতে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে পূর্ণ শুল্কমুক্ত সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাব রয়েছে। তবে কী প্রক্রিয়ায় এই সুবিধা কার্যকর হবে, তা এখনো স্পষ্ট নয়।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো ফাহমিদা খাতুন বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি বাস্তবায়ন এবং স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে বাংলাদেশের উত্তরণ-এ দুটিকে পরস্পরের পরিপূরক অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

তিনি বলেন, চুক্তির সুযোগ কাজে লাগাতে বাংলাদেশকে কমপ্লায়েন্স ব্যবস্থা জোরদার, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে। এলডিসি থেকে উত্তরণের পরও এসব সক্ষমতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। সংবাদসূত্র দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড

যুক্তরাষ্ট্রে অক্টোবরে প্রত্যাশার চেয়ে

৯ পৃষ্ঠার পর

তবে সব খাতে একই ধরনের উন্নতি হয়নি। নির্মাণ, খুচরা বিক্রয়, তথ্যপ্রযুক্তি, আর্থিক সেবা, সরকারি চাকরি এবং হোটেল-রেস্তোরাঁসহ বেশ কয়েকটি খাতে বড় ধরনের পরিবর্তন দেখা যায়নি। অর্থাৎ কিছু খাতে নিয়োগ বাড়লেও সামগ্রিকভাবে সব ধরনের প্রতিষ্ঠানে চাকরির সুযোগ সমানভাবে বাড়ছে না।

শ্রম পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের আগের হিসাবও সংশোধন করা হয়েছে। আগস্টে আগে ১ লাখ ৩৩ হাজার নতুন চাকরি যোগ হওয়ার কথা বলা হয়েছিল। সংশোধনের পর সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৮৬ হাজারে। অন্যদিকে সেপ্টেম্বরে আগে ২৯ হাজার চাকরি বৃদ্ধির হিসাব দেওয়া হয়েছিল। সংশোধনের পর তা বেড়ে হয়েছে ৬০ হাজার।

অর্থাৎ শুধু এই দুই মাসের হিসাব সংশোধনের কারণেই আগের প্রতিবেদনের তুলনায় মোট ৮৪ হাজার অতিরিক্ত চাকরি যোগ হয়েছে। ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও সরকারি সংস্থার কাছ থেকে নতুন তথ্য পাওয়া এবং মৌসুমি হিসাব পুনর্গণনার কারণে সাধারণত এ ধরনের সংশোধন করা হয়।

বেকারত্বের হারেও সামান্য উন্নতি হয়েছে। সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের বেকারত্বের হার ছিল ৪ দশমিক ২ শতাংশ। অক্টোবরে তা কমে ৪ দশমিক ১ শতাংশ হয়েছে। দেশটিতে বর্তমানে প্রায় ৭১ লাখ মানুষ বেকার রয়েছেন। তবে শ্রম পরিসংখ্যান ব্যুরো জানিয়েছে, গত মার্চ মাস থেকে বেকারত্বের হার ৪ দশমিক ১ থেকে ৪ দশমিক ৩ শতাংশের মধ্যে রয়েছে। ফলে এক মাসের এই পরিবর্তনকে বড় ধরনের উন্নতি হিসেবে দেখার সুযোগ নেই।

অক্টোবর মাসে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামনে এসেছে। এই সময়ে দেশটির শ্রমবাজারে নতুন করে ৪ লাখ ২১ হাজার মানুষ যুক্ত হয়েছেন। অর্থাৎ যারা কাজ করছেন অথবা কাজ খুঁজছেন, এমন মানুষের সংখ্যা বেড়েছে। একই সময়ে বেকার মানুষের সংখ্যা কমেছে প্রায় ৪১ হাজার। এই পরিবর্তন শ্রমবাজারে মানুষের অংশগ্রহণ বাড়ার ইঙ্গিত দেয়।

তবে যারা কাজ খুঁজছেন, তাঁদের সবার জন্য পরিস্থিতি সহজ নয়। প্রতিবেদনে দেখা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে বেকার থাকা মানুষের সংখ্যা প্রায় ২০ লাখ। যাঁরা অন্তত ২৭ সপ্তাহ বা তার বেশি সময় ধরে কাজ খুঁজেও চাকরি পাননি, তাঁদের এই হিসাবের মধ্যে রাখা হয়েছে। মোট বেকার মানুষের প্রায় ২৭ দশমিক ৬ শতাংশ দীর্ঘমেয়াদি বেকার।

এ ছাড়া অর্থনৈতিক কারণে খণ্ডকালীন কাজ করতে বাধ্য হওয়া মানুষের সংখ্যাও বেড়েছে। অক্টোবরে এই সংখ্যা ৩ লাখ ৩৯ হাজার বেড়ে প্রায় ৪৮ লাখে পৌঁছেছে। অর্থাৎ অনেক মানুষ পূর্ণকালীন চাকরি করতে চাইলেও পর্যাপ্ত কাজ পাচ্ছেন না অথবা কম সময়ের কাজ করে সংসার চালাতে বাধ্য হচ্ছেন। বেতনের ক্ষেত্রেও কিছুটা উন্নতি হয়েছে। অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্রের বেসরকারি খাতের কর্মীদের গড় ঘণ্টাপ্রতি মজুরি ১৪ সেন্ট বেড়ে ৩৮ ডলারে পৌঁছেছে। এক মাসে মজুরি বেড়েছে শূন্য দশমিক ৪ শতাংশ। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ঘণ্টাপ্রতি গড় মজুরি বেড়েছে ৩ দশমিক ১ শতাংশ। তবে এই বেতন বৃদ্ধির সুফল সব কর্মী সমানভাবে পাচ্ছেন না। কারণ খাবার, বাসাভাড়া, জ্বালানি, চিকিৎসা, পরিবহন এবং অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচের চাপ অনেক পরিবারের বাজেটকে কঠিন করে তুলেছে। এখানে মূল্যস্ফীতির বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। সর্বশেষ পাওয়া সেপ্টেম্বরের জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে এক বছরে পণ্যমূল্য বেড়েছে ৩ দশমিক ৭ শতাংশ। অন্যদিকে অক্টোবরের গড় ঘণ্টাপ্রতি মজুরি গত বছরের তুলনায় বেড়েছে ৩ দশমিক ১ শতাংশ। তবে দুটি হিসাবের সময়কাল এক নয়। তাই সরাসরি তুলনা করে প্রকৃত মজুরি কতটা কমেছে, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তবু এই পরিসংখ্যান দেখায়, আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি জীবনযাত্রার ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করাও সাধারণ মানুষের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির জন্য নতুন কর্মসংস্থানের এই পরিসংখ্যান গুরুত্বপূর্ণ। কারণ চাকরির সংখ্যা বাড়লে মানুষের আয়, কেনাকাটা এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রমে ইতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। তবে শুধু চাকরির সংখ্যা বাড়লেই অর্থনৈতিক স্বস্তি ফিরে আসে না। চাকরির মান, বেতনের পরিমাণ, কর্মঘণ্টা এবং জীবনযাত্রার ব্যয়ের বিষয়গুলোও সমান গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষজ্ঞদের আলোচনায় আরেকটি বিষয় গুরুত্ব পাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমবাজারে বর্তমানে এমন একটি পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে, যেখানে বড় পরিসরে ছাঁটাই না হলেও নতুন চাকরি খোঁজার ক্ষেত্রে অনেকের জন্য প্রতিযোগিতা কঠিন। নিয়োগের গতি আগের তুলনায় দুর্বল থাকায় চাকরিপ্রার্থীদের ধৈর্য ধরতে হচ্ছে। একই সঙ্গে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার কিছু প্রতিষ্ঠানে কর্মী নিয়োগের ধরন পরিবর্তন করছে।

নতুন চাকরির এই হিসাব যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুদের হার নির্ধারণের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। কর্মসংস্থান শক্তিশালী থাকলে অর্থনীতি যে এখনো সক্রিয় রয়েছে, তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অন্যদিকে মূল্যস্ফীতি বেশি থাকলে সুদের হার কমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন হতে পারে। ফলে আগামী দিনের কর্মসংস্থান ও মূল্যস্ফীতির পরিসংখ্যানের দিকে নীতিনির্ধারকদের নজর থাকবে।

তবে চাকরির সংখ্যা বেড়েছে বলেই সব প্রতিষ্ঠানে এখনই নিয়োগ চলছে, এমন ধারণা করা ঠিক হবে না। প্রত্যেক চাকরির ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা, কাজের অভিজ্ঞতা, ভাষাগত দক্ষতা, অনুমোদিত কর্মসংস্থানের যোগ্যতা এবং অন্যান্য শর্ত পূরণ করতে হয়। তাই আবেদন করার আগে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি যাচাই করা জরুরি।

সব মিলিয়ে অক্টোবরের কর্মসংস্থান প্রতিবেদন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির জন্য একটি ইতিবাচক খবর।

বাংলাদেশের চিকিৎসা সরঞ্জাম খাতে

৯ পৃষ্ঠার পর

বিনিয়োগকারীদের কর ছাড়ের সুবিধা দিচ্ছি, যা চিকিৎসা সরঞ্জাম উৎপাদন খাতকে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বের (পিপিপি) অন্যতম সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তুলেছে।'

অধিবেশনটি সঞ্চালনা করেন বেকটন ডিকিনসনের কান্ট্রি বিজনেস লিডার মির্জা সজীব রায়হান। এতে প্যানেল আলোচক হিসেবে অংশ নেন মেডট্রনিক বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর মায়াঙ্ক ত্রিপাঠি, স্কয়ার হাসপাতালের নির্বাহী ভাইস প্রেসিডেন্ট সুলতান মিনহাজ উদ্দিন, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক ডা. আবদুল ওয়াদুদ চৌধুরী এবং ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের পরিচালক ডা. মো. আক্তার হোসেন।

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগের সুযোগ

'সিলেক্টইউএসএ: পাথওয়েজ ফর আউটবাউন্ড ইনভেস্টমেন্ট' শিরোনামে দিনের দ্বিতীয় সেমিনারটি পরিচালনা করে ঢাকার মার্কিন দূতাবাস। এই সেমিনারে বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের জন্য মার্কিন বাজারে সরাসরি বিনিয়োগ ও ব্যবসা সম্প্রসারণের বিভিন্ন পথ ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

ঢাকার আমেরিকান দূতাবাসের কমার্শিয়াল কাউন্সেলর পল ফ্রস্টের সঞ্চালনায় সেমিনারে অংশ নেন ট্রান্সকম গ্রুপের গ্রুপ সিইও সিমিন রহমান, ওমেরা পেট্রোলিয়ামের সিইও তানজিম চৌধুরী এবং পিডব্লিউসি বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজিং পার্টনার শামস জামান। এছাড়া 'সিলেক্টইউএসএ', যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিভাগ এবং যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞরা ভার্চুয়ালি এতে যুক্ত হন।

অধিবেশনে যুক্তরাষ্ট্রে সামগ্রিক বিনিয়োগ পরিবেশ, ব্যবসা সম্প্রসারণের সুযোগ এবং আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের জন্য বিদ্যমান সরকারি সহায়তা ও প্রণোদনা নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়।

এদিকে, মেলায় অংশগ্রহণকারী আমেরিকান কোম্পানিগুলো তাদের সর্বাধুনিক পণ্য, সেবা ও প্রযুক্তি প্রদর্শন অব্যাহত রেখেছে, যা মেলায় আগত দর্শনার্থী ও উদ্যোক্তাদের সম্ভাব্য ব্যবসায়িক অংশীদারত্ব গড়ে তোলার সুযোগ সৃষ্টি করছে।

গত ৫ নভেম্বর শুরু হওয়া তিন দিনব্যাপী ৩০তম আমেরিকান বাণিজ্য মেলা (৭ নভেম্বর) পারস্পরিক বাণিজ্য এবং তথ্যপ্রযুক্তি ও ডিজিটাল অর্থনীতিবিষয়ক দুটি সেমিনারের মধ্য দিয়ে পর্দা নামে।

প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলন

২১ পৃষ্ঠার পর

তিনি বলেন, ১৯৬৮ সালে যে স্বপ্ন ও প্রত্যয় নিয়ে উদীচীর যাত্রা শুরু হয়েছিল, সেই স্বপ্ন ছিল মানুষের মুক্তির স্বপ্ন, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়। গান, নাটক, আবৃত্তি, নৃত্যসহ সংস্কৃতির নানা মাধ্যমকে হাতিয়ার করে উদীচী সব সময় সাধারণ মানুষ, শ্রমজীবী মানুষ, মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের স্বপ্নকে ধারণ করেছে।

ক্ল্যারা রোজারিও আরো বলেন, সংস্কৃতি কেবল বিনোদনের বিষয় নয়; সংস্কৃতি প্রতিবাদের ভাষা, মানুষকে জাগিয়ে তোলার শক্তি এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সাহস। নানা প্রতিকূলতা, বাধা, ষড়যন্ত্র ও সহিংসতার মধ্য দিয়েও উদীচী তার আদর্শিক অবস্থান থেকে সরে আসেনি। উদীচীর অনুষ্ঠানে বর্বর হামলায় প্রাণ হারানো সহযোদ্ধাদের আত্মত্যাগ প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কঠিন বাস্তবতা ও অপরিহার্যতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ ও প্রতিবেশী দেশগুলোতে উগ্র সাম্প্রদায়িকতা, অসহিষ্ণুতা, বৈষম্য ও মিথ্যাচারের প্রবণতা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে উদীচীর দায়িত্ব আরও বেড়েছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীতের মর্যাদা রক্ষা এবং মুক্তচিন্তা ও অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির বিকাশে উদীচীকে আরও সাহসী ভূমিকা পালন করতে হবে।

উদীচীর অভ্যন্তরীণ বিভক্তি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আজ আমাদের বিভক্তি আমাদের শক্তিকে ক্ষয় করছে। মতপার্থক্য ও অনৈক্যের কারণে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সাম্প্রদায়িকতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম দুর্বল হয়ে পড়ে। সব সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে উদীচীকে তার আদর্শিক শক্তিতে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।

তিনি বলেন, উদীচী কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সংগঠন নয়; উদীচী একটি আদর্শের নাম, একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নাম। সংগঠনের প্রকৃত শক্তি তার ঐক্য, তৃণমূলের কর্মীদের ভালোবাসা এবং মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষায়।

অতীতের গৌরবের পাশাপাশি বর্তমানকে বদলে ভবিষ্যৎ নির্মাণের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, উদীচীকে আরও বেশি গণমানুষের সংগঠনে পরিণত করতে হবে। মানুষের অধিকার, সাম্য, মানবিক মর্যাদা, মুক্তবুদ্ধি ও সম্প্রীতির সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে হবে।

বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে বলেন, গান থামতে দেবো না, নাটক থামতে দেবো না, প্রতিরোধ থামতে দেবো না। মানুষের মুক্তির স্বপ্ন জাগবে চিরন্তন। উদীচী বেঁচে থাকবে মানুষের হৃদয়ে, মানুষের সংগ্রামে, মানুষের মুক্তির প্রত্যয়ে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করে তিনি বলেন-

নিবিড় ঘন আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা।
মন রে মোর, পাথারে হোস নে দিশেহারা॥
বিষাদে হয়ে ম্রিয়মাণ বন্ধ না করিয়ো গান,
সফল করি তোলো প্রাণ টুটিয়া মোহকারা।
জয় উদীচী।

আলোচক ও বক্তারা বলেন, ১৯৬৮ সালের ২৯ অক্টোবর প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অগ্রদূত সত্যেন সেনের নেতৃত্বে বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর যাত্রা শুরু হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সংগঠনটি সাধারণ মানুষের অধিকার, শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে আসছে।

বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী শুধু একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন নয়, এটি বাঙালির গণসংস্কৃতি, প্রতিবাদী শিল্পচর্চা, মুক্তবুদ্ধি ও প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের একটি ঐতিহাসিক নাম। দীর্ঘ ৫৮ বছর ধরে গান, কবিতা, আবৃত্তি, নাটক ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে সংগঠনটি সাম্য, মানবিকতা, অসাম্প্রদায়িকতা এবং গণমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার চেতনাকে ধারণ করে এগিয়ে চলেছে।

সমাজের অন্যায়, বৈষম্য, শোষণ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে উদীচীর ভূমিকা বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নতুন প্রজন্মের মধ্যে মুক্তচিন্তা, দেশপ্রেম, মানবিক মূল্যবোধ ও গণতান্ত্রিক চেতনা বিকাশে নিউইয়র্কে উদীচীর মতো সংগঠনকে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে বলে বক্তারা মত প্রকাশ করেন।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সাংস্কৃতিক পর্বে যুক্তরাষ্ট্র উদীচী, জ্যামাইকা উদীচী ও ব্রঙ্কস শাখার শিল্পীরা সংগীত ও কবিতা আবৃত্তি পরিবেশন করেন। একঝাঁক শিশু শিল্পীর চিত্রাঙ্কন, নৃত্য ও কবিতা পাঠ অনুষ্ঠানে যোগ করে ভিন্নমাত্রা।

অতিথি শিল্পী হিসেবে অংশ নেন সাংস্কৃতিক সংগঠন মাটির গানের সিইও ও সংগীতশিল্পী শাহীন হোসেন। শিল্পীদের পরিবেশনায় বাংলা লোকসংগীতের ঐতিহ্য ও বাউল সাধনার আবহ পুরো অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তোলে।

সংগীত পরিবেশনায় অংশ নেন উপমহাদেশের খ্যাতিমান তবলা শিল্পী ও বীর মুক্তিযোদ্ধা দেবু চৌধুরী, কণ্ঠশিল্পী খ্রিস্টেলা কুইয়া, তুলি বিশ্বাস, মলি ডেসা ও মহুয়া ভট্টাচার্যসহ তাঁর দল এবং অতিথি শিল্পী নিগার নাঈম তমা। এছাড়া সংগীত পরিবেশন করেন উদীচীর সদস্য সুলেখা পাল, লিলি মজুমদার, ফুলু রায়, সুপর্ণা সরকার রিমা, মুনমুন সাহা, ইমন বিশ্বাস, জুলি খাস্তগীর, সুমন দে, শহীদ জাকির ও রাবেয়া আক্তার।

তবলায় সহযোগিতা করেন তবলা শিল্পী ও বিশিষ্ট আবৃত্তিশিল্পী সুচরিত দত্ত। কবিতা আবৃত্তি করেন বাচিকশিল্পী মিনহাজ আহমদ সাম্মু, আবৃত্তিশিল্পী সুমিত্রা সেন, আশীষ রায় ও রশিদা আক্তারসহ অন্যরা।

নাটক মঞ্চস্থ করেন উদীচী জ্যামাইকা শাখার সহ-সম্পাদক দিলীপ মোদক। সংগীত, আবৃত্তি ও নাটকের সমন্বয়ে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক চেতনার এক সমৃদ্ধ পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অন্যতম আকর্ষণ ছিল শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী। শিশুদের সৃজনশীলতা, সাংস্কৃতিক চর্চা এবং বাংলা সংস্কৃতির সঙ্গে নতুন প্রজন্মের সংযোগ সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে এ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদক হিরো চৌধুরী উপস্থিত শিশুদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান এবং সাধারণ সম্পাদক কল্লোল দাশ শিশুদের হাতে উপহার তুলে দেন।

শিশুদের কার্যক্রমের দায়িত্বে থাকা মুনমুন সাহা জানান, বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী যুক্তরাষ্ট্র সংসদ শিশুদের জন্য বিভিন্ন শিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ৫৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে শিশুদের উৎসাহিত করতে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং সবার জন্য উপহারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিশুদের সাংস্কৃতিক চর্চায় আগ্রহী করে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। উপহার ও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে শিশুরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

উদীচী যুক্তরাষ্ট্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক কল্লোল দাশ এবং ৫৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন ২০২৬ অনুষ্ঠানের সদস্যসচিব লিলি মজুমদার জানান, উদীচীর ৫৮ বছরের সাংস্কৃতিক অভিযাত্রা কেবল একটি সংগঠনের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস নয়; এটি বাঙালির গণসংস্কৃতি, মুক্তবুদ্ধি, প্রতিবাদী শিল্পচর্চা ও প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

নিউইয়র্কে এ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপনের মধ্য দিয়ে প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ঐক্য সুদৃঢ় করার পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলা সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও মুক্তচিন্তার চেতনাকে পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে বলে তাঁরা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

প্রবাসে বাংলা সংস্কৃতির বিকাশ, শেকড়ের সঙ্গে নতুন প্রজন্মের সংযোগ এবং অসাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের বিস্তারে এ আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে সংশ্লিষ্টরা প্রত্যাশা করেন।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট লেখিকা তসলিমা নাসরিন, নিউইয়র্কের প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশন ফার্ম ঘণচও-এর সিইও শক্তি ডি গুপ্তা, যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সুব্রত তালুকদার, হিউম্যান সাপোর্ট করপোরেশনের সভাপতি মোহাম্মদ সোলায়মান আলী, চিটাগাং ইউনিভার্সিটি এলামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শামসুদ্দিন আজাদ, ডা. লিপিকা সরকার, একুশে চেতনা পরিষদের সিইও ওবায়দুল্লাহ মামুন, প্রগ্রেসিভ ফোরামের সহ-সভাপতি নূসরাত শাহ আজাদ, এটিএন বাংলা টিভির কানু দত্ত, সন্ধান পত্রিকার সম্পাদক সনজীবন সরকার, গ্রিন টাচের নির্বাহী পরিচালক ও প্রতিষ্ঠাতা ভিক্টর এলাহী লিয়াকত , প্রজ্ঞা নিউজের সম্পাদক ও প্রকাশক উত্তম কুমার সাহা, সংগঠক ও আবৃত্তিশিল্পী গোপন সাহা ,

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় উপ-কমিটির সদস্য, কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের নির্বাহী সংসদের উপ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সাবেক সম্পাদক ও যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের বর্তমান কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক আমিনুল ইসলাম , বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সুব্রত তালুকদার, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শেফালি রৌশান এবং বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ কিবরিয়া জামানসহ বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর এ আয়োজনের মিডিয়া পার্টনার ছিল প্রজ্ঞা নিউজ। অনুষ্ঠানটি সফল ও সার্থক করার জন্য সহযোগিতাকারীদের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানো হয়। উপস্থিত সকলের প্রতিও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।

সবশেষে এস্টোরিয়ার জনপ্রিয় বৈশাখীর সুস্বাদু চিকেন বিরিয়ানি পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। - সংবাদ সুত্র প্রজ্ঞা নিউজ

নোয়াখালীর সাদ্দাম এখন ভার্জিনিয়ার

২০ পৃষ্ঠার পর

জীবন ছিল পরিশ্রমের প্রত্যক্ষ শিক্ষা। অন্যদিকে তাঁর মাও চাকরি করে সংসারে সাহায্য করতেন।

অভাবের সংসারে সন্তানদের লেখাপড়া বন্ধ হতে দেননি বাবা-মা। ফলস চার্চ হাইস্কুলে ভর্তি হয়ে সাদ্দাম ধীরে ধীরে নতুন পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নেন। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলায়ও ভালো ছিলেন। স্কুলের ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড দলে অংশ নিতেন। সহপাঠীদের আস্থা অর্জন করে একসময় ক্লাস প্রেসিডেন্টও নির্বাচিত হন। ক্রীড়াক্ষেত্রে সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে পান জন মরিস অ্যাথলেটিক স্কলারশিপ।

২০১০ সালে নর্দার্ন ভার্জিনিয়া কমিউনিটি কলেজ থেকে অ্যাসোসিয়েট ডিগ্রি অর্জন করেন সাদ্দাম। এরপর জর্জ মেসন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। ২০১২ সালে পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে স্নাতক এবং ২০১৫ সালে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর উচ্চশিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল সরকারি ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের অর্থব্যবস্থাপনা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ করে সাদ্দাম আর্থিক পরামর্শক হিসেবে পেশাজীবন শুরু করেন। কাজ করেছেন পেনফেড ক্রেডিট ইউনিয়ন এবং ইউনাইটেড স্টেটস ইনস্টিটিউট অব পিসের মতো প্রতিষ্ঠানে। সরকারি প্রতিষ্ঠানের অর্থব্যবস্থাপনা, বাজেট ও আর্থিক পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। পেশাগত জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পাশাপাশি স্থানীয় রাজনীতির প্রতিও তাঁর আগ্রহ বাড়তে থাকে। বিশেষ করে অভিবাসী পরিবার, তরুণ সমাজ ও সাধারণ চাকরিজীবীদের সমস্যাগুলো তাঁকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হতে উৎসাহিত করে।

ডেমোক্র্যাটিক পার্টির স্থানীয় সংগঠনে তিনি ধীরে ধীরে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পান। ফেয়ারফ্যাক্স ইয়ং ডেমোক্র্যাটসের ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রভিডেন্স ডিস্ট্রিক্ট ডেমোক্র্যাটিক কমিটির কো-চেয়ার এবং ফেয়ারফ্যাক্স কাউন্টি ডেমোক্র্যাটিক কমিটির ফাইন্যান্স ভাইস চেয়ার হিসেবে কাজ করেন। দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকানদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বাড়ানোর উদ্যোগেও যুক্ত ছিলেন। ২০২০ সালে জো বাইডেনের নির্বাচনী প্রচারের সময় দক্ষিণ এশীয়দের সংগঠিত করার কার্যক্রমে অংশ নেন।

২০২৩ সালে তিনি এমন একটি সিদ্ধান্ত নেন, যা ভার্জিনিয়ার রাজনীতিতে অনেকের কাছেই অপ্রত্যাশিত ছিল। অঙ্গরাজ্যের ৩৭তম সিনেট আসনে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মনোনয়ন চাইবেন তিনি। প্রতিদ্বন্দ্বী চ্যাপ পিটারসেন তখন দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ রাজনীতিক। ২০০৭ সাল থেকে ভার্জিনিয়া সিনেটে নির্বাচিত হয়ে আসছিলেন। অর্থ, পরিচিতি ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় পিটারসেন ছিলেন অনেক এগিয়ে। তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়ানো সহজ ছিল না। তবু সাদ্দাম নির্বাচনী মাঠে নামেন। প্রচারে তুলে ধরেন আবাসন ব্যয়, জননিরাপত্তা, শিক্ষার সুযোগ, স্বাস্থ্যসেবা এবং তরুণ প্রজন্মের প্রয়োজনের কথা।

২০ জুন অনুষ্ঠিত ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারির ফল ঘোষণার পর দেখা গেল, প্রতিষ্ঠিত রাজনীতিককে হারিয়ে দিয়েছেন তিনি। সাদ্দাম পেয়েছেন ১০ হাজার ৪৭৭ ভোট, অর্থাৎ ৫৪ দশমিক ১ শতাংশ। অন্যদিকে চ্যাপ পিটারসেন পেয়েছেন ৮ হাজার ৮৮০ ভোট, অর্থাৎ ৪৫ দশমিক ৯ শতাংশ। পিটারসেন নির্বাচনী প্রচারে সাদ্দামের তুলনায় অনেক বেশি অর্থ ব্যয় করেছিলেন। কিন্তু ভোটারদের সিদ্ধান্ত ছিল অন্য রকম। এ বিজয় সাদ্দামকে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রার্থী হিসেবে সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ করে দেয়।

এরপর আসে ৭ নভেম্বরের সাধারণ নির্বাচন। প্রতিদ্বন্দ্বী রিপাবলিকান প্রার্থী কেন রিড। সেখানেও সাদ্দাম বড় ব্যবধানে জয়ী হন। তাঁর পক্ষে ভোট পড়ে ৪০ হাজার ৯৪৭টি, যা মোট ভোটের ৬৮ দশমিক ৭ শতাংশ। কেন রিড পান ১৮ হাজার ৪২৭ ভোট, অর্থাৎ ৩০ দশমিক ৯ শতাংশ। ২০২৪ সালের ১০ জানুয়ারি সাদ্দাম ভার্জিনিয়ার স্টেট সিনেটর হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

ভার্জিনিয়ার রাজধানী রিচমন্ডে অবস্থিত আইনসভায় এখন সাদ্দাম ৩৭তম সিনেট ডিস্ট্রিক্টের প্রতিনিধিত্ব করছেন। এই নির্বাচনী এলাকার মধ্যে রয়েছে ফেয়ারফ্যাক্স সিটি, ফলস চার্চ সিটি, ভিয়েনা শহর এবং ফেয়ারফ্যাক্স কাউন্টির কয়েকটি অংশ। ওয়াশিংটন ডিসির কাছাকাছি অবস্থিত এই অঞ্চলে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মী, অভিবাসী পরিবার, শিক্ষার্থী ও নানা পেশার মানুষের বসবাস। তাঁদের সমস্যা নিয়ে কথা বলা এবং আইন প্রণয়নের কাজে অংশ নেওয়াই এখন তাঁর প্রধান রাজনৈতিক দায়িত্ব। সিনেটর হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর তাঁর কাজে আবাসন সংকটের বিষয়টি অন্যতম গুরুত্ব পায়। ভার্জিনিয়ায় বাড়ির মালিকেরা যাতে নির্দিষ্ট শর্তে মূল বাড়ির সঙ্গে ছোট একটি অতিরিক্ত বাসস্থান তৈরি করতে পারেন, সে জন্য তিনি আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেন। এ ধরনের বাসস্থানকে বলা হয় অ্যাকসেসরি ডুয়েলিং ইউনিট বা এডিইউ। এতে বাড়ির মালিকেরা বাড়তি ভাড়ার আয় করতে পারেন, আবার শিক্ষার্থী, প্রবীণ কিংবা ছোট পরিবারের জন্য তুলনামূলক কম খরচে বসবাসের সুযোগ তৈরি হয়। এ-সংক্রান্ত একটি আইন ২০২৬ সালের এপ্রিলে অনুমোদিত হয়। তবে আইনটি কার্যকর হবে ২০২৭ সালের ১ জুলাই থেকে।

অভিবাসীদের অধিকার রক্ষার প্রশ্নেও তাঁর অবস্থান স্পষ্ট। যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন ও শুল্ক প্রয়োগকারী সংস্থা আইসের কার্যক্রম নিয়ে বিতর্কের মধ্যে তিনি সিনেট বিল ৩৫২ উত্থাপন করেন। পরবর্তী সময়ে বিলটি আইনে পরিণত হয়। এতে নির্দিষ্ট ব্যতিক্রম ছাড়া দায়িত্ব পালনকালে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্মকর্তাদের পরিচয় গোপনের উদ্দেশ্যে মুখ ঢেকে রাখার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

রাজনীতির ব্যস্ততার মধ্যেও পরিবারের সঙ্গে সাদ্দামের সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২০২৩ সালে নির্বাচনী প্রচারের সময় স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছিলেন, ফলস চার্চে বাবা-মা, ভাই ও বোনের সঙ্গে একই বাড়িতে থাকতেন। পরিবারের সদস্যরা একসঙ্গে থাকায় বৃদ্ধ বাবা-মায়ের যত্ন নেওয়া সহজ হয়। সাদ্দামের স্ত্রীর নাম ফাতিমা। অভিবাসী পরিবারে একাধিক প্রজন্মের একসঙ্গে বসবাসের যে পরিচিত সংস্কৃতি রয়েছে, সাদ্দামের পরিবারেও তার প্রতিফলন দেখা যায়।

বাংলাদেশি কমিউনিটির সঙ্গেও সাদ্দামের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। ওয়াশিংটন ডিসি, ভার্জিনিয়া ও ম্যারিল্যান্ডে বসবাসরত বাংলাদেশিদের বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তিনি অংশ নেন। পাশাপাশি দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকানদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বাড়াতে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন। মুসলমান ও দক্ষিণ এশীয় নাগরিকদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়েও তিনি সক্রিয়। ২০২৫ সালে ওয়াশিংটন পোস্টকে দেওয়া এক বক্তব্যে তিনি জানান, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসেবে নিজের নির্বাচনী এলাকার বাইরের মুসলমান ও দক্ষিণ এশীয় বাসিন্দাদেরও সহায়তা করার সুযোগ পেয়েছেন।

সাদ্দামের এই সাফল্য বাংলাদেশিদের জন্য আনন্দের। একই সঙ্গে নতুন প্রজন্মের বাংলাদেশি-আমেরিকানদের জন্যও একটি অনুপ্রেরণামূলক দৃষ্টান্ত। তিনি দেখিয়েছেন, আমেরিকায় অভিবাসী পরিবারের সন্তান হিসেবে বেড়ে ওঠা মানে শুধু ভালো চাকরি কিংবা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া নয়, মূলধারার রাজনীতিতে অংশ নিয়ে জনগণের প্রতিনিধিও হওয়া সম্ভব।

নজরুল মিন্টো টরন্টো থেকে প্রকাশিত দেশেবিদেশে পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক।

যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে দুই

২০ পৃষ্ঠার পর

৪ জানুয়ারি শপথ নিয়ে ম্যানচেস্টার, গ্লাস্টনবেরি, অ্যান্ডোভার ও বোল্টনের প্রতিনিধিত্ব শুরু করেন। দীর্ঘদিনের সিনেটর স্টিভ ক্যাসানোর স্থলাভিষিক্ত হন তিনি। এবার রিপাবলিকান প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে তৃতীয় মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হলেন।

কানেকটিকাটের আইনসভায় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটির সিনেটপক্ষের চেয়ারম্যান এবং বাণিজ্য কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন মাসুদুর রহমান। আবাসন নির্মাণ, স্থানীয় সরকার ও সম্পত্তিকর তাঁর কাজের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। চলতি বছরের এপ্রিলে বাড়ির জমিতে অতিরিক্ত আবাসিক ইউনিট নির্মাণের ব্যয় কমানো, স্থানীয় ভূমি ব্যবহারবিধি কার্যকর করা এবং সম্পত্তিকর নির্ধারণের পদ্ধতি সংশোধনসংক্রান্ত চারটি বিল সিনেটে পাসের উদ্যোগে নেতৃত্ব দেন তিনি।

স্ত্রী ইয়েলেনা ও তিন সন্তান নিয়ে ম্যানচেস্টারে বসবাস করেন মাসুদুর রহমান। তাঁর সিনেট কার্যালয়ের প্রকাশিত জীবনী অনুযায়ী, সিনেটর হিসেবে পাওয়া বেতন নির্বাচনী এলাকার অলাভজনক প্রতিষ্ঠানগুলোকে দান করেন তিনি। গভর্নরের বিদ্বেষমূলক অপরাধবিষয়ক উপদেষ্টা পরিষদ এবং স্থানীয় শিক্ষা ও ব্যবসায়ী সংগঠনেও তাঁর কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে। শেখ রহমান ও মাসুদুর রহমানের এই সাফল্য প্রবাসী বাংলাদেশিদের সামনে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের একটি বাস্তব পথ তুলে ধরে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের হোয়াইট হাউসের

৬ পৃষ্ঠার পর

পরিচিত। মিলারের সঙ্গে ট্রাম্পের সম্পর্ক শুরু হয় ২০১৬ সালের নির্বাচনী প্রচারণার সময়। সেই সময় থেকেই তিনি ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহযোগী হিসেবে কাজ করে আসছেন। প্রথম মেয়াদে তিনি প্রেসিডেন্টের জ্যেষ্ঠ নীতিবিষয়ক উপদেষ্টা ছিলেন। দ্বিতীয় মেয়াদে তাঁর ক্ষমতা ও দায়িত্ব আরও বিস্তৃত হয়েছে। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসনব্যবস্থা কঠোর করার ক্ষেত্রে মিলারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদার, অবৈধ অভিবাসীদের বহিষ্কার এবং অভিবাসন আইন কঠোরভাবে বাস্তবায়নের পক্ষে তিনি দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন। ট্রাম্প প্রশাসনের ব্যাপক অভিবাসনবিরোধী কর্মসূচির অন্যতম প্রধান স্থপতি হিসেবে তাঁকে বিবেচনা করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত অভিবাসীদের জন্য এই নিয়োগ বিশেষ গুরুত্ব বহন করছে। কারণ নতুন প্রধান হিসেবে মিলার দায়িত্ব গ্রহণ করলে অভিবাসনসংক্রান্ত নীতিতে তাঁর প্রভাব আরও বাড়তে পারে। বিশেষ করে সীমান্ত নিরাপত্তা, আশ্রয়প্রার্থীদের আবেদন, অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে অভিযান এবং অভিবাসন আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রশাসনের অবস্থান আরও কঠোর হতে পারে বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারণা।

তবে নতুন পদে নিয়োগ পাওয়ার অর্থ এই নয় যে, সব অভিবাসন আইন সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় বিদ্যমান আইন, আদালতের সিদ্ধান্ত, কংগ্রেসের অনুমোদন এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থার মাধ্যমে। হোয়াইট হাউসের প্রধান হিসেবে মিলার প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবেন, কিন্তু তাঁর একক সিদ্ধান্তে সব আইন পরিবর্তন করা সম্ভব নয়।

এদিকে সাবেক হোয়াইট হাউস প্রধান মার্ক মিডোজের নামে প্রচারিত একটি বক্তব্য নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া পোস্টে বলা হয়েছে, মিডোজের মতে, ক্যামেরার সামনে স্টিফেন মিলারকে যেভাবে দেখা যায়, বাস্তবে তাঁর ব্যক্তিত্বের আরেকটি দিক রয়েছে। প্রচারিত বক্তব্য অনুযায়ী, মিডোজ বলেছেন, ব্যক্তিগত ও প্রশাসনিক কাজের ক্ষেত্রে মিলার চিন্তাশীল, গোছানো এবং কাজ সম্পন্ন করার বিষয়ে অত্যন্ত মনোযোগী। তাঁর ভাষ্য হিসেবে আরও বলা হয়েছে, মিলারের এই দিকটি সাধারণ মানুষ আগে দেখতে পাননি।

এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার করা জরুরি। মার্ক মিডোজ নিজেও ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে হোয়াইট হাউসের চীফ অফ স্টাফ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ২০২০ সালের মার্চে তিনি এই পদে নিয়োগ পান। ফলে ট্রাম্প প্রশাসনের অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা রয়েছে। তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বক্তব্যের সম্পূর্ণ ভিডিও ও প্রেক্ষাপট নিশ্চিত না হওয়ায় মিডোজের কথাগুলোকে চূড়ান্তভাবে যাচাইকৃত উদ্ধৃতি বলা যাচ্ছে না। তাঁর নামে প্রচারিত বক্তব্য এবং ট্রাম্পের নতুন নিয়োগের ঘোষণাকে দুটি পৃথক বিষয় হিসেবে দেখা উচিত।

মিলারের ব্যক্তিত্ব নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক অঙ্গনে দীর্ঘদিন ধরেই বিতর্ক রয়েছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সমর্থকদের কাছে তিনি একজন দক্ষ, পরিশ্রমী ও নীতিনির্ধারণে দৃঢ় অবস্থানের মানুষ। তাঁদের মতে, তিনি প্রেসিডেন্টের পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নের জন্য দ্রুত কাজ করতে পারেন। অন্যদিকে সমালোচকদের কাছে তিনি কঠোর অভিবাসন নীতির অন্যতম প্রধান মুখ এবং তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে ব্যাপক উদ্বেগ রয়েছে।

২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত মার্কিন গণমাধ্যম পিবিএসের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, দ্বিতীয় মেয়াদে মিলারের প্রশাসনিক প্রভাব প্রথম মেয়াদের তুলনায় অনেক বেড়েছে। অভিবাসন নীতির পাশাপাশি পররাষ্ট্রনীতি ও জাতীয় নিরাপত্তাসংক্রান্ত বিষয়েও তাঁর ভূমিকা বিস্তৃত হয়েছে। মিলারের নতুন দায়িত্বের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয়। হোয়াইট হাউসের প্রধান হিসেবে তাঁকে প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া, বিভিন্ন বিভাগের কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ এবং প্রশাসনের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে।

এই পদটি যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসনে অত্যন্ত প্রভাবশালী। প্রেসিডেন্টের সময়সূচি, গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক, নীতিগত সিদ্ধান্তের প্রস্তুতি এবং বিভিন্ন সরকারি বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রধানের ভূমিকা থাকে। ফলে এই পদে কে দায়িত্ব পালন করছেন, তা প্রশাসনের সামগ্রিক কার্যক্রমে বড় প্রভাব ফেলতে পারে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের জন্যও এই নিয়োগ রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। মধ্যবর্তী নির্বাচনে দলের দুর্বল ফলাফলের পর তিনি প্রশাসনের কার্যক্রম আরও গতিশীল করতে চাইছেন বলে এই পরিবর্তনকে দেখা হচ্ছে। তবে নতুন নেতৃত্বের মাধ্যমে প্রশাসন কতটা সফল হবে, তা নির্ভর করবে আগামী দিনের সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নের ওপর।

যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশি ও অন্যান্য অভিবাসী সম্প্রদায়ের জন্যও বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করা জরুরি। বিশেষ করে যাঁরা শিক্ষার্থী ভিসা, কর্মসংস্থানভিত্তিক ভিসা, পারিবারিক অভিবাসন কিংবা স্থায়ী বসবাসের অনুমতির জন্য অপেক্ষা করছেন, তাঁদের প্রশাসনের নতুন নীতিগত অবস্থান সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। তবে নতুন নিয়োগের কারণে কারও বিদ্যমান ভিসা, স্থায়ী বসবাসের অনুমতি কিংবা নাগরিকত্বের আবেদন স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে-এমন কোনো ঘোষণা পাওয়া যায়নি। তাই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অতিরঞ্জিত তথ্যের পরিবর্তে সরকারি ঘোষণা ও নির্ভরযোগ্য সংবাদমাধ্যমের তথ্য অনুসরণ করা উচিত।

সব মিলিয়ে স্টিফেন মিলারের নিয়োগ ট্রাম্প প্রশাসনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। তাঁর দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং কঠোর অভিবাসন নীতিতে ভূমিকার কারণে নতুন দায়িত্বে তাঁর প্রতিটি সিদ্ধান্তের দিকে নজর থাকবে যুক্তরাষ্ট্রসহ আন্তর্জাতিক মহলের।

মার্ক মিডোজের নামে প্রচারিত প্রশংসাসূচক বক্তব্য নতুন প্রধানকে নিয়ে সমর্থকদের আগ্রহ বাড়িয়েছে। তবে প্রকৃত পরীক্ষা শুরু হবে ৯ নভেম্বর দায়িত্ব গ্রহণের পর। প্রশাসন পরিচালনা, বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় এবং প্রেসিডেন্টের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে মিলার কতটা সফল হন, সেটিই এখন দেখার বিষয়।

চিটাগাং এসোসিয়েশন অফ নর্থ

২৬ পৃষ্ঠার পর

"গঠনতন্ত্র সংশোধনী কমিটি"র প্রধান সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং বর্তমান প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ সেলিম " গঠনতন্ত্র সংশোধনী" প্রস্তাবসমূহ পয়েন্ট বাই পয়েন্ট তুলে ধরেন। বিভিন্ন ধারা এবং উপধারার বিশদ ব্যাখ্যা তুলে ধরেন গঠনতন্ত্র সংশোধন কমিটির অন্যতম সদস্য, সংগঠনের সিনিয়র সদস্য মোহাম্মদ নুরুল আনোয়ার।

সাধারণ সভার রেজুলেশন উত্থাপন করেন ট্রাষ্টি বোর্ডের সম্মানিত কো-চেয়ারম্যান জনাব কামাল হোসেন মিঠু।

সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে রয়েছে:

১.সংগঠনের আয়-ব্যায়ের হিসেব অনুমোদন

২.বর্তমান কার্যকরী কমিটির মেয়াদ ৩রা নভেম্বর ২০২৬ থেকে ৩রা নভেম্বর ২০২৭ পর্যন্ত অথবা মহামান্য আদালতের মামলা নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বর্ধিতকরণ।

৩.সংগঠনের গঠনতন্ত্রের প্রস্তাবিত সংশোধনী অনুমোদন

৪.অন্যায়ভাবে এবং অসৎ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে যারা সংগঠনকে আর্থিক এবং সামাজিক ক্ষতির সম্মুখীন করেছেন তাদের বিরুদ্ধে সংগঠনের বিধান ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রচলিত আইন অনুযায়ী অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব।

সভায় উপস্থিত সকল সদস্য সদস্যাগন ভোট প্রদান করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে প্রস্তাবিত উপরোক্ত চারটি বিষয় সাধারণ সভায় পাস হয় এবং পাসের দিন থেকে কার্যকর বিবেচিত হবে বলে মত প্রকাশ করা হয়।

সাধারণ সভায় বক্তব্য প্রদান করেন সাবেক ট্রাষ্টি চেয়ারম্যান এবং সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ হানিফ, সাবেক সভাপতি কাজী শাখাওয়াত হোসেন আজম, সমিতির প্রতিষ্ঠাতা কোষাধক্ষ বর্তমান ট্রাষ্টি বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ শামসুল আলম চৌধুরী,সাবেক সভাপতি/ সাধারণ সম্পাদক, বর্তমান বোর্ড অফ ট্রাষ্টি সিনিয়র মেম্বার মুনীর আহমেদ, বোর্ড অফ ট্রাষ্টি সদস্য ও সাবেক নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ শাহজাহান, বোর্ড অফ ট্রাষ্টি সদস্য সৈয়দ মোশাররফ হোসেন বাবর, বোর্ড অফ ট্রাষ্টি সদস্য আবুল কাশেম চট্টলা,সংগঠনের সাবেক নির্বাচন কমিশনার এবং বর্তমান বোর্ড অফ ট্রাষ্টি সদস্য মিজানুর রহমান জাহাঙ্গীর, বোর্ড অফ ট্রাষ্টি সদস্য এবং বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ আবু তালেব চৌধুরী চান্দু, সংগঠনের উপদেষ্টা সদস্য সাহাবুদ্দিন চৌধুরী লিটন, মোহাম্মদ দিদারুল আলম, মোহাম্মদ জামালাউদ্দিন, মতিউর রহমান চৌধুরী, মোহাম্মদ আবুল কালাম (কানেকটিকাট), আব্দুল্লাহ আল মামুন (নিউজার্সি),সাবেক নেতৃবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আরিফ চৌধুরী, খোকন কে চৌধুরী, আশ্রাব আলী খান লিটন, মোহাম্মদ রুমি, এডভোকেট আব্দুল হামিদ, কাজী ইকবাল, মোহাম্মদ আমিন, মেজেবাউদ্দিন আহমেদ, মোহাম্মদ কাউসার চৌধুরী, বাসন আলী, উত্তম দাস, বর্তমান নেতৃবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কলিমুল্লাহ মাস্টার, তানিম মহসিন,হাজী তৌহিদুল আলম, জাবের শফি, মোহাম্মদ নুরুল আমিন, আক্তার হোসেন, অজয় প্রসাদ তালুকদার,ইমরুল কায়সার, নাসিরুদ্দিন, মোহাম্মদ মহিম উদ্দিন।

সুস্বাদু রাতের খাবার পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সাধারণ সভার কার্যক্রম শেষ হয়।

বাংলাদেশে ২ কোটি ৬০ লাখ শিশুর

১৪ পৃষ্ঠার পর

তাদের উন্নত কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির ভিত্তি গড়ে উঠবে।

বাংলাদেশের সরকারি-বেসরকারি বিদ্যালয়, কিন্ডারগার্টেন ও মাদ্রাসায় দুই কোটির বেশি শিশু প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করছে।

এ কর্মসূচির আওতায় শিশুদের পড়া, লেখা ও গণিতের মৌলিক দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা দেবে বিশ্বব্যাংক। এ জন্য শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, কাঠামোবদ্ধ পাঠপরিকল্পনা প্রণয়ন ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। পাশাপাশি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৯০ শতাংশ প্রধান শিক্ষককে নেতৃত্ববিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এবং বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা আরও শক্তিশালী করা হবে।

পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়া শিশুদের ঘাটতি কাটিয়ে উঠতে বিশেষ শিখন সহায়তাও দেওয়া হবে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের শিখনফল বা লার্নিং আউটকাম সবচেয়ে দুর্বল-এমন জেলাগুলোকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। বিশ্বব্যাংকের জ্যেষ্ঠ শিক্ষা বিশেষজ্ঞ ও কর্মসূচিটির দলনেতা তাসমিনা রহমান বলেন, "ভালো কর্মসংস্থানের উপযোগী দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে মৌলিক শিক্ষায় শক্ত ভিত্তি গড়ে তোলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোনো শিশু যাতে পিছিয়ে না পড়ে, তা নিশ্চিত করতে কর্মসূচিটির আওতায় পড়াশোনায় পিছিয়ে থাকা শিশুদের বিশেষ শিখন সহায়তা দেওয়া হবে। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা জেলাগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।"

তিনি বলেন, এ উদ্যোগের মাধ্যমে শিক্ষকদের দক্ষতা ও বিদ্যালয়ের নেতৃত্বের মানোন্নয়ন, বাজেট ব্যবহারে জবাবদিহি বৃদ্ধি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে তথ্য-উপাত্তের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতেও সহায়তা দেওয়া হবে।

কর্মসূচিটির আওতায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হবে, যাতে তারা শিশুদের পড়া, লেখা ও গণিতের মৌলিক দক্ষতা উন্নয়নে আরও কার্যকরভাবে পাঠদান করতে পারেন। পাশাপাশি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর ফলে শিশুরা মৌলিক দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি আনুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য আরও ভালোভাবে প্রস্তুত হতে পারবে।

বিশ্বব্যাংকের প্রাক্কলন অনুযায়ী, এ কর্মসূচির ফলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে আরও ৮ লাখ ৪৩ হাজার উন্নত ও বেশি বেতনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

নিম্ন আয়ের দেশগুলোর জন্য বিশ্বব্যাংক গ্রুপের তহবিল আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (আইডিএ) থেকে এ অর্থায়ন দেওয়া হচ্ছে। পাঁচ বছরের গ্রেস পিরিয়ডসহ ঋণের মেয়াদ ২৫ বছর।

বাংলাদেশে হামলা-হয়রানির শিকার

১৪ পৃষ্ঠার পর

বন্দুকধারীর হামলায় সাংবাদিক লুৎফুজ্জামান আলিফ ফকির নিহত হন। সহকর্মীদের দাবি, বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক অনিয়ম-দুর্নীতি নিয়ে অনুসন্ধানী লেখালেখির কারণে তাঁকে খুব কাছ থেকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

১৮ সাংবাদিকের ওপর হামলা

প্রতিবেদনে বলা হয়, অক্টোবর মাসে রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও সন্ত্রাসীদের হাতে অন্তত ১৮ জন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের হামলায় চার সাংবাদিক আহত হন।

অভিযোগ অনুযায়ী, ছাত্রদল নেতার নেতৃত্বে রামদা, চাপাতি, হকিস্টিক ও ব্যাট হাতে মিছিল থেকে আসা নেতা-কর্মীরা অস্ত্রের ভিডিও ধারণ করতে যাওয়া সাংবাদিকদের মারধর করেন। এতে একজন সাংবাদিকের মাথা ফেটে যায়। এ সময় আহত সাংবাদিকদের উদ্ধারে এগিয়ে আসা অন্য সাংবাদিকদেরও হত্যার হুমকি দেওয়া হয়।

এ ছাড়া গাজীপুরের টঙ্গীতে এক সাংবাদিককে অপহরণের অভিযোগ ওঠে। ওই সাংবাদিকের দাবি, মোটরসাইকেলে আসা ৪০ থেকে ৫০ জন ব্যক্তি তাঁর চোখ-মুখ বেঁধে তুলে নিয়ে যান। পরে দেশীয় অস্ত্র দিয়ে মারধর করে এক কোটি টাকা চাঁদা দাবি করেন। এক নারীর সঙ্গে জোরপূর্বক বিয়ে দিয়ে নগ্ন ভিডিও ধারণ করা হয় বলেও অভিযোগ করেন তিনি। মাজার বস্তির মাদকের সংবাদ প্রকাশ করলে ওই ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। একপর্যায়ে জ্ঞান হারালে তাঁকে ফেলে যাওয়া হয়।

আইনি হয়রানি ও হুমকির শিকার ৯ সাংবাদিক

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, অক্টোবর মাসে অন্তত ৯ জন সাংবাদিক আইনি হয়রানি ও হুমকির শিকার হয়েছেন।

এর মধ্যে ঝিনাইদহ কলেজের অনিয়মের সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে দুই সাংবাদিক হামলার শিকার হন। সাংবাদিকদের অভিযোগ, কলেজের ইট বিক্রির অনিয়ম আড়াল করতে অধ্যক্ষের মদদে বহিরাগত ব্যক্তিরা তাঁদের রড দিয়ে পেটান। পরে মিথ্যা মামলায় তাঁদের কারাগারে পাঠানো হয়। পরিবারের দাবি, ডিবি পুলিশের মাদক-সংশ্লিষ্টতার সংবাদ প্রকাশের জেরে পরিকল্পিতভাবে তাঁদের ফাঁসানো হয়েছে।

এ ছাড়া মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের এক চিকিৎসক সিলেট সাইবার নিরাপত্তা আদালতে দুই সাংবাদিকের বিরুদ্ধে সাইবার সুরক্ষা আইনে মামলা করেছেন।

প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয়, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজের মর্গে মৃত নারীদের সঙ্গে বিকৃত যৌনাচারের অভিযোগ নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করায় এক সাংবাদিক প্রাণনাশের হুমকি পেয়েছেন। ওই সাংবাদিকের করা জিডিতে মর্গের সাবেক এক সহকারীকে হুমকিদাতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অভিযোগ অনুযায়ী, তিনি ফোন করে ভয় দেখান এবং 'কোর্টে দেখে নেওয়ার' বার্তা পাঠান।

সাংবাদিকদের ওপর হামলা ও আইনি হয়রানির এসব ঘটনাকে মুক্ত গণমাধ্যমের জন্য অশনিসংকেত বলে মনে করে বিএজে। সংগঠনটির মতে, রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে কিংবা পেশিশক্তি ব্যবহার করে সাংবাদিকদের কণ্ঠরোধের চেষ্টা গণতান্ত্রিক পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। বিএজে অবিলম্বে প্রতিটি ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত, দায়ী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং সাংবাদিকদের পেশাগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছে।

ইকবাল সোবহান চৌধুরী ডিবি হেফাজতে

ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তথ্য উপদেষ্টা ও টেলিভিশন চ্যানেল ডিবিসির সাবেক চেয়ারম্যান ইকবাল সোবহান চৌধুরীকে ডিবি কার্যালয়ে নেওয়া হয়েছে। কী কারণে তাকে সেখানে নেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে কিছু জানা যায়নি।

ঢাকার দৈনিক প্রথম আলোর খবর অনুযায়ী, ৪ নভেম্বর বুধবার বেলা সাড়ে তিনটার দিকে রাজধানীর মহাখালীতে ডিবিসি কার্যালয় থেকে ইকবাল সোবহান চৌধুরীকে ডিবি কার্যালয়ে নেওয়া হয়। ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) অতিরিক্ত কমিশনার শফিকুল ইসলাম প্রথম আলোকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

শফিকুল ইসলাম বলেন, ''ইকবাল সোবহান চৌধুরী বিকেলে অফিসে যাওয়ার পর একটা অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। খবর পেয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়াতে তাকে ডিবি কার্যালয়ে আনা হয়েছে। সেখান থেকে আরো দুজনকে আনা হয়েছে। তাদের সঙ্গে আমরা কথা বলছি।''

একই সময়ে ডিবিসি নিউজের অপরাধ বিষয়ক প্রধান প্রতিবেদক রাজীব ঘোষকেও ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

বাংলাদেশে আবারও ষড়যন্ত্র হচ্ছে,

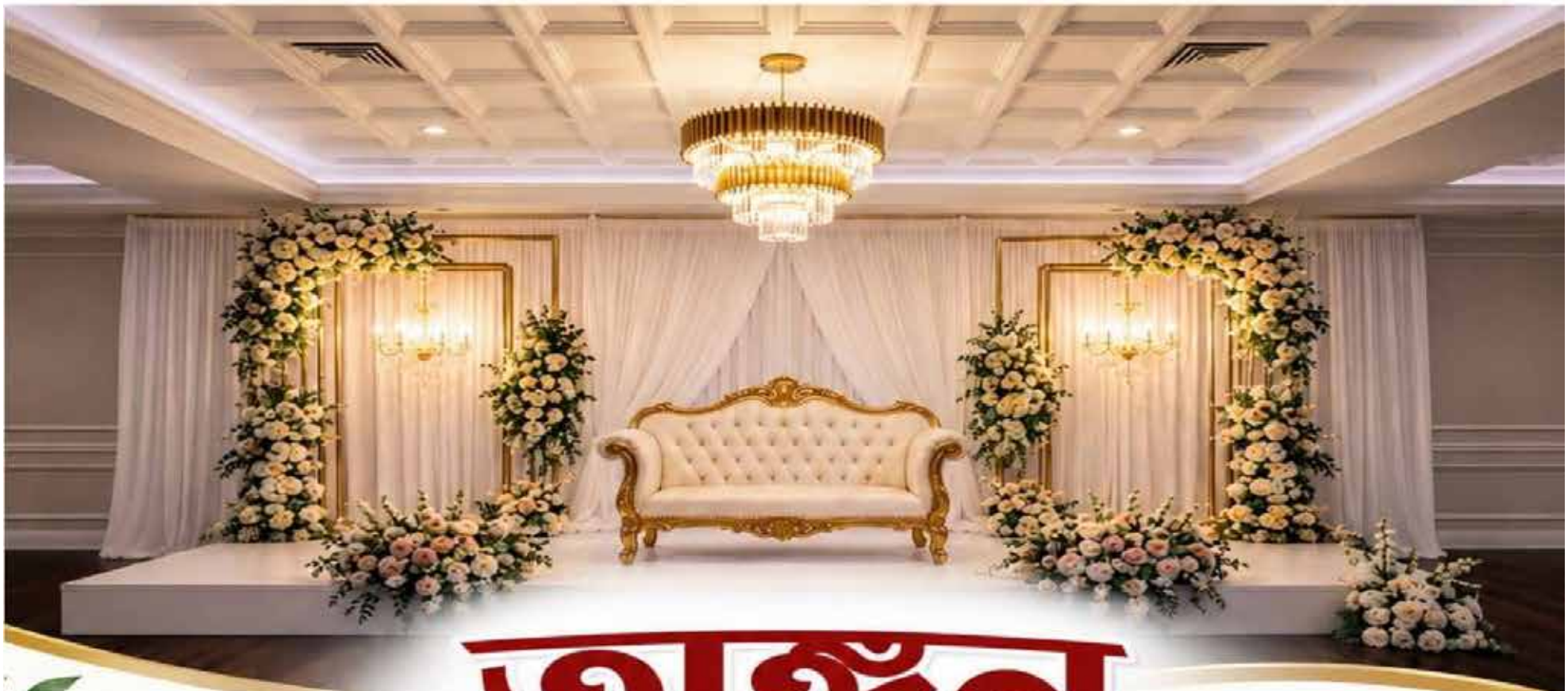
১৫ পৃষ্ঠার পর

আন্দোলনের মধ্য দিয়ে।' অতীতের মতো এখনও একটি পক্ষ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আবারও তারা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বকে ক্ষুন্ন করতে চায়, আবার তারা ডামি নির্বাচনের ব্যবস্থা চালু করতে চায়। এ সুযোগ আর দেওয়া হবে না।'

তিনি বলেন, 'যে দেশের মানুষ ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ করতে পারে, যে দেশের মানুষ ১৯৭৫ সালের সিপাহি-জনতার বিপ্লব ঘটাতে পারে, যে দেশের মানুষ ২০২৪ সালে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান ঘটাতে পারে, সে দেশের মানুষকে ষড়যন্ত্র করে দাবিয়ে রাখা যাবে না।'

বক্তব্য শেষ করে প্রধানমন্ত্রী পায়ে হেঁটে র‍্যালিতে যোগ দেন। এ সময় তিনি হাত উঁচিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা সাধারণ মানুষের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। বিকেল সাড়ে ৪টায় প্রধানমন্ত্রী মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে পৌঁছে সমাপনী বক্তব্য দেন।

মন্ত্রিসভার সদস্যসহ সর্বস্তরের নেতা-কর্মীরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে র‍্যালিতে অংশ নেন। - বাসস



অঙ্গন পার্টি হল

ANGAN PARTY HALL

89-16, 175 Street
Jamaica NY 11432





বিয়ে
বিবাহ বার্ষিকী
আকিকা
বেবি শাওয়ার
জন্মদিন
সভা-সেমিনার
গ্র্যাজুয়েশন পার্টি

জ্যামাইকায় অবস্থিত ৬০০০ বর্গফুটের
সম্পূর্ণ নতুন অঙ্গন পার্টি হল থেকে
শুরু হোক আপনার স্মৃতিগুলো

এখানে রেগুলার ইভেন্টসহ
যেকোন অনুষ্ঠানের
বুকিং নেওয়া হয়

929-512-6426

ইমেইল:
anganhallny@gmail.com

কংগ্রেসের দুই কক্ষ হারিয়ে চাপে

১০ পৃষ্ঠার পর

বসবাস করছেন, তাঁদের জন্য অভিবাসননীতির ভবিষ্যৎ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। তবে কংগ্রেসে ডেমোক্র্যাটদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হলেই গ্রিন কার্ড, নাগরিকত্ব, আশ্রয় বা নির্বাসনসংক্রান্ত নিয়ম স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিবর্তিত হবে না। এসব পরিবর্তনের জন্য আইন, প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত অথবা আদালতের আদেশ প্রয়োজন হতে পারে।

সরকারি বাজেট নিয়েও দুই পক্ষের মধ্যে বড় ধরনের মতবিরোধ তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সরকারি দপ্তর, প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও সামাজিক নিরাপত্তা খাতে অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। নতুন কংগ্রেস দায়িত্ব নেওয়ার পর ডেমোক্র্যাটরা নিজেদের অগ্রাধিকার অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করতে পারে। অন্যদিকে ট্রাম্প প্রশাসন তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন নিশ্চিত করতে চাইবে।

১১ ডিসেম্বর ২০২৬ বর্তমান অস্থায়ী সরকারি অর্থায়নের গুরুত্বপূর্ণ সময়সীমা। এর আগে নতুন অর্থায়ন নিয়ে সমঝোতা না হলে সরকারি কার্যক্রমে অর্থসংকট এবং আংশিক অচলাবস্থার ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। ফলে নির্বাচনের পরপরই বাজেট নিয়ে রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে দর-কষাকষি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

স্বাস্থ্যসেবা ও বাড়িভাড়ার ব্যয় নিয়েও নতুন রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হতে পারে। ডেমোক্র্যাটরা স্বাস্থ্যবিমা, চিকিৎসা ব্যয় এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার খরচ কমানোর উদ্যোগ নিতে পারে। অন্যদিকে ট্রাম্প প্রশাসন তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক ও করসংক্রান্ত পরিকল্পনা এগিয়ে নিতে চাইবে। এসব বিষয়ে দুই পক্ষ একমত না হলে নতুন আইন পাসে বিলম্ব হতে পারে।

কংগ্রেসের কমিটিগুলোর নিয়ন্ত্রণ পরিবর্তনও ট্রাম্প প্রশাসনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নতুন কংগ্রেসে ডেমোক্র্যাটরা বিভিন্ন কমিটির নেতৃত্ব পেলে হোয়াইট হাউসের সিদ্ধান্ত, সরকারি ব্যয়, প্রশাসনিক কার্যক্রম এবং বিভিন্ন নীতির বাস্তবায়ন নিয়ে তদন্ত ও শুনানি আয়োজন করতে পারবে। প্রয়োজনে সরকারি কর্মকর্তাদের হাজির হতে এবং সংশ্লিষ্ট নথিপত্র জমা দিতে বলা হতে পারে। তবে তদন্ত বা অভিযোগের অর্থ এই নয় যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অপরাধ করেছেন; অভিযোগের সত্যতা নির্ধারণে যথাযথ প্রক্রিয়া প্রয়োজন।

নতুন পরিস্থিতিতে ট্রাম্প প্রশাসনের আইন প্রণয়নের পথও কিছুটা কঠিন হতে পারে। কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিল পাস করতে হলে প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেটে প্রয়োজনীয় সমর্থন নিশ্চিত করতে হবে। প্রেসিডেন্ট কোনো বিলে ভেটো দিলে কংগ্রেসের উভয় কক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থন ছাড়া সেই ভেটো অতিক্রম করা সম্ভব নয়। ফলে ডেমোক্র্যাটরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও ট্রাম্প প্রশাসনের সব সিদ্ধান্ত বাতিল করতে পারবে না।

সিনেটের নিয়োগ অনুমোদনের ক্ষমতাও নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। মন্ত্রিসভার সদস্য, রাষ্ট্রদূত ও ফেডারেল বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে সিনেটের অনুমোদন প্রয়োজন। ফলে নতুন সিনেট প্রশাসনের মনোনীত ব্যক্তিদের যোগ্যতা ও নীতিগত অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারবে। তবে এসব নিয়োগের ক্ষেত্রে সংবিধান ও সিনেটের প্রচলিত নিয়ম অনুসরণ করতে হবে।

বিদেশনীতি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও শুল্ক নিয়েও ওয়াশিংটনে বিতর্ক বাড়তে পারে। বিশেষ করে বিভিন্ন দেশের ওপর আরোপিত শুল্ক, আন্তর্জাতিক সংঘাত এবং প্রতিরক্ষা ব্যয়ের মতো বিষয়ে কংগ্রেসের সদস্যরা প্রশাসনের কাছে ব্যাখ্যা চাইতে পারেন। তবে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনায় প্রেসিডেন্টের সাংবিধানিক ক্ষমতা রয়েছে। কংগ্রেস আইন প্রণয়ন, অর্থ বরাদ্দ ও তদারকির মাধ্যমে এসব বিষয়ে প্রভাব রাখতে পারে।

২০২৭ সালের জানুয়ারি থেকে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। হোয়াইট হাউসের নিয়ন্ত্রণ ট্রাম্পের হাতে থাকলেও কংগ্রেসের দুই কক্ষ ডেমোক্র্যাটদের নিয়ন্ত্রণে যাওয়ায় আইন প্রণয়ন, বাজেট অনুমোদন ও প্রশাসনিক তদারকিতে নতুন বাস্তবতা তৈরি হবে। এতে অভিবাসন থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যসেবা, অর্থনীতি ও সরকারি ব্যয়-বিভিন্ন বিষয়ে দুই দলের মধ্যে সমঝোতা ও মতবিরোধ দুটিই বাড়তে পারে। আগামী দুই বছর যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে এই ক্ষমতার ভারসাম্য কতটা কার্যকর হয়, সেটিই এখন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। সংবাদ সুত্র ওয়েব পোর্টাল সিএসবি নিউজ ।

যুক্তরাষ্ট্রে থেকেই গ্রিন কার্ড পাওয়া

১১ পৃষ্ঠার পর

পরিবারের মাধ্যমে গ্রিন কার্ড পাওয়ার আবেদনকারীদের জন্যও বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। কোনো আমেরিকান নাগরিকের স্বামী বা স্ত্রী কিংবা নির্দিষ্ট পারিবারিক সম্পর্কের ভিত্তিতে আবেদনকারী ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে থেকে আবেদন করার যোগ্য হতে পারেন। তবে তাঁর প্রবেশের ধরন, আইনগত অবস্থান এবং অন্যান্য শর্ত পূরণ হয়েছে কি না, তা যাচাই করতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন আইনের ২৪৫ নম্বর ধারায় দেশটির ভেতরে অবস্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে স্থায়ী বসবাসের অনুমতি পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। সাধারণভাবে আবেদনকারীকে বৈধভাবে পরীক্ষা করে প্রবেশ বা অনুমোদিতভাবে প্রবেশের শর্ত পূরণ করতে হয়। পাশাপাশি তাঁর জন্য অভিবাসী ভিসা পাওয়ার যোগ্যতা এবং প্রয়োজনীয় ভিসা পাওয়ার সুযোগ থাকতে হয়।

তবে আইনে কিছু ব্যতিক্রমও রয়েছে। আমেরিকার নাগরিকের নিকটতম পরিবারের সদস্যদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়া বা অনুমতি ছাড়া কাজ করার মতো বিষয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ আইনি সুবিধা থাকতে পারে। আবার কিছু কর্মভিত্তিক আবেদনকারীর ক্ষেত্রে এসব বিষয় বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই সবার জন্য একই নিয়ম প্রযোজ্য নয়।

নতুন নির্দেশনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, শুধু কোনো নেতিবাচক তথ্য না থাকলেই আবেদন অনুমোদনের নিশ্চয়তা পাওয়া যাবে না। আবেদনকারী যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি পাওয়ার জন্য কেন বিশেষ বিবেচনার যোগ্য, তার পক্ষে ইতিবাচক তথ্য ও প্রমাণও গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

এ ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রে পরিবারের সদস্য থাকা, দীর্ঘদিনের সামাজিক সম্পর্ক, কর্মক্ষেত্রে অবদান, ভালো চরিত্র, মানবিক পরিস্থিতি এবং অন্যান্য ইতিবাচক বিষয় বিবেচনায় আসতে পারে। তবে এগুলোর কোনোটিই এককভাবে অনুমোদনের নিশ্চয়তা দেয় না।

আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ও কর্মীদের জন্য ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী বিষয়ক দপ্তর এক ব্যাখ্যায় জানিয়েছে, নতুন নির্দেশনা অবস্থান পরিবর্তনের আইনি যোগ্যতার শর্ত পরিবর্তন করেনি। একই সঙ্গে নতুন কোনো আবেদনপত্র বা নতুন আইনি শর্তও তৈরি করেনি। তবে আবেদন যাচাইয়ের সময় অভিবাসন কর্মকর্তাদের বিবেচনাধীন ক্ষমতা ব্যবহারে এটি প্রভাব ফেলতে পারে।

অর্থাৎ আগে থেকেই আবেদন জমা দিয়েছেন, এমন ব্যক্তিদেরও নতুন নির্দেশনার প্রভাব বিবেচনা করতে হতে পারে। তবে শুধু নতুন নীতির কারণে পুরোনো আবেদন প্রত্যাহার করা, পরিবর্তন করা কিংবা নতুন করে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

আন্তর্জাতিক অভিবাসন আইনবিষয়ক প্রতিষ্ঠান ফ্র্যাগোমেনের ২৪ মে প্রকাশিত বিশ্লেষণেও বলা হয়েছে, দেশটির ভেতরে থেকে গ্রিন কার্ডের আবেদন করার সুযোগ এখনো রয়েছে। তবে আবেদনকারীর অভিবাসন ইতিহাস, অনুমতি ছাড়া কাজ, ভিসার শর্ত লঙ্ঘন এবং সাময়িক ভিসায় প্রবেশের পর স্থায়ী বসবাসের আবেদন করার পরিস্থিতি আরও গভীরভাবে বিবেচিত হতে পারে।

নতুন নীতির বাস্তব প্রভাব কতটা হবে, তা নিয়েও এখনো কিছু অনিশ্চয়তা রয়েছে। আবেদন অনুমোদনের হার কতটা কমবে, কোন ধরনের পরিস্থিতিকে বিশেষ ব্যতিক্রম হিসেবে বিবেচনা করা হবে এবং বিভিন্ন শ্রেণির আবেদনকারীর ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ কীভাবে সিদ্ধান্ত নেবে, এসব বিষয়ে আরও স্পষ্ট ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে থেকে আবেদন করলেও সব ক্ষেত্রে নিজ দেশে ফিরে সাক্ষাৎকার দেওয়া সম্ভব হবে, এমন নিশ্চয়তা নেই। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের ১৫ জুলাই ২০২৬ সালের নির্দেশনা অনুযায়ী, সাধারণভাবে অভিবাসী ভিসার সাক্ষাৎকার আবেদনকারীর বসবাসের দেশ অথবা অনুরোধের ভিত্তিতে তাঁর জাতীয়তার দেশের নির্ধারিত কনস্যুলার এলাকায় নেওয়া হবে। কিছু বিশেষ মানবিক, চিকিৎসা বা পররাষ্ট্রনীতিসংক্রান্ত পরিস্থিতিতে ব্যতিক্রমের সুযোগ রয়েছে।

বাংলাদেশি অভিবাসীদের জন্যও নতুন নির্দেশনা গুরুত্বপূর্ণ। যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা করছেন, চাকরি করছেন কিংবা পরিবারের মাধ্যমে স্থায়ী বসবাসের আবেদন করার পরিকল্পনা করছেন-এমন ব্যক্তিদের নিজেদের পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বিশেষ করে যাঁদের ভিসার মেয়াদ শেষ হয়েছে, অনুমতি ছাড়া কাজের ইতিহাস রয়েছে অথবা আগে কোনো অভিবাসনসংক্রান্ত জটিলতা তৈরি হয়েছে, তাঁদের অতিরিক্ত সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, নতুন নির্দেশনা জারির পর আতঙ্কিত হয়ে যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে যাওয়া কিংবা আগে থেকে জমা দেওয়া আবেদন প্রত্যাহার করা উচিত নয়। কারণ দেশ ছেড়ে যাওয়ার ফলে কিছু আবেদনকারীর ক্ষেত্রে পুনরায় প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা বা দীর্ঘমেয়াদি জটিলতা তৈরি হতে পারে। বিশেষ করে অবৈধভাবে অবস্থানের ইতিহাস থাকলে দেশত্যাগের আগে আইনি পরামর্শ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

অভিবাসন আইনজীবীরা আবেদনকারীদের নিজেদের ভিসার ধরন, প্রবেশের কাগজপত্র, পারিবারিক সম্পর্ক, চাকরির ইতিহাস এবং পূর্ববর্তী অভিবাসনসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করার পরামর্শ দিচ্ছেন।

সব মিলিয়ে, ২০২৬ সালের মে মাসের নতুন নির্দেশনা যুক্তরাষ্ট্রে সাময়িক ভিসাধারীদের জন্য গ্রিন কার্ড পাওয়ার প্রক্রিয়াকে কঠিন ও অনিশ্চিত করেছে। তবে দেশটির ভেতরে থেকে আবেদন করার সুযোগ পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। তাই 'আমেরিকায় থেকে আর গ্রিন কার্ডের আবেদন করা যাবে না'-এমন প্রচার সঠিক নয়। বরং নতুন বাস্তবতায় প্রত্যেক আবেদনকারীর ব্যক্তিগত পরিস্থিতি, আইনি যোগ্যতা এবং প্রমাণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

আমরা 'বেশি কঠোর' ছিলাম -

৫ পৃষ্ঠার পর

নিয়ে উদ্বেগের পর ভোটারদের জন্য তৃতীয় প্রধান গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু ছিল অভিবাসন। এমনকি টেক্সাসের মতো ঐতিহাসিকভাবে কট্টর রক্ষণশীল স্টেটেও ল্যাটিনো ভোটাররা ডেমোক্র্যাটদের পক্ষে ঝুঁকে পড়ায় কংগ্রেসে দলটির ঐতিহাসিক ভূমিধস বিজয় নিশ্চিত হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সিক্সটি মিনিটসকে বলেন, মধ্যবর্তী নির্বাচনে অভিবাসন ইস্যুটি রিপাবলিকানদের 'একই সাথে সাহায্য করেছে আবার ক্ষতিও করেছে।' তিনি বলেন, 'সীমান্ত পুরোপুরি বন্ধ করার জন্য আমি মনে করি আমি এ প্লাস পাওয়ার যোগ্য।' তিনি আরও যোগ করেন, 'খারাপ লোকদের দেশ থেকে বের করে দেওয়ার ক্ষেত্রে আমি অত্যন্ত উচ্চ নম্বর পাব।'

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প অকপটে স্বীকার করে বলেন, 'কিন্তু আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি কারণ আমরা এমন বহু মানুষকেও ধরেছি যাদের ভালো চাকরি ছিল এবং তাদের একমাত্র অপরাধ বা আইন ভঙ্গ করার বিষয় ছিল যে তারা অবৈধভাবে দেশে এসেছিল। আমি মনে করি এটি বেশি কঠোর হয়ে গিয়েছিল।' কংগ্রেসে বিজয়ী হওয়া ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে বসে 'অভিবাসন নিয়ে কিছু করার' আগ্রহও প্রকাশ করেন ট্রাম্প; যদিও এ বিষয়ে কোনো বিস্তারিত রূপরেখা দেননি তিনি। অথচ ঠিক এক বছর আগে একই অনুষ্ঠানে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প দম্ভভরে বলেছিলেন যে তার প্রশাসনের অভিবাসন অভিযান 'যথেষ্ট দূর পর্যন্ত এগোতে পারেনি।'

৮ নভেম্বর রোববার দেওয়া প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এই সুর নরম করা বক্তব্যটি মূলত হোয়াইট হাউস ও ডিএইচএস-এর অফিশিয়াল অবস্থানের সঙ্গে তীব্র বৈপরীত্য তৈরি করেছে।

বিবিসিকে দেওয়া এক বিবৃতিতে হোয়াইট হাউসের এক নারী মুখপাত্র বলেছিলেন, 'যেসব অপরাধী অবৈধ অনুপ্রবেশকারী আমাদের সমাজে ত্রাস সৃষ্টি করছে, তাদের গ্রেপ্তার ও বিতাড়নের তৎপরতা বিন্দুমাত্র কমাবে না প্রশাসন।'

একই সুরে ডিএইচএসের এক মুখপাত্র বিবিসিকে বলেন, 'আইস (ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট) কোনোভাবেই পিছু হটছে না বা তাদের গতি কমাচ্ছে না।'

তবে মধ্যবর্তী নির্বাচনে দলের বড় পরাজয়ের পর ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স তাদের অভিবাসন কৌশল পর্যালোচনার পক্ষে ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ফলাফল নিয়ে দেওয়া এক দীর্ঘ পোস্টে ভ্যান্স লেখেন, 'আমি আইন প্রয়োগ পদ্ধতির পরিবর্তনের বিষয়ে ইতিবাচক-যেমন যারা অবৈধ শ্রমিক নিয়োগ করে সেই সব ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের ওপর বেশি নজর দেওয়া যেতে পারে।'

তবে এই বক্তব্যের মধ্যেও গত ৬ নভেম্বর শুক্রবার অভিবাসনবিরোধী কট্টরপন্থি হিসেবে পরিচিত দীর্ঘদিনের সহযোগী স্টিফেন মিলারকে হোয়াইট হাউসের চিফ অব স্টাফ হিসেবে পদোন্নতি দেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প; যা প্রশাসনের ভেতর এখনো কোনো বড় ছাড় না দেওয়ার ইঙ্গিতই বহন করে।

স্টিফেন মিলারকে ট্রাম্পের প্রথম ও দ্বিতীয় মেয়াদের কট্টর অভিবাসন নীতির মূল রূপকার হিসেবে দেখা হয়।

ইমিগ্রেশন এন্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট বা আইস-এর সূত্রগুলো সিবিএস নিউজকে জানিয়েছে, সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে কর্মকর্তাদের দৈনিক প্রায় ২ হাজার ৭০০ জন অবৈধ অভিবাসীকে গ্রেপ্তারের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে বলা হয়েছিল; যা আগের দৈনিক ২ হাজার জনের লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও বেশি।

চলতি বছর যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে চলা অভিবাসনবিরোধী এসব সাঁড়াশি অভিযানের বিরুদ্ধে শিকাগো, মিনিয়াপোলিস এবং লস অ্যাঞ্জেলেসের মতো বড় বড় শহরগুলোতে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়। মিনিয়াপোলিসে অভিবাসন এজেন্টদের গুলিতে রেনি গুড এবং অ্যালেক্স প্রেত্তি নামের দুই মার্কিন বিক্ষোভকারী নিহত হয়েছিলেন। - বিবিসি

নেতানিয়াহু নয়, প্রতিদ্বন্দ্বী আইজেনকোটকে নতুন সরকার গঠনের দায়িত্ব দিলেন ইসরায়েলের প্রেসিডেন্ট

৮ পৃষ্ঠার পর

'অনুমিত পথই বেছে নিয়েছেন'।

নূর ওদেহ বলেন, 'নেসেটে আস্থা ভোটে উতরে যেতে পারে-এমন একটি সরকার গঠনের কঠিন কাজটি আইজেনকোটের জন্য এখন শুরু হবে। এক্ষেত্রে তাকে দুটি বিষয়ের মুখোমুখি হতে হবে: প্রথমত, নির্বাচনি প্রচারণায় দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলো যাতে খুব বেশি ভাঙতে না হয়; এবং দ্বিতীয়ত, নেতানিয়াহুর নেতৃত্বাধীন ডানপন্থি জোটের বিরোধিতা মোকাবিলা করে যেন এই সরকার টিকে থাকতে পারে।'

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আইজেনকোট সরকার গঠনে ব্যর্থ হলে প্রেসিডেন্ট হারজোগ অন্য একজন প্রার্থীকে মনোনীত করবেন। দ্বিতীয় মনোনীত ব্যক্তিও ব্যর্থ হলে পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা তৃতীয় কোনো প্রার্থীকে সমর্থন দিতে পারবেন। ওই প্রার্থী শেষ সুযোগ হিসেবে ১৪ দিন সময় পাবেন।

এরপরও যদি কোনো সরকার গঠন করা সম্ভব না হয়, তবে ৯০ দিনের মধ্যে নতুন নির্বাচনের ডাক দেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নেতানিয়াহুই দায়িত্ব পালন করে যাবেন।

নেতানিয়াহু সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ

আইজেনকোট ২০১৫ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ইসরায়েলের সেনাপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া ২০২৩ সালের অক্টোবরে গাজায় ইসরায়েলের জাতিগত নিধনযজ্ঞ ও যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর প্রথম আট মাস তিনি নেতানিয়াহুর যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভায় একজন পর্যবেক্ষক হিসেবে ছিলেন।

১১ আসন পাওয়া আরব-নেতৃত্বাধীন দলগুলোর জোট জয়েন্ট লিস্টের জ্যেষ্ঠ সদস্য আহমাদ তিবি শনিবার আল জাজিরাকে বলেন, হারজোগের এই সিদ্ধান্ত ছিল 'প্রত্যাশিত'।

আইজেনকোট ও নেতানিয়াহুর মধ্যকার প্রস্তাবিত ক্ষমতা ভাগাভাগির চুক্তির দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, 'আমরা শঙ্কিত ছিলাম যে প্রেসিডেন্ট হয়তো জাতীয় ঐক্যের সরকারের দিকে হাঁটবেন।'

তা না হওয়ায় আরব-নেতৃত্বাধীন দলগুলো সরকার গঠনের ম্যান্ডেট পাওয়ার ক্ষেত্রে আইজেনকোটকেই সমর্থন দিয়েছে, যা তাকে 'উল্লেখযোগ্য ব্যবধানে' এগিয়ে রেখেছে।

তিবি মনে করেন, আইজেনকোট বাইরে ঠেক 'আরব দলগুলোর নিয়ে' সংখ্যালঘু সরকার গঠনের দিকে এগোচ্ছেন।

আরব-নেতৃত্বাধীন দলগুলোর জন্য এটি 'স্বপ্নের সরকার' না হলেও, 'নেতানিয়াহু, বেন-গভির ও স্মটরিচের সরকারকে' ক্ষমতা থেকে নামানোকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন তিবি।

হারজোগের এ সিদ্ধান্তের কয়েক ঘণ্টা আগে নেতানিয়াহু হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, আরব-নেতৃত্বাধীন দলগুলোর সমর্থন নিয়ে বিরোধী জোট সরকার গঠন করলে তা ইসরায়েলের পতন ডেকে আনবে।

রেকর্ডকৃত এক ভিডিও ভাষণে নেতানিয়াহু বলেন, 'ইসলামপন্থিদের ওপর নির্ভরশীল সরকার ইসরায়েল রাষ্ট্রকে ভেতর থেকে ধ্বংস করে দেবে; ঠিক যেমনটি ইউরোপের দেশগুলোতে ঘটছে, এমনকি তার চেয়েও ভয়াবহ কিছু হবে।' ইউরোপের কিছু অংশ ইসলামি আইনের অধীনে চলে গেছে বলে উগ্র ডানপন্থী রাজনীতিবিদরা যে মিথ্যা দাবি করে থাকেন, নেতানিয়াহুর কণ্ঠেও সেই একই কথা প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

শুধু কাশ্মীরই নয়, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম

৮ পৃষ্ঠার পর

যেসব ভূখণ্ড পাকিস্তানের হাতে তুলে দিয়েছিলেন-তা নোয়াখালী হোক, চট্টগ্রাম বন্দর কিংবা সিলেট-সেগুলোও পুনরুদ্ধার করার সময় এসেছে।'

বিজেপি এমপির এই বক্তব্য সমর্থন করেছেন ত্রিপুরার প্রয়াত রাজার বংশধর ও তিপ্রা মথা পার্টির প্রধান প্রদ্যোত মাণিক্য। দুবের বক্তব্যের পক্ষ নিয়ে তিনি বলেন, 'আমি বরাবরই বলে আসছি যে দেশভাগের সময় আমার ঠাকুমাকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে তৎকালীন ত্রিপুরা রাজ্যের বিশাল অংশ পূর্ব পাকিস্তানের কাছে সমর্পণ করা হয়েছিল এবং এটি ছিল আমাদের জাতির ইতিহাসের সবচেয়ে অন্ধকার অধ্যায়।'

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর চারপাশ ভূবেষ্টিত (ল্যান্ডলকড) হওয়ার পেছনের কারণ হিসেবে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানকে (১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশ) চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তকে দায়ী করেন প্রদ্যোত মাণিক্য। তিনি বলেন, 'আজ যদি আমাদের সমুদ্রে সরাসরি প্রবেশের অধিকার থাকত, তবে আমাদের 'চিকেনস নেক' (শিলিগুড়ি করিডোর) নিয়ে এতটা চিন্তিত হতে হতো না।'

বিজেপি এমপি দুবে দাবি করেন, ১৯৪৬ সালে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান হিসেবে নেহরু যেকোনো মূল্যে মুসলিম লীগের সমর্থন পেতে মরিয়া ছিলেন; কিন্তু ত্রিপুরার রাজা নোয়াখালী, সিলেট ও চট্টগ্রামের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের এমন সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধী ছিলেন। তিনি আরও দাবি করেন, ত্রিপুরার তৎকালীন মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য এ বিষয়ে নেহরুর সঙ্গে 'ক্রমাগত লড়াই' চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

দুবের ভাষ্য অনুযায়ী, রাজা তখন প্রশ্ন তুলেছিলেন, 'আপনি কীভাবে নোয়াখালীকে পাকিস্তানের হাতে তুলে দিতে পারেন? আপনি কীভাবে সিলেটে গণভোট করতে পারেন? আপনি কীভাবে চট্টগ্রামে গণভোট করতে পারেন? এটি আমার রাজ্য। এটি ভারতে থাকবে, পাকিস্তানে যাবে নাকি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হবে-সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার একমাত্র আমার।'

সংবাদসুত্র দ্য হিন্দু

গাজায় অঙ্গ হারানো ১,১৩৪ শিশুর

৮ পৃষ্ঠার পর

অবরুদ্ধ এই ভূখণ্ডে। সংস্থাটি সতর্ক করে বলেছে, 'চিকিৎসা, পুনর্বাসন ও উপযুক্ত শিক্ষা থেকে শিশুদের বঞ্চিত করার ফলে তাদের বর্তমান ক্ষতি আজীবনের দুর্ভোগে রূপ নিতে পারে।'

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, চিকিৎসাসংক্রান্ত নিয়মিত পর্যবেক্ষণের অভাব এবং শিশুদের বয়স ও শারীরিক বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কৃত্রিম অঙ্গ পরিবর্তন না করায় নতুন জটিলতা দেখা দিতে পারে। এতে দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা ও চলাফেরায় আরও অসুবিধা তৈরি হতে পারে।

৩৬ বছর বয়সী ফিদা আহমদ আল-শায়ের মানবাধিকার সংস্থাটিকে জানান, ইসরায়েলি বাহিনীর ছোড়া একটি গোলা তার ১১ বছর বয়সী ছেলের কাছাকাছি বিস্ফোরিত হলে সে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং একটি হাত হারায়। তার ছেলের বিদেশে একাধিক অস্ত্রোপচার ও কৃত্রিম অঙ্গ প্রয়োজন। কিন্তু সীমান্তের প্রবেশপথগুলো বন্ধ থাকায় সে বিদেশে যেতে পারছে না।

ইউরো-মেড হিউম্যান রাইটস মনিটর ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগও তুলেছে। সংস্থাটির ভাষ্যমতে, 'কোনো জনগোষ্ঠীকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে শারীরিকভাবে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত জীবনযাপনের পরিস্থিতি ইচ্ছাকৃতভাবে চাপিয়ে দেওয়া গণহত্যা সনদের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে উল্লেখিত অপরাধগুলোর একটি।'

সংস্থাটি আরও বলেছে, 'শিশুদের অঙ্গহানি এবং তাদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে বাধা দেওয়া এই ধারাবাহিক কর্মকাণ্ডেরই অংশ।'প্রতিবেদনে বলা হয়, গাজায় কৃত্রিম অঙ্গ তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম আমদানিতেও বাধা দিচ্ছে ইসরায়েল।

এ ছাড়া, বিশেষায়িত চিকিৎসক ও কারিগরি দলগুলোর গাজায় প্রবেশের অনুমতি প্রয়োজন। এসব দল সেখানে কাজ করার পাশাপাশি স্থানীয় কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিতে পারে। কিন্তু প্রবেশে বিধিনিষেধের কারণে সেই সুযোগও সীমিত হয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশের রিজার্ভ কমছে, বাড়ছে

৫ পৃষ্ঠার পর

দশমিক ৮৫ বিলিয়ন ডলারে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) বিপিএম৬ পদ্ধতিতে হিসাব করা রিজার্ভ নেমেছে ২৯ দশমিক ৯৯ বিলিয়ন ডলারে।

অথচ আকুর বিল পরিশোধের আগের দিন বুধবার (৪ নভেম্বর) গ্রস রিজার্ভ ছিল ৩৬ দশমিক ৩৮ বিলিয়ন ডলার। বিপিএম৬ পদ্ধতিতে রিজার্ভ ছিল ৩১ দশমিক ৫২ বিলিয়ন ডলার। এক দিনের ব্যবধানে আকুর দায় পরিশোধের কারণে রিজার্ভ থেকে বড় অঙ্কের ডলার কমে গেছে।

রিজার্ভ কমার পাশাপাশি ডলারের দামও বাড়ছে। বৃহস্পতিবার ৫ নভেম্বর আন্তঃব্যাংক বাজারে প্রতি ডলার লেনদেন হয়েছে ১২৪ টাকা ৩৫ পয়সায়। আমদানি দায় পরিশোধে ডলারের দাম উঠেছে ১২৪ টাকা ৮০ পয়সায়। অন্যদিকে বুধবার খোলাবাজারে প্রতি ডলার বিক্রি হয়েছে ১২৯ টাকা পর্যন্ত। অর্থাৎ ব্যাংকিং চ্যানেলের তুলনায় খোলাবাজারে প্রতি ডলারে প্রায় ৪ টাকা ২০ পয়সা বেশি দিতে হচ্ছে।

ব্যাংকারদের মতে, জ্বালানি তেল ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানির ব্যয় বৃদ্ধি, সরকারি প্রতিষ্ঠানের আমদানি বিল পরিশোধ এবং রপ্তানি ও প্রবাসী আয় থেকে ডলার আসার তুলনায় চাহিদা বেশি থাকায় বাজারে চাপ তৈরি হয়েছে।

রিজার্ভ থেকে ডলার বিক্রি করেও চাপ সামলানো যাচ্ছে না

বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে ডলারের সরবরাহ বাড়াতে সম্প্রতি আবারও রিজার্ভ থেকে ডলার বিক্রি শুরু করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। গত বুধবার ৪ নভেম্বর নিলামের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কাছে আরও ১০ কোটি ডলার বিক্রি করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

এর আগে গত সপ্তাহে ১২ কোটি ২০ লাখ ডলার বিক্রি করা হয়েছিল।

তবে বাজারের চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম থাকায় এসব উদ্যোগে ডলারের দামে বড় ধরনের প্রভাব পড়ছে না।

ব্যাংকারদের তথ্য অনুযায়ী, গত সপ্তাহে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর প্রায় ৮০ কোটি ডলারের চাহিদার বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক সরবরাহ করেছে মাত্র ১২ কোটি ২০ লাখ ডলার।

মঙ্গলবার (৩ নভেম্বর) আরও ১০ কোটি ডলার বিক্রির জন্য নিলাম আহ্বান করা হলেও শেষ পর্যন্ত তা বাতিল করা হয়। ব্যাংকারদের ধারণা, ব্যাংকগুলোর প্রস্তাবিত দর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রত্যাশার চেয়ে বেশি থাকায় ওই নিলামে ডলার বিক্রি করা হয়নি।

২০২৪ সালের আগস্টে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর দীর্ঘ সময় রিজার্ভ থেকে ডলার বিক্রি বন্ধ রেখেছিল বাংলাদেশ ব্যাংক। ওই সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডলার বিক্রি বন্ধ রাখা এবং বৈধ পথে প্রবাসী আয় বাড়ায় রিজার্ভে উন্নতি দেখা যায়। চলতি বছরের ২৯ জুন প্রথমবারের মতো গ্রস রিজার্ভ ৩৭ বিলিয়ন ডলারের ঘর অতিক্রম করে। গত ১ সেপ্টেম্বর তা বেড়ে ৩৭ দশমিক ৪১ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। কিন্তু এরপর থেকে রিজার্ভ কমতে শুরু করে।

আমদানি ব্যয় বাড়ায় ডলারের চাহিদা

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) দেশের বাণিজ্য ঘাটতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭ দশমিক ৪৭ বিলিয়ন ডলারে। আগের অর্থবছরের একই সময়ে এ ঘাটতি ছিল ৫ দশমিক ৭১ বিলিয়ন ডলার।

এ সময়ে ইপিজেডসহ এফওবি মূল্যে আমদানি ব্যয় ১৫ দশমিক ১ শতাংশ বেড়ে ১৯ দশমিক ৩৩ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে রফতানি আয় বেড়েছে ৭ শতাংশ। রফতানি আয় হয়েছে ১১ দশমিক ৮৫ বিলিয়ন ডলার।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের (বিআইবিএম) মহাপরিচালক ড. মো. এজাজুল ইসলাম জানান, জুলাই-আগস্টে আমদানি ব্যয় ছিল প্রায় ১২ বিলিয়ন ডলার। সেপ্টেম্বরে তা বেড়ে প্রায় ১৯ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। অর্থাৎ এক মাসেই আমদানি ব্যয় বেড়েছে প্রায় ৬ বিলিয়ন ডলার।

তিনি বলেন, আমদানি বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে রফতানি আয় বাড়েনি। ফলে আমদানি ও রফতানির মধ্যকার ব্যবধান বেড়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলসহ বিভিন্ন পণ্য ও কাঁচামালের দাম বেশি থাকায় আমদানি ব্যয়ও বাড়ছে।

বিশেষ করে জ্বালানি আমদানিতে বাড়তি ব্যয় ডলারের বাজারে চাপ তৈরি করছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে জ্বালানি পণ্য আমদানিতে ব্যয় হয়েছে ২৫০ কোটি ডলার। আগের অর্থবছরের একই সময়ে এ ব্যয় ছিল ১২৫ কোটি ডলার। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে জ্বালানি আমদানি ব্যয় দ্বিগুণ হয়েছে।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি) ও পেট্রোবাংলার বৈদেশিক বিল পরিশোধের চাপও ডলারের চাহিদা বাড়িয়েছে। পাশাপাশি সেপ্টেম্বরে ৮০০ কোটি ডলারের বেশি আমদানি ঋণপত্র (এলসি) খোলা হয়েছে। একই মাসে এলসি নিষ্পত্তি হয়েছে ৬৫০ কোটি ডলারের বেশি।

রেমিট্যান্স ও রফতানি আয়েও নেই স্বস্তি

দেশে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের প্রধান দুটি উৎস রেমিট্যান্স ও রফতানি। এই দুই খাত থেকে আয় এলেও আমদানি ব্যয়ের তুলনায় সরবরাহ যথেষ্ট না হওয়ায় বাজারে ডলারের সংকট তৈরি হচ্ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, সেপ্টেম্বরে দেশে ২৭৭ কোটি ডলার রেমিট্যান্স এসেছে। অক্টোবরে তা বেড়ে ২৮৭ কোটি ডলারে দাঁড়িয়েছে। তবে গত কয়েক মাসের তুলনায় প্রবাসী আয়ের প্রবাহে কিছুটা মন্থরতা রয়েছে। এর আগে ডিসেম্বর থেকে মে পর্যন্ত টানা ছয় মাস ৩০০ কোটি ডলারের বেশি রেমিট্যান্স এসেছিল।

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মাহবুবুর রহমান বলেন, রেমিট্যান্সের প্রবাহ আগের তুলনায় কমেছে। রফতানি আয়ও আশানুরূপ নয়। এর সঙ্গে সরকারি এলসির বিল পরিশোধের বাড়তি চাপ রয়েছে। রেমিট্যান্স প্রবাহ কম এবং বৈদেশিক দায় পরিশোধের চাপ বেশি থাকায় ডলারের দাম বাড়ছে।

অন্যদিকে, চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে চলতি হিসাবের ভারসাম্যেও ঘাটতি দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে এ ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ১ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলারে। আগের অর্থবছরের একই সময়ে ঘাটতি ছিল ৮২১ মিলিয়ন ডলার।

খোলাবাজারে ডলারের দাম ১২৯ টাকা

ব্যাংকিং চ্যানেলের পাশাপাশি খোলাবাজারেও ডলারের দাম বেড়েছে। বুধবার খোলাবাজারে প্রতি ডলার ১২৯ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়েছে। অথচ আন্তঃব্যাংক বাজারে ডলারের গড় দর ছিল ১২৪ টাকা ৩৫ পয়সা।

ব্যাংকারদের মতে, বিদেশে চিকিৎসা, শিক্ষা ও ভ্রমণের জন্য নগদ ডলারের চাহিদাও খোলাবাজারে দামের ওপর প্রভাব ফেলছে। সরবরাহের তুলনায় চাহিদা বেশি থাকায় সেখানে ব্যাংকিং চ্যানেলের সঙ্গে দামের ব্যবধান তৈরি হয়েছে।

এদিকে, ডলারের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে মানি চেঞ্জার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ প্রতি ডলার ১২৮ টাকা ১০ পয়সার বেশি দামে বিক্রি না করার নির্দেশনা দিয়েছে। এর বেশি দামে বিক্রির চেষ্টা করলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে জরিমানা ও আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে। তবে এরপরও খোলাবাজারে ১২৯ টাকা দরে ডলার বিক্রির তথ্য পাওয়া যাচ্ছে।

সামনে আরও চাপের আশঙ্কা

অর্থনীতিসংশ্লিষ্টদের মতে, ডলারের চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে ভারসাম্য না ফিরলে রিজার্ভ এবং বিনিময় হারের ওপর চাপ অব্যাহত থাকতে পারে। বিশেষ করে জ্বালানি আমদানির ব্যয় বেশি থাকলে এবং রেমিট্যান্স ও রফতানি আয় প্রত্যাশা অনুযায়ী না বাড়লে ডলারের দাম আরও বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

৭.৭ ট্রিলিয়ন ডলারের বৈশ্বিক হালাল

৫ পৃষ্ঠার পর

বাজারের আকার দাঁড়াবে ১২.৬ ট্রিলিয়ন ডলারে। এর মধ্যে খাদ্য খাতের আকার সর্বোচ্চ ৩.৩৬ ট্রিলিয়ন ডলার; যার পরেই রয়েছে ফ্যাশনপণ্য ১.৩১ ট্রিলিয়ন, পর্যটন ১.৩০ ট্রিলিয়ন, ফার্মাসিউটিক্যালস বা ওষুধ ১.২৪ ট্রিলিয়ন এবং কসমেটিক্স বা প্রসাধনী ৪৬০ বিলিয়ন ডলার। অথচ এই বিশাল বৈশ্বিক বাজারের বিপরীতে সমাপ্ত ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাংলাদেশ মাত্র ৯৪.৩ কোটি ডলারের হালাল পণ্য রপ্তানি করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ৮০২টি হালাল সনদপ্রাপ্ত পণ্য এবং ৩০১টি নিবন্ধিত প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার হালাল অবকাঠামোর সফল অভিজ্ঞতা তুলে ধরে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকারী ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির শিক্ষক মো. মমিনুল ইসলাম 'হালাল ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি অব বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন।

তিনি উল্লেখ করেন, দেশের ৯১ শতাংশ মুসলিম জনগোষ্ঠী নিয়ে নিজস্ব বিশাল অভ্যন্তরীণ বাজারের পাশাপাশি ওআইসি-ভুক্ত দেশগুলোতে রপ্তানির বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া হালাল কৃষি প্রযুক্তি, অর্গানিক চাল, কোল্ড-চেইন লজিস্টিকস, মেরিন ফিশ থেকে বায়ো-প্রোডাক্ট হিসেবে হালাল জেলাটিন প্রস্তুত এবং সুকুক ও মুদারাবা ভিত্তিক ইসলামিক বন্ডের মাধ্যমে এখাতে বিনিয়োগ বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে।

বিসিআই সভাপতি আনোয়ার-উল আলম চৌধুরী পারভেজ বলেন, "কৃষি, প্রবাসী আয় এবং তৈরি পোশাক-আমাদের অর্থনীতির প্রচলিত এই তিন প্রধান স্তম্ভে স্থবিরতা তৈরি হয়েছে। গার্মেন্টস খাতে স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তির ব্যবহারের কারণে এখাতের কর্মসংস্থান তৈরির সক্ষমতা কমছে। এ অবস্থায় কোনো অতিরিক্ত ইউটিলিটি খরচ ছাড়াই শুধু বর্তমান উৎপাদিত পণ্যের আন্তর্জাতিক হালাল মান নিশ্চিত ও সহজে সনদ প্রদান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা বিশ্ববাজারে নিজেদের অবস্থান মজবুত করতে পারি।"

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের হালাল সার্টিফিকেশন বিভাগের প্রধান এ কে এম বদরুল আহসান জানান, ২০০৫ সাল থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন হালাল সনদ দিয়ে আসলেও তাদের নিজস্ব কোনো স্বতন্ত্র ল্যাব নেই। বিএসটিআই-এর ল্যাব ও আন্তর্জাতিক প্রোটোকল মেনে তারা কারখানা পরিদর্শনের মাধ্যমে সনদ প্রদান করে থাকে। তিনি একক ছাতার নিচে সব প্রক্রিয়া নিয়ে আসতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি সুনির্দিষ্ট বিভাগ বা সমন্বিত হালাল ইনস্টিটিউট গঠনের প্রস্তাব দেন।

ট্রেসিবিলিটির গুরুত্ব তুলে ধরে আনোয়ার পারভেজ বলেন, আন্তর্জাতিক বাজারে এখন শুধু পণ্যের মান নয়, কাঁচামালের উৎস এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। একটি সুতা কোথা থেকে সংগ্রহ করা হচ্ছে, তুলার উৎপত্তি কী, সেটির সার্টিফিকেশন আছে কি না, এসব তথ্যও ক্রেতারা জানতে চান। তিনি বলেন, কাঁচামালের উৎস থেকে শুরু করে উৎপাদনের প্রতিটি ধাপের তথ্য সংরক্ষণ করতে হচ্ছে। শুধু হালাল পণ্যের ক্ষেত্রেই নয়, তৈরি পোশাকশিল্পেও এ ধরনের ট্রেসিবিলিটি এখন বড় শর্ত। আনোয়ার পারভেজ আরও বলেন, কৃষিতে ব্যবহৃত সার ও রাসায়নিক উপাদান পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর কি না, উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিবেশবান্ধব কি না, এসব বিষয়ও আন্তর্জাতিক ক্রেতারা গুরুত্ব দিচ্ছেন। বিশেষ করে ইউরোপের বাজারে পরিবেশবান্ধব উৎপাদন ও পণ্যের উৎস শনাক্ত করার বিষয়টি ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে। তিনি বলেন, ২০৩০ সালের মধ্যে এ ধরনের সার্টিফিকেশন ও ট্রেসিবিলিটি ছাড়া তৈরি পোশাক রপ্তানি কঠিন হয়ে উঠতে পারে। গার্মেন্টস খাতে আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের এসব শর্ত পূরণ করা সম্ভব হলে হালাল শিল্পেও একই ধরনের ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। তবে এ জন্য প্রয়োজন নীতিগত সিদ্ধান্ত ও সবার সম্মিলিত অঙ্গীকার।

এ সময় এক ব্যবসায়ী অভিযোগ করেন, চামড়াজাত পণ্য হালাল সার্টিফাই করতে গিয়ে নানা সমস্যার মুখে পড়তে হয়। বিশেষ করে পশুর উৎপত্তি ও সরবরাহের ধারাবাহিক তথ্য বা ট্রেসিবিলিটি পাওয়া কঠিন। আরেক ব্যবসায়ী বলেন, কোন প্রতিষ্ঠান থেকে হালাল সার্টিফিকেশন নিতে হবে, তা নিয়ে ব্যবসায়ীদের মধ্যে দ্বিধা রয়েছে।

জবাবে সাবেক বিএসটিআই মহাপরিচালক এস এম ফেরদৌস আলম বলেন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন কিংবা বিএসটিআই, যে প্রতিষ্ঠান থেকেই সার্টিফিকেশন দেওয়া হোক না কেন, নির্ধারিত প্রটোকল অনুসরণ করতেই হবে। নির্দিষ্ট পণ্যের জন্য কীভাবে সার্টিফিকেশন দিতে হবে, তা প্রটোকলে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে।

তিনি বলেন, শরিয়াহভিত্তিক বিষয়গুলো যাচাইয়ের জন্য বিএসটিআইয়ের পাঁচ থেকে ছয়টি টিম রয়েছে। এসব টিমের সদস্যরা কারখানা পরিদর্শন করেন এবং উৎপাদনের বিভিন্ন ধাপ পর্যবেক্ষণ করেন। প্রথম পর্যায়ে কোনো ত্রুটি পাওয়া গেলে পরবর্তী পর্যায়ে তা সংশোধনের সুযোগ দেওয়া হয়। এরপর চূড়ান্ত অনুমোদনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বিএসটিআইয়ের সক্ষমতা তুলে ধরে ফেরদৌস আলম বলেন, আন্তর্জাতিক অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য প্রতিষ্ঠানটি প্রস্তুত। শুরুতে হালাল সার্টিফিকেশনের দায়িত্ব ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে প্রতিষ্ঠানটি এককভাবে কার্যক্রম পরিচালনায় সমস্যায় পড়লে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনায় বিএসটিআইকেও এ কার্যক্রমে যুক্ত করা হয়।

তিনি আরও বলেন, বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে বিএসটিআইয়ে হালাল ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। সেখানে কোটি কোটি টাকার আধুনিক যন্ত্রপাতি রয়েছে। ল্যাবটি অ্যাক্রেডিটেশনও পেয়েছে। তাই বিএসটিআইয়ের সার্টিফিকেশন নিয়ে ব্যবসায়ীদের দ্বিধান্বিত হওয়ার কারণ নেই। প্রতিষ্ঠানটি থেকে হালাল সার্টিফিকেশন নেওয়া সম্ভব।

অন্যদিকে, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের হালাল সার্টিফিকেশন বিভাগের পরিচালক ড. এ কে এম বদরুল আহসান বলেন, ২০২৩ সালে হালাল সার্টিফিকেট নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। বিভিন্ন আন্তমন্ত্রণালয় সভার পর সরকারি অ্যালোকেশন অব বিজনেসে হালাল সার্টিফিকেশনের দায়িত্ব ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে দেওয়া হয়েছে।

তিনি জানান, সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে হালাল সার্টিফিকেশন ও হালাল স্ট্যান্ডার্ড সার্টিফিকেশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

সংবাদসুত্র দ□্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড

মর্টগেজ
এর মাধ্যমে বাড়ি কিনুন

SMG FUNDING

স্বল্প আয়?
কোনো সমস্যা নেই



ডিরেক্ট লেন্ডার

- কোনো আয় দেখানোর প্রয়োজন নেই, ব্যাংক স্টেটমেন্টও লাগবে না
- এক বছর ট্যাক্স ফাইল (৯০৯৯) এবং মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট দিয়ে বাড়ি কিনতে পারবেন
- ট্যাক্সি ক্যাব ও ব্যবসার মালিকদের জন্য রয়েছে বিশেষ প্রোগ্রাম
- হোমকেয়ারে যারা কাজ করেন তাদের জন্যও থাকছে বিশেষ সুবিধা
- যাদের ওয়ার্ক পারমিট আছে, তারাও বাড়ি কিনতে পারবেন

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.

139-27 QUEENS BLVD, SUITE2,
JAMAICA, NY 11435

AKIB HUSSAIN
BRANCH MANAGER
(646) 920-4799

Empire Care Agency

LHCSA Licensed Home Health Care

PCA / HHA SERVICE



WHY CHOOSE US?
We Pay The Highest Rate
Our Experienced Nurse Will Advocate for your more Hours

OUR SERVICES
- Skilled Nursing
- Home Health Aides
- Medicaiton Remindrs
- Meal Preparation
- Personal Care
- Light Housekeeping

হোম কেয়ার সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট দিয়ে থাকি

$23 Per Hour Giver to **PCA & HHA** Care Giver



NURUL AZIM
CEO
516-451-3748

WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH

119-40 Metropolitan Ave
Suite 101C, Kew Gardens
NY 11415

516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

রেমিট্যান্সের হিসাব আছে, সমাজের ক্ষতির হিসাব কোথায়?

১৯ পৃষ্ঠার পর

শালীন, সেই সিদ্ধান্তের ক্ষমতা কার হাতে যাচ্ছে? ধর্মীয় বিশ্বাসের স্বাধীনতা যখন অন্যের স্বাধীনতা সীমিত করার ক্ষমতায় পরিণত হয়, তখন সেটি রাজনৈতিক প্রশ্ন।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান দেওয়া সামাজিক অবদান হতে পারে। কিন্তু অনুদানের বিনিময়ে সামাজিক আনুগত্য কেনা, স্থানীয় সিদ্ধান্তে প্রভাব বিস্তার এবং নারীর জীবন নিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবি করা ভিন্ন বিষয়। যে ব্যক্তি মাদ্রাসায় টাকা দিলেন, তিনি কি মেয়েদের শিক্ষা ও স্বাধীনতা নিয়ে শেষ কথা বলার অধিকারও কিনলেন? অর্থ উপার্জন সম্মানের যোগ্য। কিন্তু টাকা যুক্তিবোধ, মানবিকতা কিংবা নৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের স্বয়ংক্রিয় প্রমাণ নয়। উচ্চশিক্ষিত মানুষও কর্তৃত্ববাদী হতে পারেন; সমস্যার উৎস শিক্ষাগত পরিচয় নয়, অর্থকে সামাজিক শাসনের লাইসেন্স বানানোর প্রবণতা।

নারীর জীবনে এই ক্ষমতার রাজনীতি আরও স্পষ্ট। স্বামী বিদেশে থাকলে স্ত্রী সন্তান বড় করেন, অর্থ পরিচালনা করেন, বৃদ্ধ স্বজনের দেখাশোনা করেন, জমি বা বাড়ির কাজ সামলান। সংসারের দায়িত্ব তাঁর, অথচ অনেক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তের ক্ষমতা থাকে বিদেশে থাকা স্বামী কিংবা শ্বশুরবাড়ির হাতে। অর্থনৈতিক দায়িত্বের সঙ্গে স্বাধীনতার অধিকার সমানভাবে না বাড়লে অভিবাসন নারীর শ্রম বাড়ায়, কর্তৃত্ব নয়।

দীর্ঘ বিচ্ছিন্নতা দাম্পত্যে একাকিত্ব, অবিশ্বাস ও মানসিক চাপ তৈরি করে। সমাজ পুরুষের বিদেশে থাকাকে আত্মত্যাগের মর্যাদা দেয়, অথচ ঘরে থাকা নারীর সামাজিক উপস্থিতিকে সন্দেহের চোখে দেখে। পুরুষের অনুপস্থিতি পরিবারের অর্থনৈতিক সংগ্রাম; নারীর একা বাইরে যাওয়া পরিবারের সম্মানের প্রশ্ন। এই দ্বৈত নীতিই পিতৃতন্ত্রের দৈনন্দিন রাজনীতি। বিদেশে উপার্জিত অর্থ যদি সেই নজরদারির নতুন শক্তি হয়ে ওঠে, তাহলে অর্থনৈতিক উন্নতি সামাজিক মুক্তির নিশ্চয়তা দেয় না।

ইতিহাসের তীক্ষ্ণ বিদ্রুপটি দেখুন। সৌদি আরব নিজেই সিনেমা, সংগীতানুষ্ঠান, বিনোদন এবং নারীর গাড়ি চালানোর ওপর আগের বহু নিষেধাজ্ঞা শিথিল করেছে।

অর্থনৈতিক বৈচিত্র্য আনার জন্য সৌদি রাষ্ট্র নারী শ্রমশক্তি ও সাংস্কৃতিক শিল্পের প্রসার চাইছে। অথচ বাংলাদেশের কোনো কোনো পরিসরে সৌদি রক্ষণশীলতার একটি নির্বাচিত পুরোনো সংস্করণকে অপরিবর্তনীয় ধর্মীয় আদর্শ বানিয়ে গান, উৎসব ও নারীর স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে। সৌদি সমাজ বদলাচ্ছে; বাংলাদেশের কিছু নৈতিক পাহারাদার সেই সমাজের অতীতকে বর্তমানের বিধান বানিয়ে রেখেছেন।

এই সৌদি আধুনিকায়নেরও সীমা প্রকট। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের হিসাবে ২০২৫ সালে দেশটিতে অন্তত ৩৫৬ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছে, যা নতুন রেকর্ড। মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় বিধিনিষেধ, নারীর আইনি বৈষম্য এবং অভিবাসী শ্রমিকের মজুরি আত্মসাৎ ও কাফালা ব্যবস্থার শোষণ নিয়ে সংস্থাটির গুরুতর পর্যবেক্ষণ রয়েছে। সিনেমা হল খোলা আর ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এক নয়। রাষ্ট্র বিনোদনকে আধুনিক করতে পারে, অথচ নাগরিক ও শ্রমিকের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারে।

অর্থনৈতিক নির্ভরতার কূটনৈতিক মূল্যও অক্টোবর ২০২৬ সালে সৌদি আরবে দুই বাংলাদেশির মৃত্যুদণ্ডের ঘটনায় সামনে এসেছে। ২০ অক্টোবর দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড জেদ্দার বাংলাদেশ কনস্যুলেটের নথির বরাতে জানিয়েছে, নজরুল ইসলাম আব্দুল বশির ও সুইটি আক্তার দুজনই আল মাজাল কোম্পানির পরিচ্ছন্নতাকর্মী ছিলেন। ২০২৩ সালের আগস্টে নজরুলকে সৌদি সাইবার অপরাধ আইনে এবং সুইটিকে ব্যভিচারের অভিযোগে আটক করা হয়। তাঁরা পৃথক কারাগারে ছিলেন। অথচ মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের ঘোষণায় মসজিদের ভেতরে 'অনৈতিক কর্মকাণ্ডের' কথা বলা হয়। এই ভিন্ন অভিযোগগুলোর বিচারিক সম্পর্ক কী, তার ব্যাখ্যা এখনো প্রকাশিত হয়নি। পূর্ণ রায় না দেখে অপরাধের প্রকৃতি কিংবা মৃত্যুদণ্ডের আনুপাতিকতা সম্পর্কে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর সুযোগ নেই। কিন্তু রাষ্ট্রের কাছে সেই রায় সংগ্রহের দাবি তোলার প্রয়োজনীয়তা আরও বেড়েছে। [টিবিএস প্রতিবেদন]

কনস্যুলেটের নথিতে আরও জানা যায়, সৌদি কর্তৃপক্ষের দেওয়া বন্দিতালিকায় এই দুজনের মৃত্যুদণ্ডের কোনো তথ্য ছিল না। সৌদি কর্তৃপক্ষ মৃত্যুদণ্ডের রায় বা তা কার্যকরের বিষয়ে বাংলাদেশ মিশনকে আগাম জানায়নি বলে কনস্যুলেট জানিয়েছে।

মৃত্যুদণ্ডের পর আদালতের রায় ও বিচারপ্রক্রিয়ার বিবরণ চেয়ে কূটনৈতিক নোট পাঠানো হয়েছে। প্রশ্ন হলো, ২০২৩ সাল থেকে আটক দুই শ্রমিকের মামলার অগ্রগতি জানতে বাংলাদেশ মিশন এর আগে কী কী পদক্ষেপ নিয়েছিল? আইনজীবী, ভাষাগত সহায়তা, আপিল ও কনস্যুলার যোগাযোগের সুযোগ সম্পর্কে কী তথ্য সংগ্রহ করেছিল? সৌদি কর্তৃপক্ষের তথ্য না দেওয়ার দায় যেমন খতিয়ে দেখতে হবে, তেমনি বাংলাদেশের নিজস্ব কনস্যুলার নজরদারির সক্ষমতাও পরীক্ষা করতে হবে। [কনস্যুলেটের নথি নিয়ে প্রতিবেদন]

একই নথিতে সৌদি আরবের পশ্চিমাঞ্চলের কারাগারগুলোতে ৩০৬ জন বাংলাদেশি বন্দির কথা রয়েছে। তাঁদের মধ্যে ১৪৭ জনের কারাদণ্ডের মেয়াদ এক মাস থেকে ১৫ বছর। এই সংখ্যাগুলো একটি স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক প্রশ্ন তোলে। বিদেশে আটক নাগরিকদের মামলার অবস্থা, আইনজীবীর উপস্থিতি, বিচারিক সিদ্ধান্ত ও আপিলের সময়সীমা অনুসরণের জন্য বাংলাদেশের কী কার্যকর ব্যবস্থা রয়েছে? দূতাবাস কি প্রতিটি বন্দির মামলা সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্য রাখে? রাখলে সেই তথ্যের সঙ্গে দুই মৃত্যুদণ্ডের ঘটনায় তৈরি হওয়া অজ্ঞতার ব্যবধান কীভাবে ব্যাখ্যা করবে? সমকালে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের শিরোনামেও বন্দিদের খোঁজ নেওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশি কনস্যুলেটের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। নাগরিকের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে প্রশ্নটি কোনো আবেগের বিষয় নয়, প্রশাসনিক সক্ষমতা ও জবাবদিহির বিষয়। [সমকাল প্রতিবেদন]

সৌদি আরবে বাংলাদেশি নারী গৃহকর্মীদের মজুরি আটকে রাখা, শারীরিক ও যৌন নির্যাতনের অভিযোগ এই দ্বৈত মানদণ্ডকে আরও তীব্র করে। ২০১৯ সালের একটি সরকারি অনুসন্ধানে ফেরত আসা ১১১ জন নারী গৃহকর্মীর মধ্যে ৩৮ জন শারীরিক বা যৌন নির্যাতনের এবং ৪৮ জন নিয়মিত বেতন না পাওয়ার কথা জানিয়েছিলেন।

এই নির্দিষ্ট দলের তথ্য একটি বড় নীতিগত প্রশ্ন সামনে আনে: শ্রমিকের পাঠানো অর্থ জাতীয় অর্জন হলে, তাঁর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হওয়াও কি রাষ্ট্রীয় জবাবদিহির বিষয় নয়?

অমর্ত্য সেন উন্নয়নকে মানুষের বাস্তব সক্ষমতা ও স্বাধীনতার সম্প্রসারণের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। সেই মানদণ্ডে পাকা বাড়ি, ব্যাংকে সঞ্চয় ও জাতীয় রেমিট্যান্সের পাশাপাশি দেখতে হবে মেয়েদের শিক্ষার অধিকার, নারীর সিদ্ধান্তের ক্ষমতা, সাংস্কৃতিক বহুত্ব, শ্রমিকের নিরাপত্তা ও রাষ্ট্রের জবাবদিহি। একটি এলাকায় বাড়ির সংখ্যা বাড়ল, অথচ গান, ভিন্নমত ও নারীর চলাফেরার জায়গা সংকুচিত হলো। একে উন্নয়নের নিখুঁত সাফল্য বলা মানে হিসাবের খাতায় কেবল জমার অঙ্ক লেখা, খরচের পাতা ছিঁড়ে ফেলা।

বাংলাদেশের প্রয়োজন বেশি শ্রমিক পাঠানোর প্রতিযোগিতা নয়; উচ্চ দক্ষতা ও ন্যায্য মজুরির শ্রমনীতি, কম নিয়োগব্যয়, শক্তিশালী কনস্যুলার আইনি সহায়তা, বিকল্প শ্রমবাজার, দেশে উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং অভিবাসী পরিবারের সামাজিক সুরক্ষা। একই সঙ্গে প্রয়োজন এমন শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান, যেখানে অনুদানদাতার অর্থের চেয়ে নাগরিকের সমান অধিকার বেশি গুরুত্বপূর্ণ। উন্নয়নের অর্থ যদি ক্ষমতাবানকে আরও ক্ষমতাবান করা হয়, তবে দরিদ্র মানুষের দারিদ্র্য কমলেও সমাজের অসমতা নতুন পোশাকে ফিরে আসবে।

৫০ বছর ধরে বাংলাদেশ হিসাব করেছে কত শ্রমিক বিদেশে গেলেন, কত ডলার এলো। এবার হিসাব করতে হবে কার হাতে সম্পদ ও কর্তৃত্ব জমেছে, কার স্বাধীনতা সংকুচিত হয়েছে, কোন সাংস্কৃতিক কণ্ঠস্বর চাপা পড়েছে এবং যে মানুষটির শ্রমে এই অর্থ এসেছে তিনি কতটা মর্যাদা ও নিরাপত্তা পেয়েছেন। রেমিট্যান্সের অঙ্ক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দেখায়। কিন্তু যে সমাজে অর্থ বাড়ার সঙ্গে অন্যের জীবন নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও বাড়ে, সেখানে উন্নয়নের প্রশ্ন ব্যাংকের হিসাব ছাড়িয়ে মানুষের স্বাধীনতার বিচারে এসে দাঁড়ায়।



বাগ্মী ও জনসংযোগে অসামান্য দক্ষ

১৯ পৃষ্ঠার পর

অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন, তাদের ৮১ শতাংশের অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়েছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ২০২৪ সালে ডেমোক্র্যাটিক ন্যাশনাল কনভেনশনে কমলার দেওয়া ঐতিহাসিক ভাষণটিতে তিনি 'স্বাধীনতা', 'গণতন্ত্র' এবং 'মুক্তি' শব্দগুলো মোট ১৫ বার ব্যবহার করেছিলেন; কিন্তু সেখানে পুরো ভাষণে তিনি একবারের জন্যও 'দুর্নীতি' শব্দটি উচ্চারণ করেননি।

কমলা হ্যারিসের সেই বিপরীত পথে হেঁটে ওসফ যখন দুর্নীতির ওপর জোরালো আলোকপাত করলেন, তখন তিনি ট্রাম্প কর্তৃক আইনের শাসনের ওপর চালানো আঘাতগুলোকে সাধারণ মানুষের জন্য অত্যন্ত বাস্তব ও স্পর্শযোগ্য করে তুললেন। তিনি ভোটারদের চোখের সামনে উন্মোচন করলেন যে, কীভাবে গণতন্ত্রের ওপর আঘাত এবং দৈনন্দিন অর্থনৈতিক সংকট পরস্পরের সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। নির্বাচনী প্রচারণার মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি অকাট্য যুক্তি তুলে ধরে বলেন, "এই সর্বগ্রাসী দুর্নীতির কারণেই সাধারণ মানুষের জন্য রাষ্ট্রের কোনো কিছুই ঠিকমতো কাজ করছে না। এই দুর্নীতির কারণেই প্রেসক্রিপশনের ওষুধের জন্য আপনাকে জলের দরে টাকা ঢালতে হচ্ছে। এই দুর্নীতির কারণেই দশক ধরে নিয়মিত কিস্তি বা প্রিমিয়াম পরিশোধ করার পরও আপনার জীবন বীমা কোম্পানি আপনার ক্যান্সারের চিকিৎসায় অর্থ দিতে অস্বীকার করার সাহস পায়।" এই বার্তা দিয়ে তিনি প্রমাণ করে দিলেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেবল সুশাসনের কোনো বিমূর্ত নীতি লঙ্ঘন করছেন না; বরং তিনি দেশের ধনী ও প্রভাবশালী শ্রেণীকে সাধারণ আমেরিকানদের পকেট কাটার সুযোগ করে দিচ্ছেন।

এই অর্থে, সিনেটর ওসফ প্রকৃতপক্ষে সেই পথটিই অনুসরণ করেছেন যা বিশ্বের অন্যান্য দেশে স্বৈরাচারী ও কর্তৃত্ববাদী নেতাদের পরাজিত করার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তৈরি করেছিল। চলতি বছরের বসন্তে হাঙ্গেরিতে দীর্ঘ ১৬ বছরের ক্ষমতার শক্ত ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়ে ভিক্টর অরবানকে ক্ষমতাচ্যুত করা পেটার ম্যাগিয়ার ২০২৪ সালে একটি ভাইরাল ভিডিওর মাধ্যমে জাতীয় রাজনীতিতে আকস্মিকভাবেই আলোকপাত লাভ করেন, যেখানে তিনি অরবানের বিরুদ্ধে পুরো সরকারব্যবস্থাকে একটি "পারিবারিক মালিকানাধীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে" পরিণত করার সরাসরি অভিযোগ এনেছিলেন। সুশাসন নিয়ে কাজ করা আন্তর্জাতিক সংস্থা 'ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনাল' তাদের পর্যালোচনায় উল্লেখ করেছে যে, ম্যাগিয়ারের এই রাজনীতি "জটিল গণতান্ত্রিক উদ্বেগগুলোকে একটি অত্যন্ত সহজ ও সরল সমীকরণে রূপান্তর করেছিল, আর সেটি হলো: 'দুর্নীতির একটি সুনির্দিষ্ট মূল্য বা মাশুল রয়েছে।'"

একইভাবে, চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে সার্বিয়ায় প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার ভুসিচের দীর্ঘ ও দুর্নীতিগ্রস্ত শাসনের বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠা বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতার আন্দোলন এক নতুন রাজনৈতিক যুগের সূচনা করে। আমেরিকান এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউটের জ্যেষ্ঠ গবেষক হিদার কনলি পিবিএসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, "সেই ছাত্র বিক্ষোভের মূল কেন্দ্রবিন্দুতেই ছিল সরকারি স্তরের দুর্নীতি। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই দুর্নীতির বিষয়টি এখন পুরো বিশ্বজুড়ে একটি প্রকৃত স্পর্শকাতর রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে উঠছে।"

ডেমোক্র্যাটরা ক্যাপিটল হিলে কংগ্রেশনাল শুনানির ক্ষমতা ব্যবহার করে ২০২৮ সালের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দুর্নীতিকে ফের প্রধান রাজনৈতিক এজেন্ডায় পরিণত করার শক্তিশালী ভিত্তি তৈরির সুবর্ণ সুযোগ পাবে। ওসফ এই দুর্নীতিবিরোধী এজেন্ডাকে নিজের প্রেসিডেন্ট পদের লড়াইয়ের প্রধান চালিকাশক্তি বা কেন্দ্রবিন্দু করে তুলতে পারেন। ওয়াশিংটনের নীতি নির্ধারণে, অতি-ধনী শ্রেণী এখন ঠিক কতটা ক্ষমতার দাপট দেখাচ্ছে এবং কীভাবে কোটি কোটি সাধারণ আমেরিকান কেবল বেঁচে থাকার ন্যূনতম সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে-তা বিবেচনা করলে জেডি ভ্যান্স, মার্কো রুবিও কিংবা ট্রাম্পের সম্ভাব্য যে কোনো রিপাবলিকান উত্তরসূরি যে ট্রাম্প প্রশাসনের এই মহাকাব্যিক দুর্নীতির কালিমায় কলঙ্কিত, তা আমেরিকানদের বোঝানো ডেমোক্র্যাটদের জন্য মোটেও কঠিন হবে না।

তবে সবচেয়ে কঠিন কাজ হবে সাধারণ মার্কিন জনগণকে এটা বিশ্বাস করানো যে-যার নিজের দল ডেমোক্র্যাটরাও সিনেটর ওসফের মতে জনগণের চোখে দুর্নীতিগ্রস্ত হিসেবে বিবেচিত-সেই ডেমোক্র্যাটরা পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে এলে যে ট্রাম্পের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও সৎ আচরণ করবে, তাতে তারা কীভাবে নিশ্চিতভাবে আস্থা রাখবে।

লেখক: পিটার বেইনার্ট আন্তর্জাতিক রাজনীতি, মধ্যপ্রাচ্য সংকট এবং মার্কিন পররাষ্ট্র নীতির একজন প্রভাবশালী বিশ্লেষক এবং সাংবাদিক। তিনি দ্য নিউইয়র্ক টাইমসের একজন নিয়মিত কলাম লেখক। সাংবাদিকতার পাশাপাশি তিনি শিক্ষা ও গণমাধ্যম অঙ্গনেও সক্রিয়ভাবে যুক্ত রয়েছেন- তিনি সিটি ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্কের-নিউমার্ক স্কুল অফ জার্নালিজমের অধ্যাপক এবং প্রগতিশীল ইহুদি বিষয়ক সাময়িকী 'জুইশ কারেন্টস'-এর এডিটর-অ্যাট-লার্জ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

সৌদি-হুতি যুদ্ধে বাংলাদেশের শ্রমিক

১৭ পৃষ্ঠার পর

নিউ হ্যাম্পশায়ারের পাহাড়ি শহরগুলোয় কানাডীয় পর্যটন ২০২৫ সালের আগস্ট পর্যন্ত আগের বছরের তুলনায় ৩০ শতাংশ কমেছিল, আর ভারমন্ট হারিয়েছে কোটি কোটি ডলারের রাজস্ব।

যুক্তরাষ্ট্রের অ্যালকোহলের সবচেয়ে বড় রপ্তানি বাজার কানাডা। শুল্ক ঘোষণার প্রথম দিনেই সব কটি লিকার স্টোর তাক থেকে নামিয়ে ফেলল মার্কিন লিকার। আমদানি বন্ধ করে দিল। দেখাদেখি অন্যসব 'মেইড ইন আমেরিকা' লেখা ভোগ্যপণ্য কেনাও বন্ধ করা শুরু হলো। এর সবই ছিল ব্যক্তিগত পর্যায়ের স্বাভাবিক নাগরিক উদ্যোগ। পরিকল্পিত বিধিনিষেধ নয়।

তিন.

ব্যক্তিগত এবং আমদানি-রপ্তানিকারকদের ভূমিকার বাইরে কেন্দ্রীয়ভাবে কানাডার পাল্টা আঘাত ছিল সূক্ষ্ম ও পরিকল্পিত। কানাডীয় কর্মকর্তারা ইচ্ছাকৃতভাবে সেই রাজ্যগুলোর পণ্য, ভোক্তা এবং সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার দিকে নজর দিয়েছেন, যেগুলোয় সাধারণত রিপাবলিকান ভোটার বেশি, অথবা ডেমোক্র্যাট-রিপাবলিকানদের হাড্ডাহাড্ডি নির্বাচনী লড়াই হয়। ট্রাম্প কানাডার পণ্য ও সেবায় ৫০ শতাংশ শুল্ক কার্যকর করার পর সেপ্টেম্বরের শুরুতে প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি নির্দিষ্ট মার্কিন রাজ্যকে লক্ষ্য করে পাল্টা শুল্ক দেন। জবাবে ট্রাম্প দ্বিতীয় দফা শুল্ক বসান।

২০২৫ সালে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কানাডাকে প্রকাশ্যে '৫১তম রাজ্য' বলতে শুরু করেন এবং কানাডার পণ্যে ধাপে ধাপে শুল্ক বসান। কানাডীয়রা বিষয়টিকে নিছক বাণিজ্যনীতি হিসেবে দেখেননি। দেখেছেন সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি, আগ্রাসী উপনিবেশবাদ এবং বন্ধুর বা প্রতিবেশীর সঙ্গে বেইমানি হিসেবে।

২০২৬ সালের আগস্টে প্রায় ২০ বিলিয়ন ডলারের আমদানিতে ৫০ শতাংশ শুল্কের মার্কিন হুমকির পর অটোয়া ওয়াশিংটনের সঙ্গে আলোচনায় বসে। হিসাব কষে দেখিয়ে দেয় শুল্কের পরিণতিতে মার্কিন অর্থনীতিও সমান-সমান বিপর্যস্ত হবে। ট্রাম্পের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আমলে নিল না হিসাবটি। কানাডাও বাধ্য হয়ে ২০ বিলিয়ন ডলারের মার্কিন রপ্তানিতে পাল্টা শুল্ক বসায়।

কানাডা যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাণিজ্য অংশীদার। কানাডার ঘাড়ে ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপানোর পরিণতি উল্টো বিপদে ফেলল সীমান্তবর্তী কৃষি সমাজকে। সার, বীজ, কীটনাশক উৎপাদনের গ্যাস, কাঁচামাল ও অন্যান্য উপকরণ, কৃষি যন্ত্রপাতি, নির্মাণসামগ্রী, স্টিল, কাঠ সব নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহে ঘাটতি তৈরি হলো। মেপল সিরাপ থেকে হকিস্টিক বা সিমেন্ট পর্যন্ত যত পণ্যের ওপর মার্কিনিদের নির্ভরতা ছিল, সবই বাধাগ্রস্ত হলো।

আসলে কানাডা যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানিই করে বেশি। পরিমাণ মোট আমদানির প্রায় ৭৫ ভাগ। আটলান্টিক কাউন্সিলের তথ্য অনুযায়ী, কানাডা মিশিগানের ক্র্যাফট পেপার রপ্তানির শতভাগ, আলাবামার ওভেন রপ্তানির ৯৫ শতাংশ এবং উইসকনসিনের ব্লু চিজ রপ্তানির ৮৮ শতাংশ কেনে। টয়লেট পেপারের মতো তুচ্ছ পণ্যও কিনত। মার্ক কার্নি অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ। জানতেন মার্কিনদেরই হার মানতে হবে। কানাডা আমদানিতে রাশ টানায় কানাডার বাজারের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল মার্কিন উৎপাদক ও রপ্তানিকারকদের অস্বাভাবিক বিপদে পড়তে হয়েছিল।

উত্তর আমেরিকার গাড়িশিল্প বিকশিত হয়েছে মিশিগান ও কানাডার অন্টারিও প্রদেশের যৌথতার মাধ্যমে। একটি গাড়ির যন্ত্রাংশ পূর্ণাঙ্গ গাড়ি হওয়ার আগে ডেট্রয়েট-উইন্ডসর সীমান্ত বহুবার পার হয়। গ্লোবাল নিউজের প্রতিবেদন অনুযায়ী মিশিগান ও অন্টারিওর গাড়ি ও ইস্পাত উৎপাদনের সরবরাহ শৃঙ্খল ভাঙার নয়। কিন্তু ট্রাম্পের বাণিজ্যযুদ্ধ সীমান্তের দুই পাশেই শিল্পটিকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল।

মিশিগানের ক্ষতির পরিমাণ অবিশ্বাস্য। সিটিভির মার্কিন রাজনীতি বিশ্লেষক এরিক হ্যাম জানিয়েছেন, মিশিগানে পরিবারগুলোর জন্য শুল্কের খরচ দাঁড়িয়েছিল প্রায় ৫ হাজার ৫০০ ডলার, যেখানে দেশের বাকি অংশে তা ছিল ১ হাজার ১০০ থেকে ১ হাজার ৭০০ ডলারের মতো। অর্থাৎ সীমান্তের কাছে থাকার অপরাধে মিশিগানের একটি পরিবার জাতীয় গড়ের তিন থেকে পাঁচ গুণ বেশি 'শাস্তি' পেয়েছে।

তাই, দেশজুড়ে ভোটাররা দায়ী করেছেন ট্রাম্পের শুল্কনীতিকে। বিশেষভাবে দায়ী করছেন কানাডার ওপর মাত্রাছাড়া শুল্ক আরোপকে। নির্বাচনের দু-এক দিন আগের জরিপ অনুযায়ী, ৬০ শতাংশের বেশি মার্কিন নাগরিক কানাডার ওপর শুল্কের বিরোধী। তাঁদের ৬৪ শতাংশই স্বতন্ত্র ভোটার। প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ভোটার বলেছেন, তাঁর নীতি অর্থনীতিকে খারাপ করেছে, আর তাঁদের প্রায় ১০ জনে ৮ জন ডেমোক্র্যাট প্রার্থীকে ভোট দিয়েছেন।

কানাডা সীমান্তের যে ৩৩টি রাজ্যে সিনেট নির্বাচন হয়েছে, তার ২০টিতে ডেমোক্র্যাটরা জিতেছেন। ৫টি রাজ্য কানাডার সঙ্গে সরাসরি সীমান্ত-ভাগাভাগি করা। আলাস্কা ছাড়া কানাডা-সংলগ্ন প্রতিটি রাজ্যেই দলটি প্রতিনিধি পরিষদের আসন জিতেছে।

চার.

নির্বাচনের ঠিক আগে মার্কিন প্রশাসন টের পায় তারাই সমস্যা পাকিয়েছে, এবং পরিণতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। এবার পিছু হটতে শুরু করে মার্কিন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। নির্বাচনের মাত্র দুই সপ্তাহ আগে প্রশাসন প্লাইউড, কাগজজাত পণ্য, যন্ত্রপাতি ও রেফ্রিজারেশন সরঞ্জামসহ কিছু কানাডীয় আমদানিতে শুল্কছাড় ঘোষণা করে, যদিও একই সঙ্গে অন্য কিছু পণ্যে নতুন শুল্কও বসায়।

কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনসের বিশ্লেষণ এই মুহূর্তটিকে চমৎকারভাবে ধরেছে, 'দেখা যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রই পিছু হটছে। যেসব শুল্ক অতিরিক্ত অর্থনৈতিক ক্ষতি করছিল, সেগুলো প্রত্যাহার করছে। উত্তরের সীমান্ত রাজ্যগুলো কানাডার সঙ্গে বাণিজ্যের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। সেগুলোয় গণসমর্থন হারিয়ে রিপাবলিকানরা কঠিন লড়াইয়ের মুখে পড়েছেন।

মিশিগানের রিপাবলিকান সিনেট প্রার্থী মাইক রজার্স নিজেই এক বিজ্ঞাপনে বলেন, 'কানাডা ইজ নট আওয়ার এনিমি।' যদিও মাস কয়েক আগে তিনি বাণিজ্যযুদ্ধটি সমর্থন করেছিলেন।

ইতিমধ্যে দেরি হয়ে গেছে। ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে গেছে।

কানাডা ওহাইওর সবচেয়ে বড় রপ্তানি বাজার, যেখানে রাজ্যটি ১৭.৫ বিলিয়ন ডলারের পণ্য পাঠায়, যা তার মোট রপ্তানির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। এরিক হ্যামের হিসাবে কানাডার পাল্টা শুল্ক ওহাইওর ৩ বিলিয়ন ডলারের বেশি ক্ষতি করেছে।

আটলান্টিক কাউন্সিলের হিসাবে নর্থ ডাকোটা বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ, রাজ্যটির রপ্তানির ৮১ শতাংশ যায় কানাডায়। শুধু রপ্তানি নয়, আমদানিও: নর্থ ডাকোটা উৎপাদকদের জন্য ইস্পাত এবং কৃষকদের জন্য সার, জ্বালানি ও রাসায়নিকের মতো সরবরাহের জন্য কানাডার আমদানির ওপর নির্ভর করে। পাশের মিনেসোটায় মিনেসোটা ফার্মার্স ইউনিয়নের প্রধান গ্যারি ওয়ার্টিশ জানিয়েছেন, আগের তিন বছরে সম্মিলিতভাবে যতটা ঋণগ্রস্ত হয়েছেন, শুধু এই এক বছরে তার চেয়ে বেশি কৃষক ঋণগ্রস্ত হয়েছেন।

অর্থনীতির 'ট্যাক্স ইনসিডেন্স' বা 'করের প্রকৃত বোঝা' ধারণা থেকেই আমরা জানি শুল্ক কাগজে-কলমে বিদেশি পণ্যের ওপর বসে। কিন্তু মূল্য চোকায় দেশীয় আমদানিকারক। তারা খরচ ও লাভ তোলে ক্রেতার ঘাড়ে পণ্যের বাড়তি দাম চাপিয়ে দিয়ে। ২০১৮-১৯ সালের মার্কিন-চীন বাণিজ্যযুদ্ধ নিয়ে অর্থনীতিবিদ মেরি অ্যামিতি, স্টিফেন রেডিং ও ডেভিড ওয়াইনস্টাইনের গবেষণাটিও দেখিয়েছিল যে শুল্কের প্রায় পুরো বোঝাই মার্কিন ভোক্তা ও কোম্পানির ঘাড়ে পড়েছিল।

কিন্তু ট্রাম্প প্রশাসনের একগুঁয়েমির কারণে কানাডার পাল্টা শুল্কের চাপে কানাডা থেকে আমদানি করা অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের উচ্চমূল্য মার্কিন ভোক্তাদেরই জীবন-জীবিকার ওপর চাপ তৈরি করে বসেছে। ডাচ অর্থনীতিবিদ ইয়ান টিনবার্গেনের 'গ্র্যাভিটি মডেল' নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রের আদলে এ রকম বাণিজ্য-সম্পর্কের ব্যাখ্যা দিয়েই রেখেছিল যে দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য তাদের অর্থনীতির আকারের সমানুপাতিক এবং দূরত্বের ব্যস্তানুপাতিক।

এই সূত্রে যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা বাণিজ্য-সম্পর্ক প্রায় অনিবার্য-অবিচ্ছেদ্য ও একক সত্তার মতো। বিশাল দুটি অর্থনীতি, পৃথিবীর দীর্ঘতম অরক্ষিত সীমান্ত। মহাকর্ষকে যেমন আইন করে বাতিল করা যায় না; জোর করে টানলে সুতা যেমন ছিঁড়ে যায়, কানাডাকে ধরাশায়ী ও দুর্বল করতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্র উল্টো স্বদেশের ভোক্তাদের জীবনযাত্রাতেই নাভিশ্বাস তুলে দেয়।

আরও আগের শুল্ক ব্যবস্থাপনার আলোকে ২০১৮ সালে অর্থনীতিবিদ থিমো ফেটজার ও কার্লো শোয়ার্জ দেখিয়েছিলেন যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, চীন ও কানাডা তাদের পাল্টা শুল্ক এমনভাবে সাজিয়েছিল যাতে তা রিপাবলিকান-ঝোঁকা ও দোলাচলের এলাকাগুলোয় সবচেয়ে বেশি আঘাত হানে। ২০২৬ সালে কানাডা এই কৌশলটি সরাসরিই প্রয়োগ করেছে।

ট্রাম্প প্রশাসন কানাডার ওপর গেম থিওরি প্রয়োগ করতে গিয়েছিল। হিসাব ছিল-বড় অর্থনীতি ছোট অর্থনীতিকে চাপে রাখলে ছোট অর্থনীতি নতি স্বীকার করতে বাধ্য হবে। কাউন্সিল অব ফরেইন রিলেশনস 'কানাডা শৌস দা লিমিটস অব ট্রাম্পস হার্ডবল ট্রেড ট্র্যাকট্রিস' নিবন্ধে যথার্থই দেখায় ট্রাম্পের কানাডা-নীতি ভুল।

দর-কষাকষিতে শক্তির চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ হলো কে বেশি কষ্ট সহ্য করতে রাজি এবং কার ঘরে রাজনৈতিক চাপ বেশি। ছোট অর্থনীতির ভালোভাবে টিকে থাকার আরেকটি কৌশল হতে হয় সবল অর্থনীতির দুর্বল জায়গাগুলো চিহ্নিত করে আঘাত হানা। নির্বাচনী ভোটের হিসাব-নিকাশে মার্কিন সীমান্ত রাজ্যগুলোই ওয়াশিংটনের দুর্বল জায়গা। কানাডা ঠিক সেই সব দুর্বল জায়গাতেই তার বাণিজ্য-কৌশল প্রয়োগ করেছে।

এবারের শুল্কযুদ্ধে কানাডার রণকৌশলকে অনেক দেশই শিক্ষণীয় উদাহরণ হিসেবে নেবে। বাংলাদেশের জন্যও খানিকটা শিক্ষণীয় রয়েছে, বিশেষত আঞ্চলিক ও ভূরাজনৈতিক অর্থনৈতিক কৌশল প্রয়োগের বেলায়।

হেলাল মহিউদ্দীন শিক্ষক, লিবারেল আর্টস, ম্যেভিল স্টেট ইউনিভার্সিটি, নর্থ ডেকোটা, যুক্তরাষ্ট্র

মতামত লেখকের নিজস্ব

মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ফিলাডেলফিয়ায়

২৪ পৃষ্ঠার পর

ও মানবিক দায়বদ্ধতার কথা তিনি তুলে ধরেন।

অন্যদিকে, ড. গেরি'স ১৯৭১ সালের সেই অবরোধ আন্দোলনের সঙ্গে কীভাবে যুক্ত হয়েছিলেন এবং সে সময়ের ঘটনাপ্রবাহের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। আলোচনায় অংশ নিয়ে প্রফেসর ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদও প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণের প্রেক্ষাপট ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। আলোচনা পর্বে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রাম শুধু দেশের ভেতরেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিবেকবান মানুষও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। ফিলাডেলফিয়ায় অস্ত্রবাহী জাহাজ অবরোধ ছিল সেই আন্তর্জাতিক সংহতির এক তাৎপর্যপূর্ণ উদাহরণ।

ইতিহাসের এ অধ্যায় সংরক্ষণ ও প্রচার করা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে সংগীতশিল্পী দেবী (উবার) সরাসরি সংগীত পরিবেশন করেন। তাঁর সংগীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী এ স্মরণানুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। অনুষ্ঠানটির সঙ্গে যুক্ত ছিল সাউথ এশিয়ান আমেরিকান ডিজিটাল আর্কাইভ (ঝঅঅউঅ)। দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকানদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও অবদান সংরক্ষণ এবং প্রচারে কাজ করছে প্রতিষ্ঠানটি।

আর্কাইভ, ঐতিহাসিক দলিল, প্রদর্শনী, বই ও শিক্ষামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের সমাজে দক্ষিণ এশীয় আমেরিকানদের অবদান তুলে ধরাই এর অন্যতম লক্ষ্য। আয়োজনটি বাস্তবায়নে ফিলাডেলফিয়া সিটি কাউন্সিলের অ্যাট-লার্জ সদস্য ডা. নিনা আহমাদ নগর তহবিল নিশ্চিত করেন। অনুষ্ঠানটির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে তাঁর সহযোগিতার কথাও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখ করেছে আয়োজক প্রতিষ্ঠান। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে ফিলাডেলফিয়ার এই অস্ত্রবাহী জাহাজ অবরোধের ঘটনা বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে বিদেশি নাগরিকদের সাহসী ভূমিকা ও আন্তর্জাতিক সংহতির এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল। 'ব্লকেড '৭১' প্রামাণ্যচিত্র ও স্মরণানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সেই বিস্মৃতপ্রায় ইতিহাস আবারও আলোচনায় উঠে এসেছে।

- ফিলাডেলফিয়া থেকে মোহাম্মদ ইসলাম প্রেরিত

ফ্লাভিও বলসোনারো 'কুফা', সে

৬ পৃষ্ঠার পর

আসতে হবে। ব্রাজিলীয় সংবাদ সংস্থা 'এজেন্সিয়া এস্তাদো' লুলার উদ্ধৃতি দিয়ে জানায়, 'তিনি সেখানে সুরক্ষার খোঁজে গেছেন। দেখা যাক তুমি কেমন সুরক্ষা পাও। আপনার বিরুদ্ধে থাকা আইনি মামলাগুলোর মুখোমুখি হতে অপনাকে ব্রাজিলেই ফিরে আসতে হবে।'

৩ নভেম্বর মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে তার এমন মন্তব্য সামনে আসে, যে নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটরা কংগ্রেসের উভয় কক্ষের নিয়ন্ত্রণ লাভ করে।

বলসোনারো কোনো প্রমাণ উপস্থাপন ছাড়াই নির্বাচনী কারচুপির দাবি করে তার নির্বাচনী পরাজয় মেনে নিতে অস্বীকার করেছেন।

ইতিহাসের ট্রাম্প-অধ্যায় শেষ হতে

১৭ পৃষ্ঠার পর

হিসেবে আবদুল আল-সাইদের বিজয় ডেমোক্র্যাট দলের ভেতর ক্ষমতা-ভরকেন্দ্রে বড় ধরনের অদলবদলের ইঙ্গিত দিচ্ছে। কারণ, আবদুল সাইদের বিজয় ধর্ম বা বর্ণের জায়গার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাঁর স্বাস্থ্যনীতিগত অবস্থানের কারণে। তিনি আমেরিকার ইসরায়েল নীতিরও বিরুদ্ধে ছিলেন। শেষোক্ত কারণে এবারের নির্বাচনের অন্যতম আলোচিত যুদ্ধক্ষেত্র ছিল মিশিগান।

তাঁর বিজয় ডেমোক্র্যাট শিবিরের ইসরায়েলপন্থী অংশকে বেশ কোণঠাসা করল। নির্বাচনের আগে আগে এ রকম একদল আবদুল সাইদের বিপরীতে রিপাবলিকান প্রার্থীকে সমর্থন দিয়েছিল। কিন্তু তারপরও এটা ডেমোক্র্যাটরা পেল। ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজে এই নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থীর পক্ষে জোরালো প্রচার চালান এবং আবদুল সাইদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক পরিচয়কে লক্ষ্য করে আক্রমণাত্মক বক্তব্য দেন।

মিশিগান এমন একটা রাজ্য, যেখানে একজন প্রগতিমুখী ডেমোক্র্যাট সিনেটর হওয়া মানে পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনে এই দলটিতে বার্নি স্যান্ডার্স, ওকাসিও কর্টেজের মতো ডানবিরোধীরা প্রাইমারিতে এগিয়ে থাকবেন।

সামগ্রিকভাবে এবারের নির্বাচনের ফল দুই বছর পর অনুষ্ঠেয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে একধরনের বাড়তি আশাবাদ তৈরি করবে বৈকি। এবারের নির্বাচনে রিপাবলিকানদের মোকাবিলা করতে গিয়ে ডেমোক্র্যাটরা তহবিল সংগ্রহেও বেশ সফলতা দেখিয়েছে, যেখানে সচরাচর তারা পিছিয়ে থাকে। আবার যেসব রাজ্যকে যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনী সংস্কৃতিতে দোদুল্যমান বা সুইং স্টেট বলা হয়, সেগুলোতে মধ্যবর্তী নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটদের ভালো করতে দেখা যাচ্ছে।

অথচ দুই বছর আগে এসব রাজ্যে ট্রাম্প জিতেছিলেন। এ রকম এক রাজ্য জর্জিয়ায় গভর্নর হিসেবে জিতেছেন আফ্রিকান-আমেরিকান ডেমোক্র্যাট কেইশা ল্যান্স বটমস। যাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী রিপাবলিকান প্রার্থী ছিলেন একজন অতি ধনী প্রার্থী। যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে অর্থের বিশেষ প্রভাব থাকে। সে রকম প্রভাব অতিক্রম করে একজন আফ্রিকান-আমেরিকান নারীর গভর্নর হওয়া আমেরিকার নির্বাচনী ইতিহাসেই বড় এক ঘটনা।

কেইশা বিগত সময়ে আটলান্টার মেয়র হিসেবে ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট বাইডেন শিবিরের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। এতে এমনও ইঙ্গিত মিলছে ডেমোক্র্যাট দলে সব উপদলের প্রার্থীরাই কমবেশি জিতেছে।

সিনেট ও হাউসে এ রকম ডেমোক্র্যাটদের বাড়তি উপস্থিতিতে ট্রাম্প প্রশাসনিক নানান বিষয়ে মুশকিলে পড়বেন। আবার তাঁর জন্য এখন বিপদ আছে নিজ দলেও। রিপাবলিকান শিবিরে যাঁরা তাঁর বিরোধী হয়েও এত দিন মুখ বুজে ছিলেন, তাঁরা এখন ট্রাম্পকে চ্যালেঞ্জ করতে সাহসী হয়ে উঠবেন।

যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনের এই ফলাফল ইউরোপে ট্রাম্পের ডানপন্থী মিত্রদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ছাত্র-শিক্ষক-শ্রমিকদের আন্দোলনও কিছু অক্সিজেন জোগাবে। বিশেষ করে ব্রাজিলে বলসোনারোর পরাজয় এবং আমেরিকার নির্বাচনে প্রগতিশীল ডেমোক্র্যাট নেতাদের বিজয় ইউরোপের চলমান ডান-বাম মেরুকরণকে প্রভাবিত করবে।

তবে এমন ভাবা বেশ উচ্চাভিলাষী হবে, দলের নির্বাচনী বিপর্যয় থেকে শিক্ষা নিয়ে ট্রাম্প তাঁর নীতিকৌশল থেকে সরবেন। রিপাবলিকানদের সে রকম ঐতিহ্য কম। আর স্বৈরশাসকেরা সাধারণত সংশোধন-অযোগ্য অবস্থাতেই বিদায় নেন। ফলে তাঁর শাসনামলের আগামী দুই বছরও তিনি বিশ্বের কোথাও না কোথাও বিপর্যয় ঘটিয়ে যাবেন-কিন্তু ইরান স্পষ্টত দেখাল যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক নীতি মোকাবিলাযোগ্য।

বিশ্বসমাজের জন্য এখন বিশেষভাবে দেখার পালা এই নির্বাচন ইউক্রেন ও মধ্যপ্রাচ্যে কী প্রভাব ফেলে। ইরানের পার্লামেন্টের স্পিকার মোহাম্মদ বাঘের গালিবাফ ইতিমধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন: 'সচেতনভাবে হোক বা জীবনযাত্রার ব্যয়ের কারণে হোক, যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ আসলে যুদ্ধের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে।

এই রায়ের পরও যদি ট্রাম্প যুদ্ধ অব্যাহত রাখেন, সেটা হবে তাঁর জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা।' ইরানের তাসনিম নিউজ এজেন্সিতে আজ সংবাদ শিরোনাম ছিল: 'মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকানদের পরাজয়ে প্রধান কারণ ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।'

কথাটা মিথ্যা নয়। জনজীবনে যুদ্ধ কতটা ক্ষতিকর হতে পারে, তার বড় প্রমাণ কানসাসে ১৯৩২-এর পর এই প্রথম একজন ডেমোক্র্যাট সিনেটর নির্বাচিত হলেন। নিঃসন্দেহে ট্রাম্পের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের জন্য এটা সিদ্ধান্তসূচক এক বার্তা।

আলতাফ পারভেজ *লেখক ও গবেষক*

মতামত লেখকের নিজস্ব

এবার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের

৭ পৃষ্ঠার পর

অনুযায়ী, ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের তুলনায় এবারের প্রতিনিধি পরিষদ নির্বাচনে ১৮ থেকে ২৯ বছর বয়সী ভোটারদের সমর্থনে ডেমোক্র্যাটদের দিকে প্রায় ৪০ শতাংশ পয়েন্টের পরিবর্তন ঘটেছে। তরুণ পুরুষদের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন ৩৯ শতাংশ পয়েন্ট এবং নারীদের ক্ষেত্রে ২৭ শতাংশ পয়েন্ট।

নির্বাচনের পর প্রকাশিত টাফটস বিশ্ববিদ্যালয়ের "সেন্টার ফর ইনফরমেশন অ্যান্ড রিসার্চ অন সিভিক লার্নিং অ্যান্ড এনগেজমেন্টের" তথ্যেও তরুণদের ডেমোক্র্যাটদের প্রতি উল্লেখযোগ্য সমর্থনের চিত্র উঠে এসেছে। সংস্থাটির হিসাবে, ১৮ থেকে ২৯ বছর বয়সী ভোটারদের ৬৬ শতাংশ প্রতিনিধি পরিষদ নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থীদের ভোট দিয়েছেন। রিপাবলিকান প্রার্থীদের পক্ষে ভোট দিয়েছেন ৩১ শতাংশ।

তরুণ ভোটারদের সাক্ষাৎকারে উঠে এসেছে, বাড়িভাড়া ও স্বাস্থ্যসেবার ব্যয় সামলাতে তাঁদের হিমশিম খেতে হচ্ছে। চাকরি করে নিজের বাড়ি কেনা এবং পরিবার গড়ার স্বপ্নও অনেকের কাছে অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে। এর সঙ্গে ইরান যুদ্ধ ও ইসরায়েলের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের নীতি নিয়েও তাঁদের মধ্যে অসন্তোষ রয়েছে।

পরিবর্তনের আশায় ভোট

তরুণদের ভোটের এই পরিবর্তন বড় শহরের পাশাপাশি গ্রাম ও শহরতলিতেও ছড়িয়ে পড়েছে। নিউইয়র্ক টাইমসের ৫ নভেম্বরের হিসাব অনুযায়ী, ২০২৪ সালে ডোনাল্ড ট্রাম্প জয়ী হয়েছিলেন এমন ২৩৪টি কংগ্রেশনাল ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে ৫২টিতে এবার ডেমোক্র্যাটরা জয় পেয়েছেন। দলটি ২০০৮ সালের পর প্রতিনিধি পরিষদে নিজেদের সবচেয়ে বড় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পথে রয়েছে।

তবে তরুণ ভোটারদের অনেকে জানিয়েছেন, ডেমোক্র্যাটদের প্রতি তাঁদের সমর্থন নিঃশর্ত নয়। তাঁরা দলীয় আনুগত্যের কারণে ভোট দেননি, পরিবর্তনের প্রত্যাশা থেকে প্রার্থীদের সমর্থন করেছেন। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা তাঁদের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করছেন কি না, সেটিও তাঁরা পর্যবেক্ষণ করবেন।

টেক্সাস স্টেটের সিনেট নির্বাচনে ১৮ থেকে ৪৪ বছর বয়সী পুরুষ ভোটারদের মধ্যে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জেমস ট্যালারিকোর পক্ষে প্রায় ৫০ শতাংশ পয়েন্টের পরিবর্তন দেখা গেছে।

স্টেটের রিচমন্ডের ৩৫ বছর বয়সী ভোটার ট্রিস্টান ওয়ামস্লি বলেন, 'তিনি (জেমস) আমার বয়সী। তাঁর কথাবার্তা শুনে মনে হয়েছে, আমি নিজেই তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারতাম। তিনি আমার মতোই একজন সাধারণ মানুষ।' সূত্র: নিউইয়র্ক টাইমস

সিনেট ডেমোক্র্যাটদের নেতা হিসেবে

৬ পৃষ্ঠার পর

সমর্থন দেওয়ার ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ।" এর পরিবর্তে আল-সায়েদ মেরিল্যান্ডের সিনেটর ক্রিস ভ্যান হোলেনের নাম সামনে এনেছেন। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, "আমি চাই তিনি (ভ্যান হোলেন) নির্বাচনে দাঁড়ান।" এর আগে জুলাই মাসে একটি জনসভায় তিনি ভ্যান হোলেনকে "পরবর্তী সিনেট সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা" (Senate Majority Leader) হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। আল-সায়েদ এমন অন্তত পাঁচজন নবনির্বাচিত ডেমোক্র্যাটের দলে যোগ দিলেন, যারা দায়িত্ব গ্রহণের আগেই শুমারকে সমর্থন দেওয়ার বিষয়ে কোনো প্রতিশ্রুতি দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।

সিনেটে ডেমোক্র্যাটরা ৫৪টি আসন পেয়েছেন। তাদের আরো ১টি আসন পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী মাসে যখন সিনেটে ডেমোক্র্যাটদের নেতৃত্বের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, তখন শুমারই তার পদে বহাল থাকবেন বলে ব্যাপকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।



ট্রাম্প জোট নড়বড়ে,

৭ পৃষ্ঠার পর

জন্য পরিচিত। 'মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন' আন্দোলনের অন্যতম রূপকার স্টিভ ব্যানন মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর দলতিতে এক "গৃহযুদ্ধের" আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। পরবর্তীতে, তিনি রিপাবলিকানদের পরাজয়ের জন্য অর্থনীতি এবং "বৈদেশিক যুদ্ধকে" দায়ী করেন। তিনি ট্রাম্পকে ঢালাওভাবে অবৈধ অভিবাসী বিতাড়নের ওপর আরও জোর দেওয়ার আহ্বান জানান। তবে অন্যান্য রিপাবলিকান কৌশলবিদরা বলেছেন, এই মধ্যবর্তী নির্বাচন 'মেক আমেরিকা গ্রেট এগেই' (মাগা) ভক্তদের জন্য একটি বড় ধাক্কা এবং সতর্কবার্তা, যারা ট্রাম্পের প্রেসিডেন্সির পরেও তার এই রাজনৈতিক আন্দোলনকে টিকিয়ে রাখতে চান।

রিপাবলিকান কৌশলবিদ উইট এয়ার্স বলেন, 'এখনও প্রচুর মাগাভক্ত ভোটার রয়েছেন যারা সব পরিস্থিতিতেই ডোনাল্ড ট্রাম্পের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তবে রিপাবলিকান পার্টির একটি বড় অংশ রয়েছে যারা মাগাভক্ত নন, এবং তারাই এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ।' অস্টিনের 'ইয়ং রিপাবলিকানস'-এর নেতা শ্রাডারের মনোভাবও ঠিক এমনই। নির্বাচনের ফলাফলের পর প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তার প্রথম প্রকাশ্যে আসা অনুষ্ঠানটিতে কীভাবে হোয়াইট হাউসের বলরুম প্রকল্প ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখিয়েছেন-সে বিষয়ে মতামত জানতে চাইলে শ্রাডার বলেন, ট্রাম্প এখনো এক "প্রাকৃতিক পরাশক্তি"। তবে তিনি আরও বলেন, 'আমি এমন সব বিষয় ও ইস্যুতে নজর দিতাম যা বলরুম নয় কিংবা কোনো কিছুর নাম পরিবর্তন করা নয়। আমার মনোযোগ থাকত সেই বিষয়গুলোর ওপর, যা সত্যিই সাধারণ মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ।'

মধ্যবর্তী নির্বাচনের তাৎক্ষণিক ফলাফলের যে চিত্র উঠে এসেছে, তা ইঙ্গিত দেয় যে ২০২৮ সালের নির্বাচনের আগে ট্রাম্পের কাছ থেকে কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখলেই রিপাবলিকানরা বেশি লাভবান হতে পারেন।

'ভ্যান্স ছিলেন ফেভারিট - এখন লড়াই সব পক্ষের জন্যই পুরোপুরি উন্মুক্ত'

ভাইস প্রেসিডেন্ট ভ্যান্স মধ্যবর্তী নির্বাচনের মূল্যায়নে খুব হিসাব-নিকাশ করে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। তিনি পরাজয়ের জন্য ইরান যুদ্ধকে দায়ী করেছেন এবং "আমেরিকা ফার্স্ট" (আমেরিকা আগে) নীতিতে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। এটি একটি সূক্ষ্ম সমালোচনা ছিল, যেখানে তিনি একটি অপ্রিয় যুদ্ধের প্রশ্নে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন, অথচ একই সাথে মাগা সমর্থক গোষ্ঠীর কাছে জনপ্রিয় সেই রাজনৈতিক ভাবমূর্তিকেও আলিঙ্গন করেন।

ইরান ইস্যুতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের পরবর্তী পদক্ষেপগুলোর ওপর তার দল ২০২৮ সালের নির্বাচনের সমীকরণের স্বার্থেই নজর রাখবে। কারণ এই উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পেলে ভ্যান্স এবং অন্যান্য "আমেরিকা ফার্স্ট" সমর্থকদের প্রকাশ করা উদ্বেগের পালে নতুন করে হাওয়া লাগার ঝুঁকি তৈরি হবে।

এক্স-এ দেওয়া তার নির্বাচন-পরবর্তী বিশ্লেষণমূলক বিবৃতিতে ভ্যান্স ইসরায়েলে যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা পুনর্বিবেচনা করার বিষয়ে ডানপন্থীদের মধ্যে বাড়তে থাকা দাবির প্রতিও সুর মিলিয়েছেন। তবে তিনি অভিবাসন আইন প্রয়োগে কিছু পরিবর্তনের বিষয়েও খোলামেলা মনোভাব দেখিয়েছেন। আর এই অবস্থান হোয়াইট হাউসের নতুন চিফ অফ স্টাফ স্টিফেন মিলারের নীতির সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক-যিনি ভ্যান্সের মিত্র হওয়া সত্ত্বেও প্রেসিডেন্টের দ্বিতীয় মেয়াদের অভিবাসন এজেন্ডার মূল রূপকার ছিলেন।

রাজনৈতিক কৌশলবিদদের মতে, মধ্যবর্তী নির্বাচনে দলের এই ভরাডুবি ২০২৮ সালের মনোনয়নের ক্ষেত্রে ভাইস প্রেসিডেন্ট ভ্যান্সের পথকে বেশ জটিল করে তুলেছে।

এয়ার্স বলেন, 'এই মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে ২০২৮ সালে রিপাবলিকান মনোনয়ন পাওয়ার দৌড়ে জেডি ভ্যান্সই ছিলেন সবচেয়ে ফেভারিট বা এগিয়ে থাকা প্রার্থী। কিন্তু এই নির্বাচনের পর, মনোনয়নের সেই লড়াই এখন সবার জন্য পুরোপুরি উন্মুক্ত হয়ে গেছে।'

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সম্ভাব্য উত্তরসূরিদের সামনে নিজেদের বিকল্পগুলো ভেবে দেখার জন্য কিছুটা সময় থাকলেও, খুব শীঘ্রই তাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ২০২৮ সালের প্রেসিডেন্ট পদে লড়াই করতে ইচ্ছুক যে কাউকেই আগামী কয়েক মাসের মধ্যে হোয়াইট হাউস প্রার্থিতা ঘোষণার জন্য চাপের মুখে পড়তে হবে। এমনকি কেউ কেউ চলতি বছর শেষ হওয়ার আগেই প্রচারণা শুরু করতে পারেন।

ভ্যান্সের এই নির্বাচনী বিশ্লেষণকে অনেকেই তার নির্বাচনে দাঁড়ানোর পরিকল্পনার এক অনানুষ্ঠানিক ইঙ্গিত হিসেবেই দেখছেন। ফলে শেষ পর্যন্ত এই প্রাথমিক নির্বাচনে যে বহু প্রার্থীর ভিড় জমবে, তা একপ্রকার নিশ্চিত।

হোয়াইট হাউসের সম্ভাব্য অন্যান্য দাবিদারদের মধ্যে রয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও, টেক্সাসের সিনেটর টেড ক্রুজ, ফ্লোরিডার গভর্নর ডিস্যান্টিস, জাতিসংঘে নিযুক্ত সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত নিকি হ্যালি এবং নিউ জার্সির সাবেক গভর্নর ক্রিস ক্রিস্টি- ছাড়াও তালিকায় আরও অনেকে রয়েছেন।

পরবর্তী নির্বাচনী চক্রে, রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ও কংগ্রেস প্রার্থীদের ইসরায়েলে আমেরিকার সমর্থন থেকে শুরু করে ট্যারিফ বা শুল্ক নীতি এবং এআই বিপ্লবের মতো সময়ের প্রধান প্রধান বিষয়গুলোতে বেশ কিছু কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার দ্বিতীয় মেয়াদের শেষ দুই বছরে পা দেওয়ার সাথে সাথে তার প্রভাব কিছুটা হ্রাস পেতে পারে, তবে আগামী দুই বছর দলের মধ্যে তার কণ্ঠস্বরই সবচেয়ে জোরালো থাকবে। কিন্তু এই উত্তরসূরি নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় তিনি গভীরভাবে হস্তক্ষেপ করবেন নাকি দূরে থাকবেন, তা এখনো স্পষ্ট নয়।

ট্রাম্প বিভিন্ন সময়ে ভ্যান্স এবং রুবিওর প্রশংসা করেছেন, তবে তার স্থানে তিনি কাকে দেখতে চান-সেই প্রশ্নের সরাসরি উত্তর তিনি এড়িয়ে গেছেন। এয়ার্স বলেন, 'কারা শেষ পর্যন্ত এই দৌড়ে নামবেন তা সময়ই বলে দেবে। তবে আমার ধারণা, মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে আমরা যেমনটা ভেবেছিলাম, প্রার্থী তালিকা তার চেয়ে অনেক বড় এবং আরও বৈচিত্র্যময় হতে যাচ্ছে।'

ভরাডুবির পর ট্রাম্পকে নীতি পরিবর্তনের আহ্বান রিপাবলিকানদের

৪ নভেম্বর বুধবার রিপাবলিকান মিত্র ও রাজনৈতিক কৌশলবিদেরা ট্রাম্পকে হোয়াইট হাউসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরিবর্তন, প্রশাসনে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা এবং নির্বাচনে পরাজয়ের জন্য দায়ী নীতিগুলো থেকে সরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। এসব নীতির মধ্যে ইরান যুদ্ধ ও শুল্ক আরোপের বিষয়টিও রয়েছে।

মধ্যবর্তী নির্বাচনে বড় ব্যবধানে পরাজয়ের পর প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নীতিগত অবস্থান পরিবর্তনের চাপ দিচ্ছেন রিপাবলিকানরা। এ নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটরা কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ পেয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নির্বাচনী আসনে ট্রাম্পের মনোনীত প্রার্থীদেরও প্রত্যাখ্যান করেছেন ভোটাররা।

প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার মেয়াদের শেষ কয়েক বছর শুরু হওয়ার সময়ই এমন চাপের মুখে পড়েছেন ট্রাম্প। অভিজ্ঞ রিপাবলিকান রাজনৈতিক কৌশলবিদ জন ফিহেরি নির্বাচনের ফলাফলকে ট্রাম্পের জন্য 'বড় বিপর্যয়' হিসেবে অভিহিত করেছেন। ফিহেরি বলেন, 'তার পুরো প্রশাসনকে ঢেলে সাজানো প্রয়োজন। এখন থেকে প্রতিটি দিন পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরও বেশি করে ক্ষমতাহীন হয়ে পড়বেন।'

তবে নির্বাচনের ফলাফলকে নিজের নীতিগত অবস্থান পরিবর্তনের কারণ হিসেবে দেখছেন-এমন কোনো ইঙ্গিত দেননি ট্রাম্প।

৩ নভেম্বর মঙ্গলবার রাতে ফক্স নিউজকে তিনি বলেন, 'আমি এটিকে আমার ওপর আঘাত হিসেবে দেখছি না।'

এখন ট্রাম্পের আইন প্রণয়নের উদ্যোগ আটকে দেওয়া, তার প্রশাসনের বিরুদ্ধে তদন্ত করা এবং মনোনীত ব্যক্তিদের নিয়োগের বিরোধিতা করার ক্ষমতা পাবে ডেমোক্র্যাটরা। এর ফলে নির্বাহী ক্ষমতা আগ্রাসীভাবে ব্যবহার করে আসা ট্রাম্প একক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে নিজের কর্মসূচি বাস্তবায়নে আরও বেশি নির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এ ছাড়া নিজের এমন একটি রাজনৈতিক এজেন্ডা অব্যাহত রাখবেন কি না, সে সিদ্ধান্তও তাকে নিতে হবে, যা নিয়ে কিছু রিপাবলিকানের আশঙ্কা, এই অবস্থান রাজনৈতিক দায় হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে ২০২৮ সালে হোয়াইট হাউসের দৌড়ে অংশ নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে-এমন উত্তরসূরিদের জন্যও বিষয়টি উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে।

ট্রাম্পের সম্ভাব্য রাজনৈতিক উত্তরসূরি হিসেবে বিবেচিত ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স ৪ নভেম্বর বুধবার প্রেসিডেন্টের অবস্থান থেকে কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখার ইঙ্গিত দিয়েছেন। মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকানদের পরাজয়ের জন্য তিনি ইরান যুদ্ধকে দায়ী করেছেন। রিপাবলিকানরা যদি মনে করেন, দলটির ভোটারদের ওপর ট্রাম্পের দীর্ঘদিনের প্রভাব দুর্বল হয়ে পড়ছে, তাহলে এ ধরনের দূরত্ব তৈরি আরও সাধারণ ঘটনা হয়ে উঠতে পারে বলে জানিয়েছেন রাজনৈতিক কৌশলবিদ ও দলীয় কর্মকর্তারা।

হোয়াইট হাউসে কর্মী পরিবর্তন ও তদন্তের আশঙ্কা

হোয়াইট হাউসের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানিয়েছেন, সেখানে জ্যেষ্ঠ সহকারীদের মধ্যে পদত্যাগ, মন্ত্রিসভায় সম্ভাব্য পরিবর্তন এবং ডেমোক্র্যাটদের তদন্ত নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

ওই কর্মকর্তা বলেন, 'এই মুহূর্তে এখানে থাকা সত্যিই খুব খারাপ অভিজ্ঞতা। কর্মীদের মনোবল যতটা নিচে নামতে পারে, ঠিক ততটাই নেমে গেছে।' তিনি জানান, নির্বাচনের ছয় সপ্তাহ আগে অভ্যন্তরীণ জনমত জরিপে দুই কক্ষেই রিপাবলিকানদের পরাজয়ের আশঙ্কা দেখা গিয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করার পরও ট্রাম্প ইরান যুদ্ধের বিষয়ে নিজের অবস্থান পরিবর্তন করতে অস্বীকৃতি জানান।

ওই কর্মকর্তা বলেন, 'শেষ পর্যন্ত তিনি বিষয়টি নিয়ে একেবারেই চিন্তা করেননি। তিনি কারও কথা শুনতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।'

মঙ্গলবার রাতে ট্রাম্প স্বীকার করেন, আট মাস ধরে চলা ইরান যুদ্ধ রিপাবলিকান প্রার্থীদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তবে সংঘাত শুরু করার সিদ্ধান্তের পক্ষে নিজের অবস্থান ধরে রাখেন তিনি।

যুদ্ধের বাইরেও রিপাবলিকানদের উদ্বেগ রয়েছে। রিপাবলিকান রাজনৈতিক পরামর্শকের বরাত দিয়ে জানা যায়, মিশিগান ও আইওয়ার মতো প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ সিনেট নির্বাচনী আসনে পরিচালিত ফোকাস গ্রুপগুলোর আলোচনায় এ গ্রীষ্মে জাতীয় পর্যায়ের রিপাবলিকান রাজনৈতিক উপদেষ্টাদের উদ্বেগ বাড়তে থাকে। কারণ, আরও বেশি রিপাবলিকান ও স্বতন্ত্র ভোটার হোয়াইট হাউসের বলরুম এবং ওয়াশিংটনের বিভিন্ন সংস্কারকাজে প্রেসিডেন্টের মনোযোগ দেওয়ার বিরোধিতা করেন।

এক রিপাবলিকান রাজনৈতিক উপদেষ্টা বলেন, 'ট্রাম্প যদি আগামী দুই বছরও একই বিষয় নিয়ে কথা বলতে থাকেন, তাহলে পরবর্তী নির্বাচনে আমরা আবারও বড় ব্যবধানে পরাজিত হব।'

তবে বুধবার ট্রাম্প সাংবাদিকদের নিয়ে আকস্মিকভাবে হোয়াইট হাউসের বলরুম নির্মাণকাজের স্থান পরিদর্শনে যান। এ প্রকল্পে তিনি যে সময় ব্যয় করছেন, তার পক্ষেও যুক্তি তুলে ধরেন। ট্রাম্প বলেন, 'আমার কাছে এটি স্বস্তিদায়ক।'

এদিকে হোয়াইট হাউসও প্রকাশ্যে কঠোর অবস্থান দেখিয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ট্রাম্পের একটি ছবি প্রকাশ করে তাতে লেখা হয়েছে, 'জনসাধারণের অবগতির জন্য: ট্রাম্প এখনো আপনাদের প্রেসিডেন্ট।'

তবে ট্রাম্পের হাতে এখনো যথেষ্ট ক্ষমতা রয়েছে। এর আগে রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, হোয়াইট হাউস কয়েক মাস ধরে অভিবাসন, শুল্ক, আবাসন ও কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়সংক্রান্ত নির্বাহী আদেশের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এসব আদেশের মাধ্যমে ডেমোক্র্যাটদের বিরোধিতা সত্ত্বেও নিজের কর্মসূচির কিছু অংশ এগিয়ে নিতে পারবেন তিনি।

তবে নির্বাহী ক্ষমতা ব্যবহার করে কংগ্রেসের তদন্ত থেকে প্রশাসনকে রক্ষা করা সম্ভব হবে না।

হোয়াইট হাউসের ওই কর্মকর্তা বলেন, 'কেউই এসব তদন্তের মুখোমুখি হতে চায় না।' - বিবিসি ও রয়টার্স

হাসিনা কি শ্বশুরবাড়ি

১৫ পৃষ্ঠার পর

সে কি তার শ্বশুরবাড়ি রংপুরে বেড়াতে আসছে যে তাকে পাসপোর্ট দিতে হবে, আর পাসপোর্ট দিয়ে সে আসবে? আমাদের সঙ্গে ভারতের একটি এক্সট্রাডিশন ট্রিটি রয়েছে। সন্ত্রাসী এবং ক্রিমিনালকে ধরার জন্য এই চুক্তি। একজন টেরোরিস্ট ক্রিমিনালকে ধরতে পাসপোর্ট লাগে না, লাগে জুডিশিয়াল প্রসেস।'

তিনি আরও বলেন, 'পালিয়ে যাওয়া এই টেরোরিস্ট, যে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করে পালিয়ে গেছে, তাকে আমরা কোনোভাবেই একজন সাধারণ কমার্শিয়াল ট্রাভেলার হিসেবে দেখতে পারি না। আমরা তার হ্যান্ডওভার চাই। বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের মধ্যে যে এক্সট্রাডিশন ট্রিটি রয়েছে, সেই অনুযায়ী এই ক্রিমিনালকে হ্যান্ডিং ওভার করতে হবে।'

বাংলাদেশ-চীন-মিয়ানমার পরিকল্পিত ত্রিপক্ষীয় করিডোর নিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'করিডোর নিয়ে কোনো ভু-রাজনৈতিক শঙ্কা দেখছে না বাংলাদেশ। এটি বাস্তবায়িত হলে পুরো অঞ্চলটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্রে পরিণত হবে। এই আঞ্চলিক করিডোরে যুক্ত হতে ঢাকার যথেষ্ট আগ্রহ রয়েছে। তবে এর আগে রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধান প্রয়োজন।'

তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, 'লিউ হাইশিংয়ের এই সফরের মধ্য দিয়ে আগামী দিনে চীন ও বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় ও কৌশলগত সম্পর্ক আরও গভীর ও গতিশীল হবে।'



অনলাইনে পরিচয় পড়তে স্ক্যান করুন

37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেটে প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK



আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ
বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন

LOWEST GUARANTEED PRICES

Emirates ETIHAD AIRWAYS QATAR AIRWAYS KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA



MIRZA M ZAMAN
(SHAMIM) - CEO

Cheapest Domestic & International Air Tickets
GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

ইরান যুদ্ধের কারণেই হেরেছি ক্ষোভ

৭ পৃষ্ঠার পর

আপনাদের প্রেসিডেন্ট।' পোস্টে আরও বলা হয়, 'বিষয়টি মনোযোগ দিয়ে দেখার জন্য ধন্যবাদ।' সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ট্রাম্প প্রায়ই এ ধরনের বাক্য ব্যবহার করেন।

নির্বাচনের ফলাফলকে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি, ট্রাম্পের শুল্কনীতি এবং ইরান যুদ্ধ নিয়ে জনঅসন্তোষের প্রতিফলন হিসেবে দেখা হচ্ছে। ইরান যুদ্ধের কারণে জ্বালানির দাম বেড়ে জীবনযাত্রার ব্যয়ের ওপর আরও চাপ তৈরি হয়েছে।

দুই কক্ষের নিয়ন্ত্রণ পাওয়ায় ডেমোক্র্যাটরা আইন প্রণয়ন, ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে তদন্ত এবং তার নিয়োগপ্রক্রিয়ায় বাধা দেওয়ার ক্ষমতা পেয়েছে। তবে ট্রাম্প ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগের হুঁশিয়ারি দেওয়ায় ডেমোক্র্যাটরা কতটা কার্যকরভাবে তাদের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে পারবেন, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

আবার হামলা হলে যুদ্ধ বিস্তারের হুঁশিয়ারি ইরানের

এই নির্বাচনে রিপাবলিকানদের পরাজয়ের পরও ওয়াশিংটনের নীতিতে পরিবর্তনের আশা নাকচ করে দিয়েছেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা খামেনি। ৪ নভেম্বর বুধবার এক লিখিত বার্তায় তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র আবার হামলা চালালে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের পরিধি আরও বিস্তৃত হবে।

ইরানের সুপ্রিম নেতা মোজতবা খামেনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে দেশটির আধিপত্যবাদী আচরণ বদলে যাবে, এমন আশা করা ভুল। ইরানের বিরুদ্ধে শত্রুতা বন্ধ করতে যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড় দেওয়ার চিন্তাও সঠিক নয়।

গত মার্চে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলায় তার বাবা ও পূর্বসূরি আয়াতুল্লাহ আলি খামেনি নিহত হওয়ার পর ক্ষমতায় আসেন মোজতবা খামেনি। এরপর থেকে তাকে প্রকাশ্যে দেখা যায়নি। লিখিত বার্তার মাধ্যমে তিনি বক্তব্য দিয়ে আসছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনায় ইরানের প্রধান মধ্যস্থতাকারী মোহাম্মদ বাঘের গালিবাফও যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনের ফলাফলকে স্বাগত জানিয়েছেন। এক্সে দেওয়া পোস্টে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের ভোটাররা যুদ্ধের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন। ইরানের বিচার বিভাগের প্রধান গোলামহোসেইন মোহসেনি এজেইও নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সামরিক ও রাজনৈতিক পরাজয় হয়েছে বলে মন্তব্য করেন।

তবে নির্বাচনের দিনও হরমুজ প্রণালির কেশম দ্বীপে হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের দাবি, সেখানে পরপর পাঁচটি বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। ট্রাম্প বলেন, দ্বীপটিতে একটি বিমান প্রতিরক্ষাব্যবস্থা নির্মাণ করা হচ্ছিল। সেটি সম্পন্ন হওয়ার পরই যুক্তরাষ্ট্র হামলা চালিয়েছে। তবে তিনি এ হামলাকে 'ছোটখাটো' বলে উল্লেখ করেন।

ইরানের বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর (আইআরজিসি) দাবি, কেশম দ্বীপের আকাশে যুক্তরাষ্ট্রের একটি এমকিউ-১ ড্রোন ভূপাতিত করা হয়েছে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোনো নিশ্চিত বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

এর আগে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছিলেন, ইরানের মধ্যাঞ্চলে অবস্থিত সন্দেহভাজন পারমাণবিক স্থাপনা 'পিক্যাক্স মাউন্টেন'সহ এক বা দুটি লক্ষ্যবস্তুর বিষয়ে তাকে ব্যবস্থা নিতে হবে।

যদিও ৩ নভেম্বর মঙ্গলবার ফিন্যান্সিয়াল টাইমসকে তিনি বলেন, পূর্ণমাত্রায় যুদ্ধ শুরু করার প্রয়োজন নাও হতে পারে। তার ভাষায়, প্রয়োজন হলে যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তুত রয়েছে, তবে যুদ্ধ শুরুর কোনো কারণ না-ও থাকতে পারে।

যুদ্ধ এড়াতে কূটনৈতিক তৎপরতা

এদিকে সংঘাত নতুন করে শুরু হওয়া ঠেকাতে মধ্যস্থতাকারী দেশগুলোর কূটনৈতিক তৎপরতা চলছে। ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান জানিয়েছেন, তার সরকার আলোচনার মাধ্যমে সংকট সমাধানের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আগে যেসব বিষয়ে আলোচনার সুযোগ ছিল না, সেগুলো নিয়েও আলোচনার জন্য সর্বোচ্চ নেতা সরকারকে নতুন ক্ষমতা দিয়েছেন বলে জানান তিনি।

মধ্যস্থতাকারী দেশ কাতারও একটি অন্তর্বর্তী সমঝোতার বিষয়ে আশাবাদী। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মাজেদ আল-আনসারি জানান, কাতারের দেওয়া প্রস্তাব ও ধারণাগুলো দুই পক্ষই পর্যালোচনা করছে।

চীনও ৪ নভেম্বর বুধবার জানিয়েছে, কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় যুদ্ধ পুনরায় শুরু হওয়া ঠেকানো তাদের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার।

নব নির্বাচিত যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর

৬ পৃষ্ঠার পর

"হুইলপিএসি"এবং নর্থ ক্যারোলিনার নির্বাচিত সিনেটর রয় কুপার-এর "ওয়ান এনসি পিএসি"। ওপেনসিক্রেটস-এর তথ্য অনুযায়ী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী আইনপ্রণেতারা অন্য সদস্য, তাঁদের দল এবং অন্যান্য রাজনৈতিক কমিটিতে অনুদান দেওয়ার মাধ্যমে সহকর্মীদের মাঝে প্রভাব বাড়াতে এবং নেতৃত্বের পদ বা কমিটির চেয়ারম্যান হওয়ার লড়াইকে শক্তিশালী করতে লিডারশিপ পিএসি ব্যবহার করেন। ২০২৪ সালের নির্বাচন চক্রে, লিডারশিপ পিএসিগুলো ফেডারেল প্রার্থীদের ৭৯.৩ মিলিয়ন ডলার অনুদান দিয়েছে। এর বেশিরভাগই রিপাবলিকানদের পকেটে গেছে, যদিও একক বৃহত্তম দাতা হিসেবে ছিল একটি ডেমোক্র্যাটিক লিডারশিপ পিএসি।

মিশরীয় অভিবাসী মা-বাবার সন্তান আল-সাইয়েদ রিপাবলিকান প্রার্থী মাইক রজার্সকে পরাজিত করেছেন। প্রচারণাকালে ট্রাম্প, জেডি ভ্যান্স এবং সিনেটর টেড ক্রুজ তাঁর আনুগত্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন, তাঁকে "জিহাদি"বলে আখ্যা দিয়েছিলেন এবং কোনো প্রমাণ ছাড়াই মুসলিম ব্রাদারহুড আন্দোলনের সাথে তাঁকে যুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন।

ভোটের কয়েক দিন আগে মিশিগানের ওয়ান্ডোট শহরের এক সমাবেশে আল-সাইয়েদ আল জাজিরাকে বলেছিলেন, করদাতাদের অর্থ- গণহত্যার কাজে বা বর্ণবাদী বিদেশি সরকারকে না দিয়ে দেশের মানুষের জীবন বাঁচাতে ব্যয় করা উচিত। তিনি আরও যোগ করেন, ট্রাম্পকে হারানোই যথেষ্ট নয়, যে ব্যবস্থার কারণে তাঁর সৃষ্টি হয়েছে-সেই ব্যবস্থাকেও প্রতিস্থাপন করতে হবে। রাজনীতি থেকে অর্থের প্রভাব দূর করা ছিল তাঁর অন্যতম মূল অঙ্গীকার। বিজয় ভাষণে তিনি বলেন, এই ফল প্রমাণ করেছে অর্থ ও সাধারণ মানুষের মধ্যকার লড়াইয়ে "সাধারণ মানুষই বিজয়ী হতে পারে"। রেকর্ড গড়ে ইতিহাসের সবচেয়ে ব্যয়বহুল মধ্যবর্তী নির্বাচনে তাঁর এই জয় এসেছে। ওপেনসিক্রেটস-এর এফইসি তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা গেছে, এই নির্বাচনে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ১১.৯ বিলিয়ন ডলার, যা ২০২২ সালে ছিল ৮.৯ বিলিয়ন ডলার।

ইরানে হামলা চালিয়ে ইসরায়েলকে

৭ পৃষ্ঠার পর

দেননি ট্রাম্প। ৫ নভেম্বর বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি বলেন, সম্ভব হলে ইরানের বাকি অংশ ধ্বংস করতে চান না। তবে প্রয়োজনে তা করতে হতে পারে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, 'প্রয়োজনে ইরানের বাকি অংশের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর জন্য আমরা পুরোপুরি প্রস্তুত। খুব শিগগিরই আপনারা জানতে পারবেন।' এমন পরিস্থিতিতে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। ৫ নভেম্বর বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতাকারীদের দেওয়া প্রস্তাবগুলো বিবেচনা করছে তেহরান। এতে ওয়াশিংটনের সঙ্গে নতুন করে আলোচনার পথ খুলতে পারে।









থাই স্যুপ



পরিচয় ডেস্ক : স্যুপ খেতে সবারই কম বেশি ভালো লাগে। এক বাটি গরম ধোঁয়া ওঠামন ভালো করে দিতে পারে সহজেই। কিন্তু এই স্যুপ খাওয়ার জন্য কি সবসময় রেস্টুরেন্টই যেতে হয়? কেমন হয় যদি এই মজাদার স্যুপ খুব সহজেই বাসায় বানানো যায়?

উপকরণ: মুরগির ব্রেস্ট পিস-১/৪ কাপ, মাঝারি সাইজের চিংড়ি-৭/৮ পিস, বড় সাইজের মাশরুম-৪/৫ পিস, ডিমের কুসুম- ৩টি, আদা বাটা- ১/২ চা চামচ, রসুন বাটা- ১ চা চামচ, লঙ্কা গুড়ো- ১/২ চা চামচ, গোলমরিচ গুড়ো- ১/২ চা চামচ, চিলি সস- ১ চা চামচ, রসুন কুচি- সামান্য পরিমান, সয়া সস- ১ চা চামচ, টমেটো সস- ২ চা চামচ, চিনি ১ চা চামচ, লেবুর রস- ১ চা চামচ, কর্ণফ্লাওয়ার- ৩ চা চামচ, কাঁচামরিচ- ৩/৪ টা, থাই আদা- ১/২ চা চামচ কুচি, লেমন গ্রাস- পরিমানমতো, লবণ- স্বাদমতো, চিকেন স্টক- ২ কাপ

যেভাবে তৈরি করবেন:

১) মুরগির মাংস লম্বা করে কেটে ধুয়ে নিন। একই ভাবে চিংড়িগুলোকেও ভালোভাবে ধুয়ে নিন। এবার একটি বাটিতে মুরগির মাংস ও চিংড়িগুলো নিয়ে এতে একে একে আদা বাটা, রসুন বাটা, লঙ্কা গুড়ো, গোলমরিচ গুড়ো, স্বাদমতো লবণ দিয়ে ভালো করে মিক্স করে নিন।

২) অন্য একটি বাটিতে ৩টি ডিমের কুসুম নিয়ে এতে এক এক করে চিলি সস, সয়া সস, টমেটো সস, চিনি, লেবুর রস, লবণ, কর্ণফ্লাওয়ার ও ৩ চামচ চিকেন স্টক দিয়ে ভালো ভাবে মিশিয়ে নিন।

৩) এবার চুলায় একটি বড় সাইজের কড়াই বসিয়ে তাতে তেল দিন। তেল গরম হয়ে আসলে রসুন কুচি দিয়ে হালকা ভেজে নিন। এরপর ম্যারিনেট করে রাখা মাংস ও চিংড়ি দিন এবং সাথে কিছু কাঁচামরিচ ও মাশরুম দিয়ে কিছুক্ষণ ভেজে নিন।

৪) কিছুক্ষণ ভেজে নেওয়ার পর এতে অ্যাড করুন ২ কাপ চিকেন স্টক। এরপর আগে থেকে তৈরি করে রাখা সস ও লেমন গ্রাস দিয়ে ভালো ভাবে ফুটিয়ে রান্না করে নিন।

৫) স্যুপ ভালোভাবে কুক হয়ে গেলে এবং থিকনেস আপনার পছন্দমতো হয়ে গেলে নামিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন এই মজাদার রেস্টুরেন্ট স্টাইলে থাই স্যুপ।

ব্যস, এবার কিছু ধনিয়া পাতা কুচি দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন এই মজাদার থাই স্যুপ।

বাসার ছোট থেকে বড় সবাই মিলে ইনজয় করুন এই হেলদি রেসিপিটি।

ডিমের মাঞ্চুরিয়ান



পরিচয় ডেস্ক : ডিম খেতে অনেকেই খুব ভালোবাসে। আর এই ডিম দিয়ে তৈরি করা যায় অনেক ধরনের মজাদার খাবার। আজ আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি ডিমের চমৎকার একটি আইটেম নিয়ে। এই আইটেম-টি হালে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

উপকরণ: ডিম- ৪টি (সিদ্ধ), আদা কুঁচি- ১ টেবিল চামচ, রসুন কুঁচি- ১ টেবিল চামচ, কাচা মরিচ- ৫-৬ টি (কুঁচি), পেঁয়াজ- ২টি (বড় কিউব করে কাটা), সবুজ ক্যাপসিকাম- ১টি (বড় কিউব করে কাটা), পেঁয়াজ পাতা

ডিম ভাজার জন্য লাগবে: ময়দা- ৩ টেবিল চামচ, কর্নফ্লাওয়ার- ৩ টেবিল চামচ, লাল মরিচ গুড়া- ১ চা চামচ, গোল মরিচ গুড়া- ১/২ চা চামচ, লবণ- ১/২ চা চামচ, পানি

সস তৈরি করতে লাগবে: সয়া সস- ১ টেবিল চামচ, হট টমেটো সস- ১ টেবিল চামচ, ভিনেগার- ১ টেবিল চামচ, টমেটো সস- ৩ টেবিল চামচ, গোল মরিচ গুঁড়া ১/২ চা চামচ, লবণ- স্বাদমত, পানি- ১ কাপ, চিনি- ১ টেবিল চামচ

গ্রেভি করার জন্য:,কর্নফ্লাওয়ার- ৩ টেবিল চামচ (পানি দিয়ে গুলিয়ে রাখতে হবে)

প্রণালী : ১) ডিম ৪টি লম্বা লম্বা ৪ ভাগ করে কেটে নিতে হবে। ডিমগুলোকে তৈরি করে রাখা ময়দার গোলাতে ডুবিয়ে গরম ডুবো তেলে ভেঁজে নিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন ডিম ভেঙে বা খুলে না যায়। ডিম ভাঁজাটি বাদামি রঙ হয়ে গেলে নামিয়ে ফেলুন।

২) এরপর অন্য আরেকটি পাত্রে অল্প তেল গরম করে আদা কুঁচি, রসুন কুঁচি হালকা বাদামি করে ভাঁজতে হবে, এরপর এতে কাঁচা মরিচ কুচি, পেঁয়াজ, ক্যাপ্সিকাম দিয়ে কিছুক্ষণ ভেজে নিতে হবে। এরপর সস এর মিশ্রণটি ঢেলে দিতে হবে। কিছুক্ষণ পর একটু ঘন হয়ে এলে, ভেজে রাখে ডিম গুলো দিয়ে দিতে হবে। সাবধানে ভালো করে নাড়তে থাকুন ১-১.৫ মিনিট জ্বাল দিন। এরপর ঘন করার জন্য গুলিয়ে রাখা কর্নফ্লাওয়ার অল্প অল্প করে ঢালুন এবং নাড়তে থাকুন। ঘন ও মাখা মাখা হয়ে এলে এর উপরে সামান্য পেঁয়াজ পাতা ছিটিয়ে দিন।

ঝটপট খুব সহজেই তৈরি হয়ে গেল "এগ মাঞ্চুরিয়ান"। গরম গরম পরিবেশন করুন। এটি রুটি, পরোটা বা ফ্রাইড রাইস দিয়ে খেতে খুবই ভালো লাগে।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা



সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা



ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555



আচারি কুমড়া

পরিচয় ডেস্ক : মিষ্টি কুমড়া ভাত কিংবা রুটি যেকোনো কিছু দিয়ে খেতেই ভালো লাগে! এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ, ভিটামিন ই, আয়রনসহ বিভিন্ন পুষ্টিগুণ আছে। দারুণ স্বাদের এই কুমড়ার আচারি কারি অল্প উপকরণ দিয়ে সহজেই বানিয়ে নেওয়া যায়। আর মিষ্টি কুমড়া তো বাজারে কমবেশি সবসময়ই পাওয়া যায়। আবার দামটাও হাতের নাগালে! এই রেসিপিতে বাটা মসলা ব্যবহার করা হয় না বলে সময়টাও কম লাগে।

উপকরণ: মিষ্টি কুমড়া ৫০০ গ্রাম, পাঁচফোঁড়ন: ১ চা চামচ, হলুদ গুঁড়ো: ১/২ চা চামচ, লালমরিচের গুঁড়ো: ১/২ চা চামচ, গোলমরিচের গুঁড়ো: ১/২ চা চামচ, ক্যাপসিকাম: ১টি, টমেটো: ১টি, পেঁয়াজ কুঁচি: ২ চা চামচ, চাট মসলা: ১ চা চামচ, জিরা গুঁড়ো: ১/২ চা চামচ, ধনেপাতা কুঁচি: ২ টেবিল চামচ, লেবুর রস: সামান্য, সরিষার তেল: ২ চা চামচ ও লবণ: স্বাদ অনুযায়ী

প্রস্তুত প্রণালী: ১) প্রথমে মিষ্টি কুমড়া ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিন। সেই সাথে ক্যাপসিকাম আর টমেটোও কুঁচি করে রাখুন।

২) এবার চুলায় প্যান বসিয়ে তেল গরম করতে দিন। এই রেসিপিতে সরিষার তেল ব্যবহার করায় দারুণ একটি আচারি ফ্লেবার আসে।

৩) তেল গরম হয়ে আসলে এতে পাঁচফোঁড়ন দিয়ে দিন। তারপর পেঁয়াজ কুঁচি ও টমেটো কুঁচি দিয়ে হালকা করে ভেজে নিন।

৪) এরপর কেটে রাখা মিষ্টি কুমড়া দিয়ে দিন। চুলার তাপ মাঝারী রেখে লবণ, হলুদ গুঁড়ো, লালমরিচের গুঁড়ো ও গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করুন।

৫) সামান্য একটু পানি দিয়ে মসলার সাথে সবজি কষিয়ে নিন। এই পর্যায়ে জিরা গুঁড়ো ও চাট মসলা দিয়ে দিতে হবে।

৬) এবার ঢাকনা দিয়ে ঢেকে ৫ মিনিটের জন্য রান্না করুন। কুমড়া খুব তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যায়।

৭) তারপর ক্যাপসিকাম কুঁচি দিয়ে আরও কিছুক্ষণের জন্য দমে রাখুন। আমরা রান্নার শেষের দিকে ক্যাপসিকাম যোগ করছি যাতে এর রং ও পুষ্টিগুণ ঠিক থাকে!

৮) পানি টেনে কুমড়ার কারি মাখামাখা হয়ে আসলে ধনেপাতা কুঁচি আর সামান্য লেবুর রস ছড়িয়ে দিন। ব্যস, আচারি কুমড়া রেডি!

তাহলে দেখে নিলেন তো, খুব সহজে কিভাবে মিষ্টি কুমড়ার ভিন্নধর্মী একটি রেসিপি তৈরি করা যায়! এটি গরম ভাত কিংবা রুটির সাথে দারুণ মানিয়ে যাবে। ফোঁড়নের স্বাদ এই রেসিপিতে ভিন্নমাত্রা যোগ করে। একবার ট্রাই করেই দেখুন, পরিবারের সবাই এবার চেটেপুটে কুমড়ার কারিখাবে!



মুগডালে মিক্স সবজি কারি

পরিচয় ডেস্ক : তাড়কার স্বাদে ডালভুনা আমাদের সবারই পছন্দের। মুগডালে মিক্সড সবজি কারি রান্নাটাও বেশ সহজ। হাতের কাছে যে সবজিগুলো আছে, তা দিয়েই ঝটপট করে এটি তৈরি করে নেওয়া যায়। বাচ্চাদের জন্যও এটি বেশ উপযোগী কেননা ডালের প্রোটিন ও সবজির পুষ্টি দুটিই পাওয়া যায় এই খাবারে।

উপকরণ: ডাল (শুকনো তাওয়াতে হালকা করে ভেজে নেওয়া): ১ কাপ, আলু কিউব করে কাটা: ১টি, বেগুন কিউব করে কাটা: ১টি, পেঁপে কিউব করে কাটা: ১/২ বাটি, আদা বাটা: ১ চা চামচ, জিরা গুঁড়ো: ১ চা চামচ, হলুদ গুঁড়ো- ১/২ চা চামচ, মরিচের গুঁড়ো: ১ চা চামচ, ঘি: ১ চা চামচ, তেল: ২ চা চামচ, গরম মসলার গুঁড়ো: সামান্য, লবণ স্বাদ অনুযায়ী ও ফোঁড়ন/ তাড়কা দেয়ার জন্য, পাঁচফোঁড়ন- ১ টেবিল চামচ, তেজপাতা: ১টি, শুকনো মরিচ- ২/৩টি

প্রণালি: ১) প্রথমে মুগডাল লবন দিয়ে সেদ্ধ করে তুলে রাখতে হবে।

২) একটি প্যানে তেল গরম করে তাতে আলু, পেঁপে আর বেগুন কিউব দিয়ে ভালোভাবে ভেজে নিন। লবন আর হলুদ গুঁড়ো এই সময়ে দিয়ে দিতে পারেন।

৩) এবার আদা বাটাসহ বাকি মসলাগুলো দিয়ে সবজি ভালো করে কষিয়ে নিন। প্রয়োজনে সামান্য পানি দিতে হবে।

৪) তারপর মুগডাল দিয়ে সবজির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন।

৫) ৫ মিনিটের জন্য ঢেকে রান্না করুন যাতে সবজিগুলো সেদ্ধ হয়ে যায়।

৬) অন্য একটি প্যানে সামান্য তেল গরম করে তাতে পাঁচফোঁড়ন, তেজপাতা আর শুকনো মরিচ ভেজে নিন।

৭) মুগডালে মিক্স সবজি কারিতে এবার বাগাড় দেওয়ার পালা! তেলসমেত ফোঁড়ন ঢেলে দিন ডাল সবজিতে।

৮) উপর থেকে কিছুটা ঘি ও গরম মসলার গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে চুলা থেকে নামিয়ে নিন। ঘি দেওয়াটা অপশোনাল, আপনি চাইলে নাও দিতে পারেন।

ব্যস, খুব সহজেই তৈরি হয়ে গেল, তাই না? এবার গরম গরম মুগডাল সবজির কারি সার্ভ করে দিন রুটি বা ভাতের সাথে। তাড়কা বা ফোঁড়ন দেওয়াতে এর স্বাদ অনেকটা বেড়ে যায়। যেকোনো সবজি দিয়েই কিন্তু এই কারি রাঁধতে পারবেন।

তাহলে আজই ট্রাই করে ফেলুন!


ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি


Jamaica:
168-41 Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-262-9100
718-657-1000
GHOROA RESTAURANT
the taste of home
Brooklyn:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel:718-438-6001
718-438-6002
www.ghoroa.com ghoroafoodsinc@gmail.com

ট্রাম্পের পর হোয়াইট হাউসে কে,

৫ পৃষ্ঠার পর

রুবিও, সিনেটর জন অসফ ও ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গ্যাভিন নিউসমসহ বেশ কয়েকজনের নাম আলোচনায় এসেছে।

মধ্যবর্তী নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটদের বড় সাফল্য আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দলটির প্রার্থীদের জন্য নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে। অন্যদিকে রিপাবলিকানদের পরাজয় ট্রাম্প প্রশাসনের ঘনিষ্ঠ নেতাদের রাজনৈতিক অবস্থানকে চাপে ফেলেছে।

ডেমোক্র্যাট শিবিরে সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে আলোচনায় রয়েছেন জর্জিয়ার সিনেটর জন অসফ। মধ্যবর্তী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এই রাজ্যে বড় ব্যবধানে জয় পেয়েছেন তিনি। পেনসিলভানিয়ার গভর্নর জশ শাপিরোও নিজ রাজ্যে বড় ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন। গুরুত্বপূর্ণ দোদুল্যমান রাজ্যে তার জনপ্রিয়তাকে জাতীয় পর্যায়ে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনা হিসেবে দেখছেন বিশ্লেষকেরা।

এ ছাড়া ইলিনয়ের গভর্নর জেবি প্রিৎজকার ও ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গ্যাভিন নিউসমের নামও আলোচনায় রয়েছে। নিউইয়র্কের প্রতিনিধি আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও-কর্টেজের মতো প্রগতিশীল নেতারাও দলের মনোনয়ন দৌড়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারেন।

তবে ডেমোক্র্যাটদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ দলটির মধ্যপন্থী ও বামপন্থী অংশের মধ্যে ঐক্য তৈরি করা। মধ্যবর্তী নির্বাচনে উভয় পক্ষই নিজেদের রাজনৈতিক কৌশলের সাফল্য দাবি করেছে। জীবনযাত্রার ব্যয়, কর্মসংস্থান ও অর্থনীতিকে গুরুত্ব দিয়ে আগামী নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে চায় দলটির নেতারা।

অন্যদিকে রিপাবলিকান শিবিরে সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে সবচেয়ে বেশি আলোচনায় রয়েছেন জেডি ভ্যান্স। তবে মধ্যবর্তী নির্বাচনে দলের পরাজয়ের পর তার অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ইরান যুদ্ধ এবং ট্রাম্প প্রশাসনের নীতির কারণে ভোটারদের অসন্তোষ নির্বাচনে প্রভাব ফেলেছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা।

এ পরিস্থিতিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও, সিনেটর টেড ক্রুজ ও ফ্লোরিডার গভর্নর রন ডিসান্টিসের মতো নেতাদের সামনে সুযোগ তৈরি হতে পারে। বিশেষ করে ট্রাম্প প্রশাসনের নীতির সমালোচনা করে তারা নিজেদের অবস্থান শক্ত করার চেষ্টা করছেন।

২০২৮ সালের নির্বাচনে হিস্পানিক ও দোদুল্যমান ভোটারদের সমর্থন দুই দলের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। মধ্যবর্তী নির্বাচনে শ্রমজীবী ও লাতিনো ভোটারদের একটি অংশের সমর্থন হারিয়েছে রিপাবলিকানরা। অভিবাসননীতি নিয়েও দলটির প্রতি অসন্তোষ তৈরি হয়েছে।

বাংলাদেশে ফেরার ইঙ্গিত, নতুন

৪ পৃষ্ঠার পর

দেশে ফেরার বিষয়টি নতুন রাজনৈতিক ও আইনি উত্তেজনা তৈরি করতে পারে। রয়টার্সকে হাসিনা জানিয়েছেন, তিনি দেশে ফিরে আদালতে আত্মসমর্পণ করতে চান। তার সহযোগীরা বলেছেন, প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষ হলে হাসিনার দেশে ফেরার তারিখ ঘোষণা করা হবে।

২০২৫ সালের নভেম্বরে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের সময় প্রাণঘাতী দমন-পীড়নের নির্দেশ দেওয়ার অভিযোগে হাসিনার অনুপস্থিতিতে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। তবে নির্বাসনে থাকা হাসিনা তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

লন্ডনভিত্তিক আইনজীবী প্রতিষ্ঠান ম্যাট্রিক্স চেম্বার্সের আইনজীবীরা দিল্লিতে বাংলাদেশের দূতাবাসের ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার প্রীতি রহমানকে চিঠিটি পাঠান।

চিঠিতে বলা হয়, অন্তর্বর্তী সরকার ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষ শেখ হাসিনার বিদ্যমান বাংলাদেশি পাসপোর্ট ও জাতীয় পরিচয়পত্র বাতিল করেছে বলে জানা গেছে। এ অবস্থায় তাদের মক্কেলের জন্য নতুন বাংলাদেশি পাসপোর্ট ও জাতীয় পরিচয়পত্র ইস্যু করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার অনুরোধ জানানো হচ্ছে। আবেদনগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির আহ্বান জানিয়ে চিঠিতে বলা হয়, শেখ হাসিনার বাংলাদেশি নাগরিকত্বের ভিত্তিতে এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকারবিষয়ক বিভিন্ন চুক্তির অধীনে থাকা বাধ্যবাধকতা অনুসারে আবেদনগুলো বিবেচনা করতে হবে।

এ বিষয়ে মন্তব্য জানতে দিল্লিতে বাংলাদেশের দূতাবাসের ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার প্রীতি রহমান এবং ঢাকায় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের মুখপাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল রয়টার্স। তবে তারা তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য করেননি।- রয়টার্স

চেনা এক আমেরিকার পতন!

৫ পৃষ্ঠার পর

যাবে তাকে শিকল দিয়ে বেঁধে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে! ক্রিসমাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবশেষে ক্রিসমাসের পরাজয় ঘটে চারপাশের লাল রং সব হারিয়ে যাবে।

মানচিত্র বদলে শুরু হবে মাস্কের রাজত্ব

যুক্তরাষ্ট্রের মানচিত্র বদলে গিয়ে অন্য রূপ নিতে পারে। চারদিকে শুধু মেক্সিকো আর, তার চেয়েও ভয়ের বিষয় হবে-ওন্টারিও! ঐতিহাসিক তোরণ আর সুন্দর সব গলফ কোর্সগুলো মিলিয়ে যাবে। দেশের প্রতিটি মানুষকে বাধ্যতামূলকভাবে মুখে মাস্ক পরে ঘুরতে হবে। শুধু ব্যতিক্রম 'আইসিই' (অভিবাসন কর্তৃপক্ষ)-যাদের হয় মাস্ক ছাড়াই চলতে হবে, নয়তো চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যেতে হবে।

যুদ্ধ বিভাগ থেকে শুরু করে চিজকেকের কারখানা

আমেরিকার প্রভাবশালী 'যুদ্ধ বিভাগ'-এর নাম বদলে নতুন নাম রাখা হতে পারে-'কানাডার কাছে হাঁটু গেড়ে ক্ষমা চাওয়ার বিভাগ, যাতে তারা আমেরিকাকে ক্ষমা করে দেয়।' ট্রাম্প সেন্টার ফর পিস-এর জায়গায় রাতারাতি বানিয়ে ফেলা হতে পারে একটি চিজকেকের কারখানা! গ্রিনল্যান্ডের ওপর আমেরিকার অধিকার ঠিকই থাকবে, তবে দেখা যাবে সেখানকার সামরিক ঘাঁটির জায়গায় তৈরি করা হচ্ছে সমকামী ও কোভিড-সচেতন একটি আধুনিক বার।

শহরের নতুন মেয়র

প্রতিটি শহরের জন্য আলাদা করে বরাদ্দ করা হবে একেকজন জোহরান মামদানি! সাধারণ মানুষকে চুপচাপ গিয়ে নিজেদের সব বন্দুক এবং ফ্লানেল শার্ট জমা দিতে বলা হতে পারে।

বন্দুকগুলো গলিয়ে নষ্ট করে ফেলা হবে আর ফ্লানেল শার্টগুলো সুবারু গাড়ির মালিকদের মাঝে বিলিয়ে দেওয়া হবে। ডেমোক্র্যাটদের দখলে যাওয়া টেক্সাসে তখন সবাইকে গলা ফাটিয়ে স্লোগান দিতে হবে-"অ্যালামোকে (টেক্সাস স্টেটের সান অ্যান্টোনিও শহরে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক দুর্গ এবং মিশন) মনে রাখুন-তবে তার সঠিক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে।" আর আগামী দুই বছরের জন্য বিখ্যাত পডকাস্টার জো রোগানকে কোনো কথা না বলে কেবল সবার কথা চুপচাপ শুনে যাওয়ার শাস্তি দেওয়া হয়েছে।

সশস্ত্র বাহিনী ও সংস্কৃতির বদল

আমেরিকান সশস্ত্র বাহিনী আবার তাদের সেই পুরনো 'ঐতিহ্যে' ফিরে যাবে, যে বাহিনী এককালে স্বাস্থ্যবান, দাড়িওয়ালা আর অদ্ভুত লোকেদের দ্বারা পরিচালিত হতো। জাতীয় উদ্যানগুলোতে নতুন সাইনবোর্ড লাগিয়ে লিখে দেওয়া হতে পারে, 'দাসপ্রথা খারাপ জিনিস'।

ডোনাল্ড ট্রাম্প ও জন এফ. কেনেডির নামে থাকা পারফর্মিং আর্টস সেন্টারটির নাম বদলে রাখা হতে পারে 'কেনেডি সেন্টার উইথ অ্যান এক্সট্রা সাইড অব কেনেডি'। গার্ডেন অব হিরোজ-এ পুরোপুরি কার্ল মার্ক্স এবং অ্যানিমেটেড নারী এম অ্যান্ড এম-এর মূর্তিতে ভরে যাবে। আর সবচেয়ে মজার নিয়ম হবে-সব হকি খেলোয়াড়দের এখন থেকে মাঠে একে অপরকে চুমু খেতেই হবে!

খাবার ও জীবনযাত্রার নতুন নিয়ম

স্বাস্থ্য ও খাদ্যাভ্যাসেও আসবে অদ্ভুত সব নিয়ম। সব খাবারে ক্ষতিকর বীজের তেল (সিড অয়েল) ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। গরুর চর্বি বা বিফ ট্যালো হবে 'অপরাধী'! কাঁচা দুধ শুধু পাস্তুরিত করলেই চলবে না, তাকে ফুটন্ত গরম করতে হবে। খাদ্য পিরামিড উল্টে গিয়ে তার নিচে ট্রাম্পের নিয়োগ করা বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা চাপা পড়েছেন। রবার্ট এফ. কেনেডি জুনিয়রকে তার প্রিয় সেই টক বাঁধাকপির আচার (সাওয়ারক্রাউট) সাথে রাখা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, আর তাকে কোমল প্যান্ট পরে ব্যায়াম করতে হচ্ছে।

সমাজতন্ত্র, প্লুটো এবং ইংরেজি ভাষা

চারদিকে কেবল সমাজতন্ত্রের জয়জয়কার হবে। প্লুটো গ্রহ আবার তার আগের মর্যাদা ফিরে পাবে, আর সোনালি চুল রাখা সম্পূর্ণ বেআইনি ঘোষণা করা হতে পারে। মানুষকে জোর করে তাদের জন্মসূত্রের আসল চেহারায় ফিরিয়ে আনা হতে পারে।

ইংরেজি ভাষা আর দেশের সরকারি ভাষা থাকবে না। কোথাও ইংরেজি বলার বা লেখার অনুমতি থাকবে না। গ্রিনল্যান্ড সুযোগ পাবে আমেরিকা থেকে যেকোনো একটা রাজ্যকে পছন্দ করে দখল করে নেওয়ার। এক সেন্টের সেই পেনি কয়েন আবার আইনি মুদ্রা হিসেবে ফিরে আসবে। এমনকি গাছের পাতাগুলো পর্যন্ত নীল রঙ ধারণ করবে!

স্বর্ণযুগের অবসান

বাইরে পা রাখতেই দেখা যাবে ভ্যাকসিনের বৃষ্টি হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে ৮৪ জনে, আর প্রতি মিনিটে নতুন নতুন বিচারপতির জন্ম হবে।

যারা এতদিন কড়া শাসন, ভিনদেশিদের ওপর দমনপীড়ন আর নিজেদের আধিপত্য দেখে বুক ফুলিয়ে গর্ব করতেন-আজ তারা নিজেদের সম্পূর্ণ গৃহহীন মনে করছেন। শান্ত শহরগুলোর রাস্তায় সশস্ত্র প্রহরীদের উদ্দেশ্যহীনভাবে হেঁটে বেড়াতে দেখে মানুষের মনে যে দেশপ্রেমের জোয়ার আসত, তা আজ হারিয়ে যাবে। হামে আক্রান্ত হয়ে শিশু মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পাওয়া কিংবা গর্ভকালীন জটিলতায় ভোগা নারীদের হাসপাতালের পার্কিং লটে রক্তক্ষরণে মারা যাওয়ার দৃশ্য দেখে যারা একসময় আনন্দ ও স্বস্তি পেতেন, তারা আজ দিশেহারা।

পুরনো মূর্তিগুলো নামিয়ে ফেলা হবে। এটিই হয়তো আমাদের চেনা আমেরিকার শেষ! - দ্য আটলান্টিক ম্যাগাজিন থেকে

নিউইয়র্কের পর যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয়

৫০ পৃষ্ঠার পর

পর আর কোনো ক্ষমতাসীন মেয়রকে নির্বাচনে হারতে হয়নি।

যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম নগর নিউইয়র্ক সিটির বর্তমান মেয়র জোহরান মামদানিও ভারতীয় বংশোদ্ভূত। তাঁরা মা-বাবা দুজনই ভারতীয়। অবশ্য তাঁর জন্ম উগান্ডায় এবং পরে সাত বছর বয়সে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসেন।

ডেমোক্রেটিক সমাজতন্ত্রী হিসেবে পরিচিত নিত্যা রামন দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ভূত প্রথম ব্যক্তি, যিনি লস অ্যাঞ্জেলেসের মেয়র হতে যাচ্ছেন। নগর-পরিকল্পনাবিদ ও সিটি কাউন্সিলের সদস্য রামন আবাসন-সংকট, গৃহহীন মানুষের সমস্যা, গণপরিবহন, নগরসেবা ও পুলিশ বিভাগের সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তাঁর জয়কে যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় শহরে প্রগতিশীল ধারার রাজনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে দেখা হচ্ছে।

ভোটের ব্যবধান ৪৭ হাজারের বেশি

লস অ্যাঞ্জেলেস কাউন্টির রেজিস্ট্রার-রেকর্ডার/কাউন্টি ক্লার্ক দপ্তরের সর্বশেষ প্রকাশিত ফল অনুযায়ী, নিত্যা রামন পেয়েছেন ৪ লাখ ৬০ হাজার ৭৭২ ভোট, যা মোট ভোটের ৫২ দশমিক ৭০ শতাংশ। কারেন বাস পেয়েছেন ৪ লাখ ১৩ হাজার ৫১৯ ভোট, যা মোট ভোটের ৪৭ দশমিক ৩ শতাংশ। দুই প্রার্থীর ভোটের ব্যবধান ৪৭ হাজার ২৫৩।

বর্তমান মেয়র কারেন বাস বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে বলেন, 'আমি কাউন্সিল সদস্য নিত্যা রামনকে বিজয়ের জন্য অভিনন্দন জানাতে ফোন করেছি।' তিনি ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়ায় সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

বাস আরও বলেন, গত চার বছর মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন তাঁর জন্য সম্মানের ছিল। মহামারির পর শহরের গৃহহীনতা, নিরাপত্তা, সাশ্রয়ী আবাসন ও দাবানলের মতো বড় সংকট মোকাবিলায় তাঁর প্রশাসন কাজ করেছে।

নিত্যা রামনও বাসের সঙ্গে যোগাযোগের বিষয়টি নিশ্চিত করে তাঁকে ধন্যবাদ জানান। নির্বাচনী প্রচারের সময় তিনি বলেছিলেন, লস অ্যাঞ্জেলেসকে এমন একটি শহরে পরিণত করতে চান, যেখানে সাধারণ মানুষ বাস করতে পারবেন, কাজের জায়গায় পৌঁছাতে পারবেন এবং তাঁদের সন্তানদের জন্য নিরাপদ ও বাসযোগ্য পরিবেশ পাবেন।

কেরালা থেকে যুক্তরাষ্ট্র, তারপর নগর রাজনীতি

নিত্যা রামনের জন্ম ১৯৮১ সালে ভারতের কেরালা রাজ্যে। ছয় বছর বয়সে পরিবারের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান তিনি। যুক্তরাষ্ট্রে বেড়ে ওঠা রামন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। পরে ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এমআইটি) থেকে নগর পরিকল্পনায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

লস অ্যাঞ্জেলেস সিটি কাউন্সিলের চতুর্থ ডিস্ট্রিক্টের সরকারি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তাঁর জীবনী অনুযায়ী, রামন একজন নগর-পরিকল্পনাবিদ ও অভিবাসী। সিটি কাউন্সিলে যোগ দেওয়ার আগে তিনি সিলভার লেক নেবারহুড কাউন্সিলের গৃহহীনতাবিষয়ক কমিটির সহসভাপতি হিসেবে কাজ করেছেন। একই সঙ্গে 'সেলাহ নেবারহুড হোমলেস কোয়ালিশন' প্রতিষ্ঠায় যুক্ত ছিলেন।

স্থানীয় পর্যায়ে কাজ করতে গিয়ে রামন নগর প্রশাসনের সেবা ও গৃহহীন মানুষের বাস্তব প্রয়োজনের মধ্যে বৈষম্য দেখতে পান। তাঁর উপলব্ধি ছিল, স্বেচ্ছাসেবী উদ্যোগ দিয়ে এই সংকট মোকাবিলা করা সম্ভব নয়; প্রয়োজন নগর প্রশাসনের কার্যকর ভূমিকা। এই অভিজ্ঞতাই তাঁকে নির্বাচনে অংশ নিতে উৎসাহিত করেছে।

সিটি কাউন্সিল থেকে মেয়র পদে

২০২০ সালে লস অ্যাঞ্জেলেস সিটি কাউন্সিলের চতুর্থ ডিস্ট্রিক্টের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তৎকালীন কাউন্সিল সদস্য ডেভিড রিউকে হারান রামন। লস অ্যাঞ্জেলেস সিটি কাউন্সিলের সরকারি ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, তিনি সিটি কাউন্সিলের প্রথম দক্ষিণ এশীয় সদস্য ও প্রথম এশীয়-আমেরিকান নারী সদস্য। ২০২৪ সালের মার্চে তিনি দ্বিতীয় মেয়াদে নির্বাচিত হন।

চতুর্থ ডিস্ট্রিক্টের আওতায় সিলভার লেক, লস ফেলিজ, হলিউড হিলস, স্টুডিও সিটি, শেরম্যান ওকস ও এনসিনোর মতো এলাকা রয়েছে। কাউন্সিল সদস্য হিসেবে তাঁর অগ্রাধিকারের মধ্যে ছিল গৃহহীন মানুষের জন্য কার্যকর সেবা, সাশ্রয়ী আবাসন নির্মাণ, ভাড়াটেদের অধিকার ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় নগর উদ্যোগ।

সিটি কাউন্সিলের সরকারি তথ্য অনুযায়ী, তিনি নাগরিক অধিকার, অভিবাসন, সামাজিক সেবা ও প্রতিবেশী এলাকাবিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। পরিকল্পনা ও ভূমি ব্যবস্থাপনা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। গৃহহীনতা ও স্বাস্থ্য এবং জননিরাপত্তা-বিষয়ক কমিটির সদস্যও ছিলেন তিনি। মেয়র নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয়টি রামনের খুব আগে থেকে পরিকল্পিত ছিল না। ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনী দৌড়ে নামার আগে তিনি কারেন বাসকে সমর্থন করেছিলেন। পরে মেয়র প্রশাসনের কাজ, বিশেষ করে গৃহহীন সমস্যা মোকাবিলা, নগরসেবা ও দাবানল-পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে নিজেই প্রার্থী হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমসের ২০২৬ সালের ১০ ফেব্রুয়ারির প্রতিবেদনে রামনের শেষ মুহূর্তে মেয়র নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত এবং তাঁর রাজনৈতিক অবস্থানের পটভূমি তুলে ধরা হয়।

আবাসন ও গৃহহীন সমস্যা মোকাবিলার প্রতিশ্রুতি

লস অ্যাঞ্জেলেসের অন্যতম বড় সমস্যা আবাসনের উচ্চ ব্যয়। বাড়িভাড়া ও বাড়ির দাম অনেক মানুষের নাগালের বাইরে। একই সঙ্গে শহরের বিভিন্ন এলাকায় গৃহহীন মানুষের তাঁবু ও অস্থায়ী বসতি দেখা যায়। এই দুই সংকটকে রামন তাঁর নির্বাচনী প্রচারের কেন্দ্রীয় বিষয় করেছিলেন।

রামনের নির্বাচনী ওয়েবসাইটে প্রকাশিত পরিকল্পনায় নতুন আবাসন নির্মাণ বাড়ানো, অনুমোদনপ্রক্রিয়া দ্রুত করা ও ভাড়াটেদের সুরক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি শহরের বিদ্যমান জোনিং বা ভূমি ব্যবহারের নিয়ম মেনে যেসব আবাসন প্রকল্প করা সম্ভব, সেগুলোর অনুমোদন ৬০ দিনের মধ্যে দেওয়ার ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

শুধু বড় আবাসন প্রকল্প নয়, একক পরিবারের বসবাসের জন্য নির্ধারিত কিছু এলাকায়ও ডুপ্লেক্স, ট্রিপ্লেক্স ও চার ইউনিটের ছোট আবাসন নির্মাণের সুযোগ বৃদ্ধির পক্ষে নিত্যা রামন। বিশেষ করে গণপরিবহনের কেন্দ্র ও রেলস্টেশনের আশপাশে বেশি মানুষের বসবাসের উপযোগী আবাসন গড়ে তুলতে চান তিনি। তাঁর যুক্তি, কর্মস্থল ও গণপরিবহনের কাছাকাছি বাড়ি তৈরি হলে যাতায়াতের খরচ ও সময় কমবে ও আবাসনের সরবরাহ বাড়বে। গৃহহীন সমস্যার মোকাবিলায় রামন বর্তমান মেয়র কারেন বাসের 'ইনসাইড সেফ' কর্মসূচির সমালোচনা করেছেন। বাস প্রশাসনের এই কর্মসূচিতে গৃহহীন মানুষকে রাস্তা থেকে সরিয়ে হোটেল ও মোটেলে অস্থায়ীভাবে থাকার ব্যবস্থা করা হয়।

রামনের মতে, এ ধরনের অস্থায়ী ব্যবস্থা ব্যয়বহুল ও দীর্ঘমেয়াদি সমাধান নয়। তিনি স্বল্পমেয়াদি ভাড়া-সহায়তা বা আবাসন ভাউচারের মতো বিকল্প ব্যবস্থার কথা বলেছেন। ২০২৮ সালের অলিম্পিক গেমসের আগে সড়কের পাশে বসবাসকারী গৃহহীন মানুষের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন রামন। তাঁর নির্বাচনী বক্তব্যে প্রথম মেয়াদের চার বছরের মধ্যে গৃহহীন সমস্যার অবসান ঘটানোর লক্ষ্যও তুলে ধরা হয়েছে। তিনি শহরের গৃহহীন সমস্যা খাতে ব্যয় হওয়া প্রতিটি ডলার নিরীক্ষার সুযোগ দিতে চান এবং গৃহহীনদের অস্থায়ী আবাসনের পরিবর্তে ভাড়া-সহায়তার মতো বিকল্প ব্যবস্থার পক্ষে।

পুলিশ বিভাগ ও অভিবাসন নীতি

নির্বাচনী প্রচারে আরেকটি বড় বিতর্কের বিষয় ছিল লস অ্যাঞ্জেলেস পুলিশ বিভাগ-এলএপিডি। রামন বর্তমান পুলিশপ্রধান জিম ম্যাকডোনেলকে সরিয়ে নতুন পুলিশপ্রধান নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

রামনের অভিযোগ, অভিবাসন-সংক্রান্ত বিষয়ে পুলিশ বিভাগের ভূমিকা এবং ফেডারেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তথ্য আদান-প্রদান নিয়ে নগরবাসীর আস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

প্রকাশনার গৌরবময় ৩৪ বছর



প্রকাশনার এই ৩৪ বছরে প্রিয় পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা।
আপনাদের ভালোবাসাই আমাদের প্রেরণা।

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY



মস্তিষ্কের স্ট্রোক: প্রতিটি

৫০ পৃষ্ঠার পর

'BE FAST':

B-Balance: হঠাৎ শরীরের ভারসাম্য হারানো বা হাঁটতে অসুবিধা হওয়া।

E-Eyes: হঠাৎ দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া বা চোখে ঝাপসা দেখা।

F-Face: মুখের এক পাশ বেঁকে যাওয়া।

A-Arms: এক হাত বা পা দুর্বল হয়ে যাওয়া কিংবা অবশ লাগা।

S-Speech: কথা জড়িয়ে যাওয়া বা অন্যের কথা বুঝতে অসুবিধা হওয়া।

T-Time: সময় নষ্ট না করে দ্রুত জরুরি চিকিৎসার উদ্যোগ নেওয়া।

এগুলোর যেকোনো একটি লক্ষণ হঠাৎ দেখা দিলেও স্ট্রোকের আশঙ্কা করতে হবে। লক্ষণ কয়েক মিনিটের মধ্যে নিজে থেকে ভালো হয়ে গেলেও কোনোভাবেই অবহেলা করা যাবে না। এটি ক্ষণস্থায়ী মস্তিষ্কের রক্তপ্রবাহের সমস্যা বা 'ট্রানজিয়েন্ট ইস্কেমিক অ্যাটাক' (টিআইএ) হতে পারে, যা ভবিষ্যতের বড় ধরনের স্ট্রোকের আগাম সতর্কসংকেত।

স্ট্রোকে কেন প্রতি মিনিট জরুরি?

স্ট্রোকের ক্ষেত্রে প্রতিটি মিনিটই অত্যন্ত মূল্যবান। মস্তিষ্কের কোনো রক্তনালি বন্ধ হয়ে গেলে আক্রান্ত অংশে রক্ত ও অক্সিজেনের সরবরাহ থেমে যায় বা কমে যায়। ফলে মস্তিষ্কের কোষ দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। বড় রক্তনালি বন্ধ হয়ে গেলে প্রতি মিনিটে প্রায় ১৯ লাখ স্নায়ুকোষ নষ্ট হতে পারে। যত দেরিতে চিকিৎসা শুরু হয়, মস্তিষ্কের স্থায়ী ক্ষতি, পঙ্গুত্ব ও মৃত্যুর ঝুঁকি তত বাড়ে। দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছালে উপযুক্ত রোগীর ক্ষেত্রে 'থ্রম্বোলাইসিস' বা 'মেকানিক্যাল থ্রম্বেকটমি'র মাধ্যমে রক্তপ্রবাহ পুনরায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব। তাই মুখ বেঁকে যাওয়া, হাত দুর্বল হওয়া বা কথা জড়িয়ে যাওয়ার মতো লক্ষণ দেখা দিলে এক মুহূর্তও দেরি নয়-দ্রুত হাসপাতালে নিতে হবে। মনে রাখবেন, স্ট্রোকে সময়ই মস্তিষ্ক, সময়ই জীবন।

প্রথমেই জানতে হবে স্ট্রোকের ধরন

স্ট্রোক প্রধানত দুই ধরনের। ইস্কেমিক স্ট্রোকে মস্তিষ্কের কোনো রক্তনালিতে রক্ত জমাট বেঁধে রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। অন্যদিকে, হেমোরেজিক স্ট্রোকে মস্তিষ্কের রক্তনালি ফেটে গিয়ে রক্তক্ষরণ হয়।

দুই ধরনের স্ট্রোকের চিকিৎসা সম্পূর্ণ আলাদা। তাই রোগী হাসপাতালে পৌঁছানোর পর দ্রুত সিটি স্ক্যান বা প্রয়োজন অনুযায়ী এমআরআই করে স্ট্রোকের ধরন নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। পরীক্ষা ছাড়া কেবল লক্ষণ দেখে স্ট্রোকের ধরন নিশ্চিত হওয়া যায় না।

এ কারণে চিকিৎসকের সুনির্দিষ্ট পরামর্শ ছাড়া রোগীকে অ্যাসপিরিন, ক্লোপিডোগ্রেল বা রক্ত পাতলা করার ওষুধ সেবন করানো মারাত্মক বিপজ্জনক হতে পারে। রক্তক্ষরণজনিত স্ট্রোক হলে এসব ওষুধ পরিস্থিতিকে আরও জটিল ও প্রাণঘাতী করে তুলতে পারে।

রক্তনালি বন্ধ হলে কার্যকর চিকিৎসা রয়েছে

ইস্কেমিক স্ট্রোকের ক্ষেত্রে দ্রুত চিকিৎসা শুরু করা গেলে মস্তিষ্কের বড় ক্ষতি ঠেকানোর সুযোগ থাকে। উপযুক্ত রোগীর ক্ষেত্রে শিরাপথে রক্ত জমাট গলানোর ওষুধ (থ্রম্বোলাইসিস) দেওয়া যায়। সাধারণত উপসর্গ শুরুর সাড়ে চার ঘণ্টার মধ্যে এই চিকিৎসা দিতে হয়। তবে রোগীর সামগ্রিক শারীরিক অবস্থা, সিটি স্ক্যানের ফলাফল, রক্ত পরীক্ষাসমূহ এবং ওষুধ দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো ঝুঁকি বা বাধা আছে কি না, তা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবেচনা করে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সিদ্ধান্ত নেন।

কিছু নির্বাচিত রোগীর ক্ষেত্রে উন্নত ইমেজিং প্রযুক্তির সহায়তায় সাড়ে চার ঘণ্টার পরও এ চিকিৎসা দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

বড় রক্তনালি বন্ধ হয়ে গেলে, অর্থাৎ 'লার্জ ভেসেল অক্লুশন' (এলভিও) হলে 'মেকানিক্যাল থ্রম্বেকটমি' অত্যন্ত কার্যকর ও জীবনরক্ষাকারী চিকিৎসা। এ পদ্ধতিতে সাধারণত কুঁচকি বা হাতের ধমনির মধ্য দিয়ে সূক্ষ্ম ক্যাথেটার প্রবেশ করিয়ে মস্তিষ্কের বন্ধ রক্তনালিতে পৌঁছানো হয়। এরপর বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে জমাট বাঁধা রক্ত অপসারণ করে স্বাভাবিক রক্তপ্রবাহ ফিরিয়ে আনা হয়। উপযুক্ত রোগীর ক্ষেত্রে দ্রুত থ্রম্বেকটমি করানো গেলে মৃত্যুঝুঁকি ও দীর্ঘমেয়াদি শারীরিক অক্ষমতা বহুলাংশে কমানো সম্ভব। ক্ষেত্রবিশেষে উপসর্গ শুরুর ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত সময়ের মধ্যেও এ চিকিৎসা কার্যকর ফল দিতে পারে। তবে সব রোগী এই চিকিৎসার উপযুক্ত নন। এর জন্য দ্রুত সিটি অ্যানজিওগ্রাফি বা প্রয়োজনীয় রক্তনালির ইমেজিং এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঠিক মূল্যায়ন জরুরি।

রক্তক্ষরণজনিত স্ট্রোকের চিকিৎসা

মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হলে চিকিৎসার প্রধান লক্ষ্য থাকে রক্তচাপ দ্রুত ও কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা, রক্তক্ষরণ বৃদ্ধি রোধ করা, মস্তিষ্কের ভেতরের অতিরিক্ত চাপ সামলানো এবং প্রয়োজন অনুযায়ী অস্ত্রোপচার বা এন্ডোভাসকুলার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

কিছু রোগীর ক্ষেত্রে রক্তনালির অস্বাভাবিক স্ফীতি বা 'অ্যানিউরিজম' ফেটে গিয়ে রক্তক্ষরণ হতে পারে। পরিস্থিতি ও জটিলতা অনুযায়ী ক্লিপিং, কয়েলিং বা আধুনিক কোনো পদ্ধতিতে রক্তক্ষরণের মূল উৎসটি বন্ধ করার প্রয়োজন হয়। এ ক্ষেত্রে রোগীকে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণের জন্য বিশেষায়িত স্ট্রোক ইউনিট বা নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) রেখে চিকিৎসা দিতে হয়।

হাসপাতালে নেওয়ার আগে যা করবেন না

স্ট্রোকের রোগীকে কোনো অবস্থাতেই মুখে খাবার, পানি বা কোনো ধরনের ওষুধ দেবেন না। কারণ, স্ট্রোকের কারণে রোগীর গিলতে সমস্যা হতে পারে এবং খাবার বা পানি শ্বাসনালিতে ঢুকে ফুসফুসের মারাত্মক ক্ষতি বা শ্বাসরোধ হতে পারে। চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া রক্তচাপ দ্রুত কমানোর ভুল চেষ্টা করবেন না। রোগীকে জোর করে হাঁটাচলা করানো, শরীর বা মাথায় মালিশ করা কিংবা ঝাড়ফুঁক ও কবিরাজি চিকিৎসার পেছনে মূল্যবান সময় নষ্ট করা একেবারেই অনুচিত।

রোগী কখন শেষবার সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও সুস্থ ছিলেন, সেই সুনির্দিষ্ট সময়টি পরিবারকে মনে রাখতে হবে। উপসর্গ কখন শুরু হয়েছে, রোগী নিয়মিত কী কী ওষুধ সেবন করেন এবং আগে থেকে ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ কিংবা হৃদরোগ আছে কি না-এসব তথ্য পৌঁছামাত্র চিকিৎসককে নির্ভুলভাবে জানান। রোগী অচেতন হয়ে পড়লে শ্বাস-প্রশ্বাস পর্যবেক্ষণ করুন এবং দ্রুত জরুরি অ্যাম্বুলেন্সের সহায়তা নিন।

প্রতিরোধের পাশাপাশি জরুরি চিকিৎসার প্রস্তুতি

স্ট্রোকের ঝুঁকি এড়াতে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস ও রক্তে ক্ষতিকর কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ, ধূমপান ও তামাক বর্জন, নিয়মিত কায়িক পরিশ্রম বা ব্যায়াম এবং স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলা অপরিহার্য। অনিয়মিত হৃৎস্পন্দন, বিশেষ করে 'অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন' থাকলে তা দ্রুত শনাক্ত করে সঠিক চিকিৎসা নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে প্রয়োজন স্ট্রোক চিকিৎসার জন্য সার্বক্ষণিক প্রস্তুত বিশেষায়িত হাসপাতাল, প্রশিক্ষিত চিকিৎসক দল, দ্রুত ইমেজিং ব্যবস্থা এবং উপযুক্ত রোগীর ক্ষেত্রে থ্রম্বোলাইসিস ও থ্রম্বেকটমির সার্বিক সুবিধা। সর্বোপরি, সাধারণ মানুষের মাঝে স্ট্রোকের প্রাথমিক লক্ষণসমূহ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে হবে, যেন উপসর্গ দেখা মাত্রই রোগীকে এক মুহূর্ত দেরি না করে বিশেষায়িত হাসপাতালে নেওয়া সম্ভব হয়। মনে রাখতে হবে, স্ট্রোকের চিকিৎসায় সময় অপচয়ের কোনো সুযোগ নেই। দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছানো, সঠিক সময়ে নির্ভুল রোগ নির্ণয় এবং কালক্ষেপণ না করে উপযুক্ত চিকিৎসা শুরু করা-এই তিনটি পদক্ষেপই পারে রোগীর অমূল্য জীবন বাঁচাতে ও তাকে সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে।

নভেম্বর মাসে নিউইয়র্ক

৫০ পৃষ্ঠার পর

নভেম্বর বৃহস্পতিবার থেকে ২৭ নভেম্বর শুক্রবার পর্যন্ত নিউইয়র্ক সিটির সব সরকারি স্কুল বন্ধ থাকবে।

নভেম্বর ২০২৬-এ গুরুত্বপূর্ণ তারিখগুলো হলো:

- ১১ নভেম্বর, বুধবার: ভেটেরান্স ডে উপলক্ষে সব সরকারি স্কুল বন্ধ।
- ১২ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার: মধ্যম বিদ্যালয় ও ডিস্ট্রিক্ট ৭৫-এর স্কুলে অভিভাবক-শিক্ষক বৈঠক। শিক্ষার্থীদের তিন ঘণ্টা আগে ছুটি।
- ১৯ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার: উচ্চমাধ্যমিক, কে-১২ এবং ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির স্কুলে সন্ধ্যায় অভিভাবক-শিক্ষক বৈঠক।
- ২০ নভেম্বর, শুক্রবার: একই শ্রেণিগুলোর স্কুলে বিকেলে অভিভাবক-শিক্ষক বৈঠক। শিক্ষার্থীদের তিন ঘণ্টা আগে ছুটি।
- ২৬ ও ২৭ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার: থ্যাংকসগিভিং ছুটিতে সব সরকারি স্কুল বন্ধ।

নভেম্বরের পরও শিক্ষাবর্ষের বাকি সময়ে একাধিক ছুটি ও সূচির পরিবর্তন রয়েছে। ডিসেম্বর ও ২০২৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে শীতকালীন ছুটি এবং অন্যান্য অবকাশের দিন নির্ধারিত রয়েছে।

শিক্ষা বিভাগের প্রকাশিত ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের শেষ দিন ২০২৭ সালের ২৮ জুন, সোমবার। ফলে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের বছরের বাকি সময়ের ছুটি এবং স্কুলের কার্যক্রম আগে থেকেই পরিকল্পনা করার সুযোগ রয়েছে।

নিউইয়র্ক সিটি শিক্ষা বিভাগের ওয়েবসাইটে ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের পূর্ণাঙ্গ ক্যালেন্ডার প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে ছুটি, অভিভাবক-শিক্ষক বৈঠক এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তারিখের বিস্তারিত পাওয়া যাবে।



নিউইয়র্কের প্রথম ফিলিস্তিনি-

৫০ পৃষ্ঠার পর

নির্ভরযোগ্য গণপরিবহন এবং সাশ্রয়ী আবাসনের পক্ষে তার অবস্থানকে বোঝায়।

অন্যদিকে, 'ধ্বংসের বিরুদ্ধে লড়াই' বলতে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা, অভিবাসীদের সুরক্ষা এবং 'যুদ্ধের জন্য কোনো অর্থ নয়'-এই অবস্থানকে বোঝানো হয়েছে।

কাওয়াস ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্টস অব আমেরিকার (ডিএসএ) সদস্য। গত বছর নিউইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচনে সংগঠনটির সদস্য জোহরান মামদানি ঐতিহাসিক জয় পাওয়ার পর থেকে সংগঠনটি যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করেছে।

মেয়র মামদানি, সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্স ও কংগ্রেসওম্যান রাশিদা তালেবসহ অনেক প্রগতিশীল ডেমোক্র্যাট কাওয়াসকে সমর্থন দিয়েছেন। তার এই জয় যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক অঙ্গনে ফিলিস্তিনপন্থী জনগোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান প্রভাবের প্রতিফলন।

'নট অন আওয়ার ডাইম' আন্দোলন

রাজনীতিতে প্রবেশের আগে ১৫ বছরের বেশি সময় ধরে শ্রমিক অধিকার, অভিবাসী জনগোষ্ঠী ও ফিলিস্তিনিদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সংগঠক হিসেবে কাজ করেছেন কাওয়াস।

গত মাসে 'মিডল ইস্ট আই'কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কাওয়াস জানান, ২০২৩ সালে তিনি অধিকারকর্মীদের একটি জোটের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। স্থানীয় সরকার পর্যায়ে কাজ করে ইসরায়েল রাষ্ট্র এবং ফিলিস্তিনে দেশটির সামরিক দখলদারত্বে সহায়তাকারী অর্থায়ন বন্ধ করাই ছিল ওই জোটের লক্ষ্য।

তারা যুক্তরাষ্ট্রে এমন কয়েকটি দাতব্য সংস্থার সন্ধান পান, যেগুলো অধিকৃত পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের জমিতে বসতি স্থাপনের জন্য ইহুদি আমেরিকানদের পাঠাতে লাখ লাখ ডলার অনুদান সংগ্রহ করেছিল।

কাওয়াস 'নট অন আওয়ার ডাইম' (আমাদের অর্থে নয়) প্রচারাভিযানটি প্রণয়ন ও চালু করতে সহায়তা করেন। এই প্রচারাভিযানের লক্ষ্য হলো, ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ইসরায়েলের অবৈধ দখলদারত্বে সমর্থনকারী সংগঠনগুলোকে নিউইয়র্কের অলাভজনক সংস্থাগুলোর অর্থায়ন নিষিদ্ধ করা।

কাওয়াস 'মিডল ইস্ট আই'কে বলেন, 'নিউইয়র্ক স্টেটের আইনে এমন কোনো গোষ্ঠীর দাতব্য সংস্থা হিসেবে নিবন্ধিত থাকার সুযোগ থাকা উচিত নয়, যাদের কাজ মানুষের সহায়তার জন্য অর্থ সংগ্রহ করা, অথচ তারা সেই অর্থ ব্যবহার করে মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো নৃশংস কর্মকাণ্ড চালায়।'

বিলটি উত্থাপনের জন্য তিনি নিউইয়র্ক সিটি অ্যাসেম্বলির তৎকালীন সদস্য জোহরান মামদানি এবং স্টেট সিনেটর জাবারি ব্রিসপোর্টের সঙ্গে কাজ করেন। ২০২৩ সালের মে মাসে ব্রিসপোর্ট বিলটির পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং এটি প্রণয়ন করেন।

তবে আইনপ্রণেতাদের তীব্র বিরোধিতার কারণে 'এন্ডিং নিউইয়র্ক ফান্ডিং অব ইসরায়েলি সেটলার ভায়োলেন্স অ্যাক্ট'- শিরোনামের বিলটি আইনে পরিণত হয়নি।

মিডল ইস্ট আইকে (এমইই) কাওয়াস বলেন, 'তৎকালীন অ্যাসেম্বলি সদস্য মামদানির সঙ্গে কাজ করাটা ছিল বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। কারণ, রাজনীতিবিদদের ব্যাপারে আমার সংশয় ছিল।' এ প্রক্রিয়া ও বিলটি তাকে অনুপ্রাণিত করেছিল বলেও জানান তিনি।

কাওয়াস বলেন, 'আমরা যখন নট অন আওয়ার ডাইম বিলটি উত্থাপন করেছিলাম, তার আগে নিউইয়র্কে এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ফিলিস্তিনিদের মানবাধিকারের পক্ষে লড়াই করে এমন কোনো প্রস্তাবও এর আগে কেউ সক্রিয়ভাবে উত্থাপন করেননি।'

আইসিইর সঙ্গে সহযোগিতা বন্ধ

আবের কাওয়াসের জন্ম ও বেড়ে ওঠা যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের ব্রুকলিনে। তার বাবা-মা ফিলিস্তিনি। তারা ১৯৯০-এর দশকে অভিবাসী হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান।

কাওয়াস জানান, সে সময় তার বাবা-মায়ের যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসের বৈধ কাগজপত্র ছিল না। তারপরও ছোটবেলায় তার আশপাশের মানুষ তাকে আলাদা চোখে দেখত না। তবে ৯/১১ হামলার পর পরিস্থিতি বদলে যায়। সেসময় তিনি চতুর্থ শ্রেণিতে পড়তেন।

তিনি বলেন, নিউইয়র্কের মুসলিমদের মধ্যে নজরদারির শিকার হওয়া, দেশ থেকে বিতাড়িত হওয়া কিংবা ভিত্তিহীন সন্ত্রাসবাদের অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার ভয় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। এমনকি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও তার সহপাঠীরা তার কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে শুরু করে।

অভিবাসী পরিবারের সন্তান

হিসেবে অভিবাসীদের অধিকারের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন কাওয়াস। 'নিউইয়র্ক ফর অল অ্যাক্ট'- পাসের মাধ্যমে স্টেট ও স্থানীয় সরকারি সংস্থাগুলোর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ও শুল্ক প্রয়োগ সংস্থার (আইসিই) সহযোগিতা বন্ধ করার অঙ্গীকার করেছেন তিনি। প্রস্তাবিত আইন অনুযায়ী, এসব সংস্থা ফেডারেল সরকারের অভিবাসন আইন প্রয়োগের কাজে সহযোগিতা করতে পারবে না।

তিনি বলেন, একজন মানুষকে জোর করে দেশ থেকে বিতাড়িত করলে শুধু তিনিই ক্ষতিগ্রস্ত হন না। এটি তার পুরো পরিবারের সব মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলে।

পরিবারের কোনো সদস্যকে দেশ থেকে বিতাড়িত বা আটক করার প্রভাব সম্পর্কে কাওয়াসের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি যখন হাইস্কুলে পড়তেন, তখন তার বাবাকে জর্ডানে বিতাড়িত করা হয়।

মিডল ইস্ট আইয়ের সঙ্গে আলাপকালে এ বিষয়ে কাওয়াস বলেন, 'একটি পরিবার থেকে কাউকে সরিয়ে নেওয়া হলে অনেককিছু বদলে যায়। আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছিল। আমাদের হাতে আগের মতো অর্থ ছিল না, আগের মতো জিনিসপত্র কেনার সামর্থ্যও ছিল না।'

তিনি আরও বলেন, 'আমার মায়ের সংসার চালানোর খরচ জোগাতে সাহায্য করার জন্য আমার প্রত্যেক ভাইবোনকে খুব অল্প বয়স থেকেই কাজ করতে হয়েছে। এটি ছিল অর্থনৈতিক ও মানসিক-দুই ধরনের পরিবর্তন।'

ফিলিস্তিনের পক্ষে সরব কাওয়াস

'ফিলিস্তিনের প্রশ্নে প্রগতিশীলতা নয়'-এ ধরনের প্রচলিত রাজনৈতিক অবস্থানকে চ্যালেঞ্জ করছেন কাওয়াস। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের নেতৃত্বে দক্ষিণ ইসরায়েলে হামলা এবং এর পর গাজায় সংঘটিত গণহত্যার আগে ফিলিস্তিন-সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার ইস্যুতে নির্বাচিত ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে কথা বললেও তেমন সাড়া পেতেন না তিনি।

কাওয়াস মিডল ইস্ট আইকে বলেন, 'মানুষ বিশ্বাস করত, রাজনৈতিক ক্যারিয়ার গড়তে হলে ফিলিস্তিনিদের মানবাধিকারের পক্ষে কথা বলা যাবে না। ইসরায়েল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কখনো মুখ খোলা যাবে না। এমনটা করলে রাজনৈতিক ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যাবে।'

তবে কাওয়াস এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। তিনি নির্বাচনি প্রচারের সময় নিজের ফিলিস্তিনি পরিচয় তুলে ধরতে কখনো পিছপা হননি। এ বছরের শুরুর দিকে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু নিউইয়র্কে এলে তার আগমনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ করেন কাওয়াস। এ সময় কয়েক ডজন বিক্ষোভকারীর সঙ্গে তাকেও গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

তিনি আরও বলেন, 'আমি এমন এক সময়ে বড় হয়েছি, যখন ফিলিস্তিনিদের মানবাধিকারের পক্ষে কোনো নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে দাঁড়াতে দেখা যেত না। তাই সেই মুহূর্তে ফিলিস্তিনের পক্ষের ১০ জন বা তার বেশি রাজনীতিবিদের সঙ্গে থাকতে পেরে আমার খুব ভালো লেগেছিল। আমার মনে হয়, আমরা আরও বেশি কিছু করতে পারতাম। আমি সত্যিই চাইতাম, নেতানিয়াহু যেন শহরে প্রবেশই করতে না পারেন।'

এ মাসের শুরুর দিকে নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগ (এনওয়াইপিডি) এবং ইসরায়েলি নজরদারি প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান কগনাইটের মধ্যে ৭ লাখ ৫০ হাজার ডলারের একটি চুক্তির বিরোধিতা করেন তিনি। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তি ব্যবহার করে মোবাইল ফোনের অবস্থান শনাক্ত করার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে এ চুক্তি করা হয়েছিল।

এক্সে কাওয়াস লেখেন, 'এই শক্তিশালী প্রযুক্তি নিউইয়র্কের সব বাসিন্দার অধিকার লঙ্ঘন করে। এর মাধ্যমে পুলিশ আমাদের ফোনের অবস্থান শনাক্ত করতে এবং সংবেদনশীল তথ্য সংগ্রহ করতে আরও বেশি পারদর্শী হবে।'

তিনি আরও লেখেন, 'তবে বিষয়টি শুধু একটি প্রতিষ্ঠান বা চুক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মুসলিম সম্প্রদায়, ফিলিস্তিনের সংহতি আন্দোলনের কর্মী এবং বর্ণগত সংখ্যালঘুদের ওপর ব্যাপক নজরদারি চালানোর দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে এনওয়াইপিডির। এ ছাড়া নিউ ইয়র্ক স্টেটজুড়ে বিভিন্ন পুলিশ বিভাগ অভিবাসী প্রতিবেশীদের ডিপোর্টেশন বা বহিষ্কারে সহায়তা করতে আইসিইর সঙ্গে এআইভিত্তিক নজরদারির তথ্য বিনিময় করছে।'

গত সপ্তাহে নাগরিক অধিকার সংগঠনগুলোর তীব্র প্রতিবাদের মুখে এনওয়াইপিডি চুক্তিটি থেকে সরে আসে।

ফিলিস্তিনি পরিচয় প্রকাশে অকুণ্ঠ এবং ফিলিস্তিনের পক্ষে সরব কাওয়াসকে রাজনৈতিক পরিবর্তনশীল ধারার প্রতিফলন হিসেবে দেখা হচ্ছে।

তিনি বলেন, 'নিউইয়র্কের বাসিন্দারা শাসকদের মধ্যে পরিবর্তন চাইছেন। মানুষের জীবন ও কল্যাণ গুরুত্ব পাবে এমন একটি জননিরাপত্তাব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারার ব্যাপারে আমরা সত্যিই আশাবাদী।' - সংবাদসুত্র মিডল ইস্ট আই

নিউ ইয়র্ক সিটির ৫ মিলিয়ন ডলারের

৫০ পৃষ্ঠার পর

করেনি বলে অভিযোগ করেছিলেন মামলাকারীরা। ফলে কয়েক সপ্তাহ ধরে এ কর পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়।

গত ৪ নভেম্বর বুধবার আপিল আদালত নিম্ন আদালতের ওই সিদ্ধান্ত বাতিল করে। বিচারক প্যানেল জানায়, মামলাকারীরা আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার মতো ক্ষতির প্রমাণ দেখাতে পারেননি। অর্থাৎ, নগর প্রশাসনের পদক্ষেপে তাঁদের কী ধরনের ক্ষতি হয়েছে, তা প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছেন সম্পত্তির মালিকেরা।

রায়ের পর এক বিবৃতিতে নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র মামদানি বলেন, 'অতি ধনীরা নিজেদের ন্যায্য অংশের কর এড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন। আপিল আদালত তাঁদের সেই প্রচেষ্টা প্রত্যাখ্যান করে সিটি প্রশাসনের পক্ষে রায় দিয়েছেন।'

তিনি আরও বলেন, শুরু থেকেই যাঁদের সম্পদ সবচেয়ে বেশি, তাঁরা শহরের উন্নয়নে আরও বেশি অবদান রাখা এড়াতে সম্ভাব্য সব আইনি পথ ব্যবহারের চেষ্টা করছেন।

প্রস্তাবিত কর অনুযায়ী, নিউইয়র্ক সিটি যেসব বাড়ি মালিকের প্রধান আবাসস্থল নয় এবং যেগুলোর মূল্য ৫ মিলিয়ন ডলারের বেশি, সেগুলোর ওপর অতিরিক্ত কর বা সারচার্জ আরোপ করা হবে। এ ছাড়া ১ মিলিয়ন ডলার বা তার বেশি মূল্যের কো-অপ অ্যাপার্টমেন্টও এ করের আওতায় পড়বে।

তবে বাড়িটি ভাড়া দেওয়া থাকলে অথবা মালিকের কোনো আত্মীয় বছরের অধিকাংশ সময় সেখানে বসবাস করলে অতিরিক্ত কর প্রযোজ্য হবে না।

নিউইয়র্ক স্টেটের গভর্নর ক্যাথি হোকুলের সমর্থন পাওয়া এ কর প্রথম মেয়র মামদানির ২০২৭ অর্থবছরের বাজেট প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সিটির বাজেট ঘাটতি পূরণে এ খাত থেকে বছরে আনুমানিক ৫০ কোটি ডলার রাজস্ব আসতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

তবে ৪ নভেম্বরের বুধবারের রায়ে কর পরিকল্পনার সাংবিধানিক বৈধতা চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়নি। করটি বাতিলের দাবিতে আরও দুটি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। এসব মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে, সম্পত্তি কর থেকে বছরে কত রাজস্ব আদায় করা যাবে, সে বিষয়ে স্টেটের সংবিধানে যে সীমা রয়েছে, নতুন কর তা লঙ্ঘন করছে। পাশাপাশি, এ করের আওতায় মূলত স্টেটের বাইরে বসবাসকারী সম্পত্তির মালিকেরা পড়ায় এটি যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনুযায়ী বৈষম্যমূলক বলেও দাবি করা হয়েছে।

প্রথম মামলায় সম্পত্তির মালিকদের আইনজীবী র‍্যান্ডি মাস্ট্রো করটির মূল বৈধতা নিয়ে সরাসরি আপত্তি তোলেননি। তাঁর অভিযোগ ছিল, কর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নগর প্রশাসন ভুলভাবে কিছু বাড়িকে অতিরিক্ত করের সম্ভাব্য আওতাভুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করেছে, যদিও সেগুলো সংশ্লিষ্ট মালিকদের প্রধান আবাসস্থল।

৪ নভেম্বর বুধবারের রায়ের পর মাস্ট্রো বলেন, নগর প্রশাসনের তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতির কারণে যাঁদের অতিরিক্ত কর দেওয়ার কথা নয়, এমন হাজারো বাড়ির মালিককেও নিজেদের বাড়িতে বসবাসের প্রমাণ দিতে বাধ্য করা হচ্ছে। তাঁর ভাষায়, এ ধরনের উদ্যোগ অগ্রহণযোগ্য।

তিনি আরও বলেন, করটির সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে আগামী মাসে যে শুনানি হওয়ার কথা, সেখানেই এর চূড়ান্ত পরিণতি নির্ধারিত হবে।

মামদানি প্রশাসনকে ইমিগ্রেশন এন্ড

৫০ পৃষ্ঠার পর

আশ্রয়কেন্দ্রে বসবাসকারী গৃহহীন পুরুষদের নাম ও জন্ম তারিখসহ বিভিন্ন তথ্য চাওয়া হয়েছে।

বিচারকের আদেশ অনুযায়ী, ফেডারেল সরকার তদন্ত করছে যে আশ্রয়কেন্দ্রে বসবাসকারী কেউ অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন কি না এবং তাকে নিজ দেশে ফেরত পাঠানো (ডিপোর্টেশন) প্রয়োজন কি না। তদন্তের অংশ হিসেবে, ফেডারেল কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট কিছু সহিংস অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ওপর নজর দিচ্ছে এবং তালিকা থেকে নাম বাছাই করার জন্য একজন 'স্পেশাল মাস্টার' (বিশেষ তত্ত্বাবধায়ক) নিয়োগে সম্মত হয়েছে।

বিচারক ক্যাপলান তাঁর লিখেছেন, "সংস্থাটি একজন 'স্পেশাল মাস্টার' নিয়োগে সম্মত হয়েছে এবং তাদের মূল্যায়ন অনুযায়ী নথিপত্রগুলো একটি বৈধ তদন্তের জন্য প্রাসঙ্গিক-এই বিষয়টিকে বিবেচনায় নিয়ে আদালত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, তলবনামাটি (সাবপোনা) ফেডারেল অভিবাসন আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক একটি বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত।"

তিনি উভয় পক্ষকে একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরির জন্য দুই সপ্তাহের সময় দিয়েছেন।

নিউ ইয়র্ক সিটির আইন বিভাগ এই মামলা সংক্রান্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার জন্য সিটি হলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছে।

মেয়র মামদানি-র মুখপাত্র ইভন রদ্রিগেজ জানিয়েছেন, শহর কর্তৃপক্ষ আপিল করবে কি না-এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, প্রশাসন এখন "পরবর্তী পদক্ষেপগুলো মূল্যায়ন করছে"।

এছাড়া, নিউইয়র্ক স্টেটের অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমস জানিয়েছেন যে, তিনিও বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন।

"আমি এই রায় সম্পর্কে অবগত আছি এবং আমরা আপিল করার বিষয়টি পর্যালোচনা করছি," পুয়ের্তো রিকোতে অনুষ্ঠিত বার্ষিক 'সোমোস' (ঝড়সড়ং) সম্মেলনে-যা এই বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত নয়-পলিটিকো (চঙখওএঃওঈঙ)-কে তিনি এ কথা বলেন।

মেয়র মামদানির সহযোগী এবং 'নিউ ইয়র্ক ইমিগ্রেশন কোয়ালিশন'-এর প্রধান মুরাদ আওয়াদদেহ মেয়রের প্রশাসনের প্রতি আপিল করার আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, "আইসিই (ওঈউ)-এর প্রাথমিক দাবি ছিল শহরের আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে থাকা প্রতিটি ব্যক্তির নাম ও জন্মতারিখ। এটি কোনো তদন্ত নয়, বরং নির্বিচারে তথ্য সংগ্রহের একটি ফাঁদ। সিটি কর্তৃপক্ষের অবশ্যই আপিল করা উচিত। এছাড়া সিটি হল এবং আলবানি (নিউ ইয়র্ক স্টেট প্রশাসন)-এর উচিত আশ্রয়কেন্দ্রগুলো তাদের আশ্রিত ব্যক্তিদের সম্পর্কে কী ধরনের তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে পারবে, তা সীমাবদ্ধ করে দেওয়া।

যে রেকর্ডটির অস্তিত্বই নেই, সেটি আইসিই সাবপিনা (আদালতের তলব আদেশ)-এর মাধ্যমে চাইতে পারে না।"

এই সাবপিনা নিয়ে লড়াইটি এক বছরেরও বেশি সময় ধরে চলছে। আইসিই প্রথমে দুটি আশ্রয়কেন্দ্রের বাসিন্দাদের সম্পর্কে অনেক বিস্তৃত তথ্য চেয়েছিল, পরবর্তীতে তারা তাদের দাবির পরিধি কিছুটা কমিয়ে আনে। এর জবাবে সিটি কর্তৃপক্ষ যুক্তি দেয় যে, আইসিই আসলে অন্ধকারে ঢিল ছুড়ে তথ্য খোঁজার চেষ্টা করছে (যাকে ইংরেজিতে 'ফিশিং এক্সপেডিশন' বলা হয়) এবং তাদের এই অনুরোধ পূরণ করতে গেলে প্রশাসনকে অত্যন্ত জটিল ও সময়সাপেক্ষ একটি তদন্ত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে।

আদেশনামা অনুযায়ী, সিটি কর্তৃপক্ষ বিচারক কাপলানের সামনে আরও যুক্তি দেয় যে, আইসিই "ফেডারেল প্রশাসনিক সাবপিনা ক্ষমতার অপব্যবহার করে নিউ ইয়র্ক শহরের 'স্যাঙ্কচুয়ারি সিটি' (অভিবাসনপ্রত্যাশীদের জন্য নিরাপদ শহর) আইনকে পাশ কাটাতে ও দুর্বল করতে চাইছে।" সিটি প্রশাসন ফেডারেল কর্তৃপক্ষের এই সাবপিনাকে "তদন্তমূলক হওয়ার চেয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত" বলেই অভিহিত করেছে।

তবে বিচারক কাপলান এতে টলেননি।

পুয়ের্তো রিকোর সিনেটে উত্থাপিত এমন একটি আইনের বিরুদ্ধে আয়োজিত সমাবেশে-যেখানে আইসিই-কে স্কুলগুলোতে প্রবেশের সুযোগ দেওয়ার প্রস্তাব ছিল-নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র মামদানি বলেন, ৩ নভেম্বর মঙ্গলবারের মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলাফল প্রমাণ করে যে, আমেরিকান জনগণ চায় সরকার যেন আইসিই-র এই 'সন্ত্রাসের অভিযান' রুখে দাঁড়ায়।

তিনি বলেন, "নিউ ইয়র্ক শহরে আমরা সরাসরি দেখেছি আইসিই কী ধরনের ধ্বংসলীলা চালায়-আমাদের রাস্তায় গুলি চালানো হয়েছে, পরিবারের সদস্যরা নিখোঁজ হয়েছে, বাবা-মাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, এমনকি ৫ বছরের এক শিশুর জীবনকেও বিপন্ন করা হয়েছে। আমাদের দেশকে অবশ্যই এই ত্রাসের অধ্যায় পেছনে ফেলে মানবিকতার এক নতুন অধ্যায় শুরু করতে হবে।"

আইসিই-র এই সাবপিনা এমন একটি সিটিতে বড় ধরনের উত্তেজনার সৃষ্টি করতে পারে, যা অভিবাসনপ্রত্যাশীদের জন্য একটি নিরাপদ সিটি (স্যাঙ্কচুয়ারি সিটি) হিসেবে পরিচিত। উল্লেখ্য, সম্প্রতি এই শহরেই অভিবাসন কর্মকর্তারা দিনের আলোয় জনাকীর্ণ রাস্তায় গুলি চালিয়ে একটি মিনিভ্যান থেকে একজনকে গ্রেপ্তার করেছিলেন, যে গাড়িতে ৫ বছরের এক শিশুও ছিল।



আয়রন-ক্যালসিয়ামের ঘাটতি পূরণে যা খাবেন

পরিচয় ডেস্ক : শরীর সুস্থ রাখতে আমাদের পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাবার প্রয়োজন হয়। আর পুষ্টিকর খাবার না খেলে আপনার শরীর আয়রন ও ক্যালসিয়ামের ঘাটতিতে পড়ে। পুষ্টির ঘাটতি হলে শরীর ক্রমশ খারাপ হতে থাকে। এমনকি শরীর ক্লান্ত লাগে। হাড় দুর্বল হয়ে যায়। শরীরের নানান সমস্যা দেখা দেয়। তাই এ সময় আমাদের নানান খাবারও প্রতিদিন খাদ্যতালিকায় রাখা উচিত। বিশেষজ্ঞদের মতে, শরীরে যদি আয়রন, ক্যালসিয়াম ও ফোলেটের অভাব হয়, তাহলে আপনার অনেক সমস্যা দেখা দেবে। কাজে গতি পাবেন না। অর্থাৎ কাজের শক্তি ক্রমশ কমতে থাকবে।

তাই আয়রন, ক্যালসিয়াম, ফোলেটের অভাব কাটাতে প্রতিদিন খাদ্যতালিকায় রাখুন পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার।

১. আয়রনসমৃদ্ধ খাবার শরীর সুস্থ রাখে। রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা সঠিক রাখার জন্য আপনাকে আয়রনসমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে। তবে আপনার মাথা ঘুরবে না। সেই সঙ্গে শরীরে রক্তের অভাব হবে না। তাই এর ঘাটতি পূরণ করতে প্রতিদিন খান রেডমিট, স্যামন, সার্ডিন মাছ, মুরগির মাংস, মুসুরির ডাল, ছোলা, পালংশাক, কুমড়ার বীজ, টমেটো।

২. আর ক্যালসিয়ামের ঘাটতি পূরণ কী করবেন। যদি আপনি শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি পূরণ করতে চান, তাহলে প্রতিদিন খাদ্যতালিকায় পনির, টোফু, বাদাম, সয়াবিন, ব্রকলি, পালংশাক ইত্যাদি খাবেন। এসব খেলে আপনার হাড় মজবুত থাকবে। এতে স্নায়ু ভালোভাবে কাজ করবে, শরীরের দুর্বলতাও কিন্তু অনেকটাই কমবে।

৩. ফোলেটের ঘাটতি পূরণ করতে হলে অবশ্যই প্রতিদিন খাদ্যতালিকায় রাখুন পালংশাক, লেটুসপাতা, মুসুরির ডাল, মটরশুঁটি, অ্যাভোকাডো, সাইট্রাস ফল। এতে আপনার শরীর সুস্থ থাকবে। সেই সঙ্গে এতে আপনার লোহিত রক্তকণিকার উৎপাদন শরীরে বাড়তে থাকবে। ক্লান্ত লাগবে না নিজেকে। রক্তাল্পতা থাকলে তাও খুব দ্রুত দূর হবে।



যে পানীয় কিডনি-লিভারের স্বাস্থ্য ভালো রাখবে

পরিচয় ডেস্ক : বর্তমানে মানব দেহে অল্প বয়সেই জাঁকিয়ে বসছে বিভিন্ন জটিল রোগ। এর কারণ হিসেবে ধরা হয় অনিয়ন্ত্রিত খাওয়াদাওয়া, শরীরচর্চার অভাব, অতিরিক্ত দুশ্চিন্তাসহ আরো অনেক অনিয়ম। যার প্রভাব পড়ে কিডনি, লিভারসহ সার্বিক সুস্থতায়। সে ক্ষেত্রে নিয়মিত মুঠো মুঠো ওষুধ খেয়েও সব সময় লাভ হয় না।

চিকিৎসার পাশাপাশি ঘরোয়া একটি পানীয়তে চুমুক দিলেই ম্যাজিকের মতো ফল পেতে পারেন আপনিও। শুনতে অবিশ্বাস্য লাগলেও হাতের কাছের কয়েকটি উপকরণ দিয়ে তৈরি এই পানীয় শরীরকে সুস্থ রাখতে দারুণ কার্যকর।

আমাদের শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলোর মধ্যে একটি হলো কিডনি। মূত্র থেকে শুরু করে শরীরে হরমোনের ভারসাম্য, ব্লাড প্রেশার নিয়ন্ত্রণসহ একাধিক জরুরি কাজ একা হাতে সামলায় এই অঙ্গ। একইভাবে লিভারের কার্যকারিতা ঠিক রাখাও জরুরি। লিভার থেকে যাবতীয় দূষিত পদার্থ দূর করাই হলো ডিটক্সিফিকেশন। যার ফলে ঠিকমতো কাজ করতে পারে লিভার।

আর কিডনি, লিভারকে সুস্থ রাখাসহ শরীরের প্রদাহ কমাতে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে দারুণ কাজ করে একটি পানীয়। কিভাবে সহজ উপায়ে এই পানীয় তৈরি করবেন, তা জেনে নিন আজকের প্রতিবেদনে।

যেভাবে তৈরি করবেন

প্রথমে দুটি লেবু কয়েক টুকরা কেটে নিন। এরপর ছোট আকারে রসুনের টুকরা করুন। এবার এতে এক চা চামচ হলুদ, এক চিমটে গোলমরিচ ভালো করে মিশিয়ে নিন। একটি প্যানে হাফ লিটার পানি নিয়ে তাতে সমস্ত উপকরণ মেশান।

গ্যাসের আঁচ বাড়িয়ে অন্তত ১০ মিনিট ফুটিয়ে নিন। এরপর ছেঁকে নিলেই তৈরি ম্যাজিক পানীয়। পানীয়টি সামান্য ঠাণ্ডা হলে চাইলে মধু মিশিয়েও খেতে পারেন।

খালি পেটে এই পানীয় এক কাপ খেলেই শরীরের ওপর দারুণ প্রভাব পড়বে। মাত্র ২ সপ্তাহে পরিষ্কার হবে কিডনি, তরতরিয়ে বাড়বে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। লিভারের সমস্ত টক্সিনকে নিংড়ে বের করবে, দূর হবে হজমের সমস্যা। এই পানীয়র জাদুতেই সঠিকভাবে কাজ করবে শরীরের সমস্ত অঙ্গ।

তবে, অবস্থার ওপর নির্ভর করে চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন। এই পানীয় আপনার শরীরে কোনো খারাপ প্রভাব ফেলবে কি না, তা-ও জেনে নিতে ভুলবেন না চিকিৎসকের কাছ থেকে।

প্রতিদিন কাঁচা পেঁয়াজ খেলে শরীরে হতে পারে যে পরিবর্তন



পরিচয় ডেস্ক : পেঁয়াজ শুধু রান্নার স্বাদই বৃদ্ধি করে না, এর রয়েছে অনেক গুণ। রান্নার সঙ্গে সঙ্গে আমরা স্যালাডেও কাঁচা পেঁয়াজ খাই। কাঁচা পেঁয়াজ-শসা মেখে মুড়ি খাওয়ারও চল রয়েছে। কিন্তু শুধু স্বাদবর্ধক সবজি হিসেবেই পেঁয়াজের খ্যাতি নয়, প্রতিদিন কাঁচা পেঁয়াজ খেলে আপনার শরীরেও পরিবর্তন চোখে পড়বে।

বে প্রতিদিন কাঁচা পেঁয়াজ খাওয়া উচিত কি না? বা খেলে কতটুকু খাওয়া উচিত? তা জানা দরকার।

পেঁয়াজের পুষ্টিগুণ

পেঁয়াজ সালফার যৌগ, কোয়ারসেটিন ও অ্যান্টি অক্সিড্যান্টে সমৃদ্ধ। প্রদাহজনিত সমস্যা দূর করে, রক্ষা করে কোষগুলোকে। সালফার যৌগ হৃদযন্ত্রকে রক্ষা করে।

এ ছাড়া সালফার যৌগ, কোয়ারসেটিন ও ক্রোমিয়াম খনিজ শরীরকে ইনস্যুলিন গ্রহণ করতে সাহায্য করে, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং রক্তকে জমতে দেয় না।

স্যালাডে কাঁচা পেঁয়াজ থাকে। পেঁয়াজের ওপর লেবুর রস ও গোলমরিচ গুঁড়া মাখিয়ে খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে শরীরের। সহজেই সর্দি, কাশি, ফ্লু হয় না।

এ ছাড়া কাঁচা পেঁয়াজে ডায়েটারি ফাইবার রয়েছে। এতে হজমক্ষমতা বাড়ে, দূর হয় কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা। আর সালফার যৌগ হাড়ের স্বাস্থ্যও ভালো রাখে।

স্টমাক ও করোরেক্টাল ক্যান্সার প্রতিরোধে সহায়ক কাঁচা পেঁয়াজ। সালফার যৌগই টিউমারকে বাড়তে দেয় না। ক্যান্সার ছড়াতে পারে না সেভাবে।

প্রতিদিন কাঁচা পেঁয়াজ খেলে কী হয়

তবে প্রতিদিন বা অতিরিক্ত কাঁচা পেঁয়াজ খাওয়ার বিপদও রয়েছে। অনেকের হজমক্ষমতা কম। সেক্ষেত্রে খাওয়ার পর অস্বস্তি হতে পারে। পেট ফুলে থাকা, গ্যাস, বুকজ্বালার সমস্যা দেখা দিতে পারে। অ্যালার্জি হতে পারে, হতে পারে শ্বাসকষ্টও।

রক্তকে তরল রাখতে যদিও বা সাহায্য করে পেঁয়াজ। কিন্তু যারা আগে থেকেই ব্লাডড থিনিং ওষুধ খাচ্ছেন তাদের কাঁচা পেঁয়াজ খাওয়া উচিত নয়। তারা এ নিয়ে সমস্যায় পড়লে চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলুন।



ঘি খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ভালো

পরিচয় ডেস্ক : ঘি বাঙালির মুখরোচক খাবার। খাবারের স্বাদ ও গন্ধ বাড়াতে ঘিয়ের জুড়ি নেই। শুধু কি তাই? এটি আমাদের সুস্থ রাখতেও বিশেষ ভূমিকা রাখে।

কেউ কেউ রয়েছেন প্রতিদিনের রান্নায় তেলের পরিবর্তে ঘি ব্যবহার করেন। আবার কারো পাতের গরম ভাতের সঙ্গে ঘি না হলে তো চলেই না! তাই বলে কি প্রতিদিন ঘি খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ভালো? কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা? চলুন জেনে নেওয়া যাক-

ভারতের পুষ্টি বিশেষজ্ঞ ড. মিলটন বিশ্বাস জানিয়েছেন, অনেকেরই মনে হয় ঘি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল।

সারাদিনে যে খাবারটা খাওয়া হয় সেটা অবশ্যই সুষম ডায়েট হওয়া উচিত। অর্থাৎ এই পুষ্টিবিদের মতে, খাবারে ৫০ শতাংশ কার্বোহাইড্রেট ,৩৫ শতাংশ প্রোটিন এবং ১৫ শতাংশ ফ্যাট হওয়া উচিত।

দি সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপায়ে ঘি তৈরি করা যায় তাহলে, এক চামচ ঘি-এর মধ্যে ১৩৫ ক্যালরি পাওয়া যায়। যার মধ্যে ১৫ গ্রামই পাওয়া যায় ফ্যাট, এবং ফাইবার কার্বোহাইড্রেট ও সুগারের পরিমাণ থাকে শূন্য । তবে এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ ,কে, ডি এবং ই পাওয়া যায় ।

ঘি টাকে যদি অল্প আঁচে জ্বালিয়ে তৈরি করা সম্ভব হয় তাহলে ভিটামিনের সব পুষ্টিগুণগুলো ওই ঘি-এর মধ্যে বজায় থাকে। ঘি এর মধ্যে সাধারণত যে ফ্যাট পাওয়া যায় সেটা স্যাচুরেটেড ফ্যাট হিসেবে থাকে। এই স্যাচুরেটেড ফ্যাট স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী!

এছাড়াও ঘি এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ওমেগা থ্রি, ফ্যাটি এসিডও পাওয়া যায়, যা শরীরের জন্য খুবই উপকারী।

তবে পরিমাণে বেশি নয়। প্রত্যেক দিন যদি এক চামচ করে ঘি খাওয়া যেতে পারে তাহলে, এটি আপনাদের শরীরের 'এলডিএল কোলেস্টেরলের' পরিমাণটি কমাতে সাহায্য করবে। ঘি-এর মধ্যে যেহেতু সুগারের পরিমাণ পুরোপুরি জিরো থাকে তাই ঘি খেলে রক্তে সুগারের লেভেলও কম থাকবে!

ঘি ইনফ্লামেশন কমানোর পাশাপাশি যাদের করোনারি আরটারি ডিজিজ রয়েছে তাদের সেই রোগ প্রতিরোধ করতেও যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে। তাই কোনওরকম দুশ্চিন্তা না করে প্রত্যেকদিন এক চামচ ঘি খাওয়া যেতে পারে। এমনকি যাদের সুগার রয়েছে তারাও ঘি খেতে পারেন।



লাউয়ের যত গুণ

পরিচয় ডেস্ক : শীত মানেই চারদিকে সবজির ছড়াছড়ি। গাজর, মুলা, পালং, বিট, শিম, বিনস, টমেটো, কড়াইশুঁটি আরো কত কিছু। এর মাঝে উঁকি দেয় অনেকেরই প্রিয় কচি লাউ। শীতের দিনে লাউ চিংড়ি, লাউ ঘণ্ট বা লাউয়ের পায়েস খেতে মন্দ লাগে না।

যদিও আমাদের দেশে সারা বছরই মাচায় ফলে লাউ। এই লাউয়ের বাংলা রূপকথায় দারুণ একটি জায়গাও রয়েছে। সেই সঙ্গে লাউয়ের মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ পুষ্টি। ফলে একাধিক রোগ সমস্যাও দূরে থাকে। এ ছাড়া লাউয়ের শাকও খেয়ে থাকেন অনেকে।

লাউয়ের পুষ্টিগুণ

প্রতি ১০০ গ্রাম লাউয়ে রয়েছে কার্বোহাইড্রেট ২.৫ গ্রাম, প্রোটিন ০.২ গ্রাম, ফ্যাট ০.৬ গ্রাম, ভিটামিন-সি ৬ গ্রাম। এতে ক্যালসিয়াম ২০ মিলিগ্রাম, ফসফরাস ১০ মিলিগ্রাম, পটাশিয়াম ৮৭ মিলিগ্রাম, নিকোটিনিক এসিড ০.২ মিলিগ্রাম রয়েছে। এ ছাড়া এতে রয়েছে খনিজ লবণ, ভিটামিন বি-১, বি-২, আয়রন।

শীতের সবজি লাউয়ের রয়েছে অনেক উপকারিতা। যা গুণে শেষ করা যাবে না। কী সেই উপকারিতা, একনজরে দেখে নেওয়া যাক।

ওজন কমতে সাহায্য করে

কম ক্যালরির খাবার হিসেবে লাউ আদর্শ খাবার। লাউয়ে প্রচুর পরিমাণে ডায়েটারি ফাইবার থাকে এবং খুবই কম ক্যালরি ও ফ্যাট থাকে, কাজেই যারা ওজন কমাতে চান তাদের জন্য লাউ একটি আদর্শ সবজি।

মায়ের দুধ বাড়ায়

লাউয়ে পানি বেশি থাকায় এটি মায়ের দুধ তৈরি করতে ও বাড়াতে কাজ করে। যেসব মায়েদের বুকের দুধ কম, তারা নিয়মিত লাউ খেলে দ্রুত ফলাফল পাবেন।

শিশুর নিরাপদ খাবার

বাচ্চার ৬ মাস হলেই মায়েদের চিন্তা কি খাওয়াবে। লাউকে সিদ্ধ করে চটকে ৬ মাসের পর থেকেই শিশুকে দেওয়া যাবে। কারণ এতে আছে ভিটামিন সি, পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম, লৌহ, জিংক, ফসফরাস যা শিশুর বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশে দারুণ কাজ করে।

হার্টের জন্য ভালো

লাউয়ে কোলেস্টেরলের পরিমাণ শূন্য যা হার্টের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। এতে বিদ্যমান ভিটামিন সি ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্টসমূহ হার্টের জন্য খুবই স্বাস্থ্যকর। তা ছাড়া রক্তের কোলেস্টেরল কমাতেও সাহায্য করে লাউ।

ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য

ডায়াবেটিস, জন্ডিস ও কিডনি রোগীদের উপকারী সবজি লাউ। ক্যালরির পরিমাণ কম থাকায় ডায়াবেটিক রোগীদের জন্যও লাউ যথেষ্ট উপকারী। লাউ ডায়াবেটিক রোগীদের অত্যধিক তৃষ্ণা কমাতেও সাহায্য করে। এ ছাড়া জন্ডিস ও কিডনির সমস্যার সমাধানেও উপকারী ভূমিকা রাখে লাউ।

হজমে সাহায্য করে

লাউয়ে প্রচুর পরিমাণে দ্রবণীয় ও অদ্রবণীয় ফাইবার ও পানি থাকে। দ্রবণীয় ফাইবার

কেন প্রতিদিন ডিম খাবেন!



পরিচয় ডেস্ক : ডিম খেলে পুষ্টি বাড়ে। প্রতিনিয়ত এ কথা শুনেই আমরা বড় হই। প্রতিদিন অন্তত একটি হলেও সিদ্ধ ডিম খাওয়া প্রয়োজন। প্রতিদিন দুটো সিদ্ধ ডিম খেলে শরীরের পুষ্টির অনেক ঘাটতি মিটবে। সরাসরি সিদ্ধ ডিম খেতে সমস্যা হলে কেউ চাইলে সিদ্ধ ডিমের স্যালাদ করেও খেতে পারেন।

প্রতিদিন ডিম খাওয়া কি আদৌ উচিত বা নিরাপদ? পুষ্টিবিদেরা বলছেন, ডিম খাওয়া বা না-খাওয়া নির্ভর করবে যিনি খাচ্ছেন, তার স্বাস্থ্যের ওপর। কিন্তু এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই যে, রোজ দু'টি করে সিদ্ধ ডিম খেলে তা শরীরের ১০ রকম পুষ্টির ঘাটতি পূরণ করতে পারে।

ডিম খাওয়ার ১০ টি উপকারিতা

১। প্রোটিন: এক জন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের প্রতিদিন কতটা প্রোটিন জরুরি, তা নির্ভর করে তার শরীরের ওজনের ওপর। ব্যক্তির শরীরের ওজন অনুযায়ী ০.৮ গ্রাম প্রোটিন প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ, কারও যদি ওজন ৭৫ কেজি হয়, তবে তার দিনে প্রোটিন প্রয়োজন ৬০ গ্রাম। যেহেতু একটি ডিমে ৬ গ্রাম প্রোটিন থাকে, তাই নিয়মিত দু'টি করে ডিম খেলে ১২ গ্রাম প্রোটিন যাবে শরীরে। যা নিয়মিত প্রয়োজনের অনেকটা প্রোটিনই পূরণ হয়ে যাবে।

২। ভিটামিন এ: দু'টি সিদ্ধ ডিমে রয়েছে ৫৪০ আইইউ (আন্তর্জাতিক মানদণ্ড বা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট) ভিটামিন এ। চোখ এবং ত্বক ভাল রাখতে এই ভিটামিন জরুরি। পাশাপাশি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও ভাল রাখে ভিটামিন এ। কোষবৃদ্ধি, প্রজনন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যও এই ভিটামিন উপযোগী। এক জন প্রাপ্তবয়স্কের নিয়মিত ৩০০০ আইইউ ভিটামিন এ প্রয়োজন। ডিম তার অনেকটাই পূরণ করে।

৩। ভিটামিন ডি: হাড়ের স্বাস্থ্যের জন্য অতি প্রয়োজনীয় হল ভিটামিন ডি। আবার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যও উপযোগী এটি। শরীরে প্রতিদিন ৬০০ আইইউ ভিটামিন ডি প্রয়োজন। দু'টি ডিমে থাকে ৮২ আইইউ ভিটামিন ডি।

৪। ভিটামিন বি ১২: মস্তিষ্ক সঞ্চালনে সাহায্য করে ভিটামিন বি ১২। পাশাপাশি স্নায়ুর কাজেও এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এছাড়াও রক্তে লোহিতকণিকা বৃদ্ধি, দৈনন্দিন কাজে সতেজ ভাব বজায় রাখতেও ভিটামিন বি ১২ দরকার। সাধারণত রোজ ২ মাইক্রোগ্রাম এই ভিটামিনের প্রয়োজন। দু'টি সিদ্ধ ডিমে থাকে ১.৬ মাইক্রোগ্রাম ভিটামিন বি ১২।

পরিচয়
PARICHOY
PUBLISHED FROM NEW YORK
শেষের পাতা
Issue 1705
Saturday, November 07, 2026

মামদানি প্রশাসনকে ইমিগ্রেশন এন্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (ICE)-এর সমন মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছেন ফেডারেল বিচারক



পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র মামদানি প্রশাসনকে ইমিগ্রেশন এন্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (ওঈউ)-এর সমন মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছেন একজন ফেডারেল বিচারক । ফেডারেল অভিবাসন কর্তৃপক্ষ আশ্রয়কেন্দ্রে থাকা এমন ব্যক্তিদের বিষয়ে তথ্য চাইছে, যাদের অপরাধের রেকর্ড রয়েছে এবং যারা সম্ভবত অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছে।

নিউ ইয়র্ক সিটিকে গৃহহীন আশ্রয়কেন্দ্রে বসবাসকারী ব্যক্তিদের বিষয়ে ফেডারেল অভিবাসন কর্তৃপক্ষের চাহিদামতো তথ্য হস্তান্তর করতে হবে-গত ৬ নভেম্বর শুক্রবার এক ফেডারেল বিচারক এমন রায় দিয়েছেন। ১২ পৃষ্ঠার এক আদেশে যুক্তরাষ্ট্রের ডিস্ট্রিক্ট জজ, যিনি একজন ফেডারেল বিচারক লুইস কাপলান নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানির প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তারা ইউএস ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (ওঈউ)-এর তলব আদেশের (সাবপিনা) প্রতি সাড়া দেয়। এই তলব আদেশে ব্রঙ্কসের একটি *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

নিউ ইয়র্ক সিটির ৫ মিলিয়ন ডলারের বেশি মূল্যের বিলাসবহুল দ্বিতীয় বাড়ির ওপর অতিরিক্ত কর আরোপের আইনি বাধা আপাতত কাটলো



পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্ক সিটিতে ৫০ লাখ ডলারের বেশি মূল্যের বিলাসবহুল দ্বিতীয় বাড়ির ওপর অতিরিক্ত কর আরোপের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে আইনি বাধা আপাতত কাটিয়ে উঠেছেন মেয়র জোহরান মামদানি। বুধবার ব্রুকলিনের একটি আপিল আদালতের বিচারক প্যানেল নগর প্রশাসনকে এ কর আদায়ের প্রস্তুতি পুনরায় শুরুর সুযোগ দিয়েছেন।

'পিয়েদ-আ-তের' নামে পরিচিত এ কর মামদানির জীবনযাত্রার ব্যয় কমানোর কর্মসূচির অন্যতম অংশ। নিউ ইয়র্ক সিটির ধনী বাসিন্দাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের মাধ্যমে নিউইয়র্ক সিটি বাজেট ঘাটতি কমানো এ উদ্যোগের লক্ষ্য।

এর আগে স্ট্যাটেন আইল্যান্ডের একটি আদালত সম্পত্তির মালিকদের পক্ষে রায় দিয়ে কর বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া স্থগিত করেছিল। সিটি প্রশাসন কর কার্যকরের প্রস্তুতি যথাযথভাবে পরিচালনা *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

নভেম্বর মাসে নিউইয়র্ক সিটির সরকারি স্কুলগুলোতে থাকছে একাধিক ছুটি ও আগাম ক্লাস শেষের দিন



পরিচয় ডেস্ক: নভেম্বর মাসে ছুটি ও নির্ধারিত সময়ের আগেই ক্লাস শেষ হওয়ার কারণে একাধিক দিন সূচিতে পরিবর্তন আসছে নিউইয়র্ক সিটির সরকারি স্কুলগুলোতে। ভেটেরান্স ডে ও থ্যাংকসগিভিং উপলক্ষে সব সরকারি স্কুল বন্ধ থাকবে। এ ছাড়া অভিভাবক-শিক্ষক বৈঠকের কারণে নির্দিষ্ট কয়েকটি শ্রেণির শিক্ষার্থীদের তিন ঘণ্টা আগেই ছুটি দেওয়া হবে।

নিউইয়র্ক সিটি শিক্ষা বিভাগের ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, ১১ নভেম্বর বুধবার ভেটেরান্স ডে উপলক্ষে সব সরকারি স্কুল বন্ধ থাকবে। পরদিন ১২ নভেম্বর বৃহস্পতিবার মধ্যম বিদ্যালয় ও ডিস্ট্রিক্ট ৭৫-এর স্কুলগুলোতে অভিভাবক-শিক্ষক বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। এদিন শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত সময়ের তিন ঘণ্টা আগে ছুটি দেওয়া হবে।

১৯ নভেম্বর বৃহস্পতিবার উচ্চমাধ্যমিক, কে-১২ এবং ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির স্কুলগুলোতে সন্ধ্যায় অভিভাবক-শিক্ষক বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। পরদিন ২০ নভেম্বর শুক্রবার এসব স্কুলে বিকেলে একই ধরনের বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। এদিন শিক্ষার্থীদের তিন ঘণ্টা আগে ছুটি দেওয়া হবে।

নভেম্বরের শেষ সপ্তাহেও দীর্ঘ ছুটি পাচ্ছে শিক্ষার্থীরা। থ্যাংকসগিভিং উপলক্ষে ২৬ *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*



নিউইয়র্কের প্রথম ফিলিস্তিনি-আমেরিকান আইনপ্রণেতা, কে এই আবের কাওয়াস?

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটের ১২ নম্বর আসন থেকে জয়ী হয়েছেন ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী আবের কাওয়াস। নিউইয়র্ক টাইমস যখন নির্বাচনের ফল ঘোষণা করে, সেসময় ৯০ শতাংশ ভোট গণনা শেষ হয়েছিল। এরমধ্যে কাওয়াস পেয়েছিলেন ৭৫ শতাংশ ভোট।

হিজাব পরা প্রথম ফিলিস্তিনি-আমেরিকান হিসেবে নিউইয়র্কের আইনসভায় নির্বাচিত হয়ে ইতিহাস গড়েছেন কাওয়াস। এই জয়ের মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্টেটের আইনসভায় নির্বাচিত হওয়া অল্প কয়েকজন ফিলিস্তিনি-আমেরিকানের তালিকায় যুক্ত হলো তার নাম।

বিজয়ের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স (পূর্বে টুইটার)- দেওয়া এক সংক্ষিপ্ত বার্তায় কাওয়াস লেখেন, 'আমরা ইতিহাস গড়েছি।'

কাওয়াসের নির্বাচনি প্রচারের স্লোগান ছিল-'মর্যাদায় অর্থায়ন, ধ্বংসের বিরুদ্ধে লড়াই'। 'মর্যাদায় অর্থায়ন' বলতে সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা, দ্রুত ও *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*



নিউইয়র্কের পর যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগর লস অ্যাঞ্জেলেসের মেয়র হতে যাচ্ছেন আরেক ভারতীয় আমেরিকান

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কের পর যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগর লস অ্যাঞ্জেলেসের মেয়র হতে যাচ্ছেন আরেক ভারতীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকান নাগরিক। ৩ নভেম্বর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বর্তমান মেয়র কারেন বাসকে হারিয়ে জয়ী হয়েছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি-এমআইটির ডিগ্রীধারী নিত্যা রামন। নির্বাচনে পরাজয় মেনে বিদায়ী মেয়র কারেন বাস গত বৃহস্পতিবার ৫ নভেম্বর রামনকে ফোন করে অভিনন্দন জানান। এর মধ্য দিয়ে দুই দশক পর লস অ্যাঞ্জেলেসে কোনো ক্ষমতাসীন মেয়র পুনর্নির্বাচনে পরাজিত হলেন।

২০০৫ সালে তৎকালীন মেয়র জেমস হ্যানের *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*



মস্তিষ্কের স্ট্রোক: প্রতিটি মিনিটই গুরুত্বপূর্ণ

ডা. হুমায়ুন কবীর হিমু : স্ট্রোক এমন একটি জরুরি চিকিৎসাজনিত পরিস্থিতি, যেখানে প্রতিটি মিনিট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হঠাৎ মুখ বেঁকে যাওয়া, শরীরের এক পাশ অবশ বা দুর্বল হয়ে পড়া, কথা জড়িয়ে যাওয়া কিংবা কথা বলতে অসুবিধা হওয়া-এসব স্ট্রোকের লক্ষণ হতে পারে। এ সময় রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া গেলে মৃত্যুঝুঁকি কমানো এবং স্থায়ী পঙ্গুত্ব প্রতিরোধের সুযোগ তৈরি হয়। কিন্তু দুঃখজনকভাবে, স্ট্রোকের লক্ষণ দেখা দেওয়ার পরও অনেকে বাড়িতে অপেক্ষা করেন, ঝাড়ফুঁক বা ঘরোয়া চিকিৎসার আশ্রয় নেন কিংবা হাসপাতালে যেতে দেরি করেন। এই বিলম্ব রোগীর জন্য ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে।

স্ট্রোক হলে কী করবেন?

স্ট্রোকের লক্ষণ দেখা দিলে প্রথম কাজ হলো দ্রুত জরুরি চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। রোগীকে যত দ্রুত সম্ভব এমন হাসপাতালে নিতে হবে, যেখানে মস্তিষ্কের সিটি স্ক্যান বা এমআরআই এবং প্রয়োজনীয় স্ট্রোক চিকিৎসার সার্বক্ষণিক ব্যবস্থা রয়েছে।

স্ট্রোকের লক্ষণ মনে রাখার সহজ উপায় হলো *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*





